www.kalpataruboi.org

# একত্রিশ লোকভূমি ও নির্বাণ

প্রদীপ কুমার বড়ুয়া

www.kalpataruboi.org

# একত্রিশ লোকভূমি ও নির্বাণ

# THIRTYONE REALMS AND NIRBANA

*প্রকাশক*

**প্রদীপ কুমার বড়ুয়া**

গ্রাম-রাউজান, ডাকঘর-রমজান আলী হাট

থানা-রাউজান, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

*প্রথম প্রকাশ*

৭ অক্টোবর, ২০০৬

**গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত**

*শব্দ বিন্যাস ও মুদ্রণ*

**ওসাকা আর্ট প্রেস**

৭ মোমিন রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩১০৮৯

*প্রচ্ছদ অঙ্কন*

**প্রদীপ কুমার বড়ুয়া**

*প্রাপ্তি স্থান*

লেখকের ঠিকানা মোবাইল ঃ ০১৮৭-২০৬১০২

**ও**

**ওসাকা আর্ট প্রেস**

৭ মোমিন রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩১০৮৯

www.kalpataruboi.org

# একত্রিশ লোক ভূমি
# ও
# নির্বাণ

**PRADIP KUMAR BARUA**
M. Sc. (Chemistry) C. U.

*Ex Lecturer*
**ASHEKANE AWLIA COLLEGE**
Chattagram

*Author of :*
**Basic English For Everystudent**
**English For The Beginners**
**How to Achieve World Peace**
**Why we get suffering and solution**
**Pure Education**

**Translator : The Meditation Hand Book**
**by Geshe Kelsang Gyatso**

www.kalpataruboi.org

# উৎসর্গ

আমার প্রয়াত
পিতার দুঃখ মুক্তি
এবং
আমার স্নেহময়ী
মায়ের দীর্ঘ আয়ু
কামনায় এ বইটি
উৎসর্গ করলাম।

ইতি
গ্রন্থকার
**প্রদীপ কুমার বড়ুয়া**

www.kalpataruboi.org

# অভিমত

অনন্ত জ্ঞানী ভগবান তথাগত বুদ্ধ বলেছেন কোটি সহস্র চক্রবাল বিদ্যমান। কোটি সহস্র চক্রবালের মাঝে একটি চক্রবাল একত্রিশ লোকভূমি নিয়ে গঠিত। সত্ত্বগণ তাদের কর্মচক্রে এ একত্রিশ লোকভূমির মাঝে ঘূর্ণিয়মান। ভগবান তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ দেবদূত সূত্রে বলেছেন-"হে ভিক্ষুগণ মনে কর দুই গৃহের মধ্যস্থলে কোন চক্ষুষ্মান পুরুষ স্থিত হলে সে যেমন দেখতে পায়, কোন্ গৃহে কে প্রবেশ করছে এবং কে বের হচ্ছে। আরও দেখতে পায়, গৃহে প্রবিষ্ট ব্যক্তির ইতস্ততঃ বিচরণ, উপবেশন ও কার্যকলাপ। আমিও সেরূপ লৌকিক লোকোত্তরের সন্ধিপথে অবস্থান করে মানব চক্ষুর অতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষুতে সম্যকরূপে দেখতে পাই প্রাণিদের অবস্থা ও গতি। কোন্ কর্মে কোন প্রাণি হীন ও শ্রেষ্ঠ হয়, সুশ্রী ও বিশ্রী হয়, সুগতি ও দুর্গতি পরায়ণ হয়। কার কখন মৃত্যু হচ্ছে, মৃত্যুর পর কে কোথায় জন্ম নিচ্ছে এবং উৎপত্তিস্থলে কে কিরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করছে।" আসলে এরূপভাবে কর্মচক্রে মানুষ বা প্রাণি জন্ম মৃত্যু গ্রহণ করছে। আপনি স্বর্গ বলেন, ব্রহ্মলোক বলেন, মনুষ্যলোক বলেন, নিরয় বলেন, সর্বস্থান হতে আপনাকে চ্যুত হতে হবে। কোথায়ও বিদ্যমান থাকা যাবে না। আর যেখানে চ্যুতি উৎপত্তি সেখানে দুঃখ। তাই এ চ্যুতি উৎপত্তির দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভগবান বুদ্ধ আবিষ্কার করেছেন পরম সুখ নির্বাণদায়ক ধর্ম।

আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাজন রাউজান থানার পশ্চিম রাউজান গ্রামের কৃতিসন্তান সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক, উদীয়মান সদ্ধর্ম অনুরাগী অধ্যাপক প্রদীপ কুমার বড়ুয়া "একত্রিশ লোকভূমি ও নির্বাণ" নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করতে যাচ্ছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দ প্রীতি অনুভব করছি। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে" অক্খরং একমেকঞ্চ বুদ্ধ রূপসমং সিয়া"। ত্রিপিটক শাস্ত্রের এক একটি অক্ষর ধর্মকায় বুদ্ধমূর্ত্তি সদৃশ। সুতরাং যারা ত্রিপিটক শাস্ত্রের একটি অক্ষরও লিখে থাকেন তারা জন্মে জন্মে শ্রেষ্ঠতম জীবন লাভ করেন। সত্য অনুসন্ধানী অধ্যাপক প্রদীপ কুমার বড়ুয়া অত্যন্ত সুন্দরভাবে তথাগত বুদ্ধ ভাষিত গভীর তত্ত্বজ্ঞানসমূহ ত্রিপিটক শাস্ত্র থেকে চয়ন করে মানুষের ঘূর্ণিয়মান জীবন সম্পর্কে একত্রিশ লোকভূমি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কি কর্মে প্রাণিগণ তির্য্যক, নিরয়, অসুরলোক, স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয় সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। আবার দ্বাদশ আয়তন, আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গসহ বিদর্শন ভাবনার নিয়ম পদ্ধতি তুলে ধরে নির্বাণ লাভের উপায় উপস্থাপনা করেছেন বুদ্ধ প্রজ্ঞাপ্তি ত্রিপিটক হতে। নির্দ্বিধায় বলা যায় এ ধরণের গ্রন্থ বর্তমানে অতীব প্রয়োজন। কারণ মানুষ জাগতিক ভোগ বিলাস নিয়ে ব্যস্ত, ধর্মের নামে অধর্মের দিকে বেশি ধাবমান। 'খাও দাও ফুর্তি কর, ঋণ করে হলেও ঘি খাও'। এটাই যেন মানুষের মূল ধর্মে পরিণত হয়েছে। মানুষ চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা কথন, মদ্যপান প্রভৃতি পাপ কর্ম করে হলেও সুখী হতে চায় অথচ বুঝে না এগুলো সুখ দিতে পারে না। ইহ জীবনে পাপ কর্মের দ্বারা

www.kalpataruboi.org

যেমন দুঃখ ভোগ করে পর জন্মেও তেমনি বিষম দুঃখ ভোগ করে। বিশেষ করে পারলৌকিক বিশ্বাস বেশীর ভাগ মানুষের মাঝে নেই। তাই তারা পাপ কর্ম করতে দ্বিধাবোধ করে না। মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে পাপ কর্মের দ্বারা নরকে আর পুণ্য কর্মের দ্বারা স্বর্গে উৎপত্তি হবে। তবে বুদ্ধ ধর্ম অন্ধ বিশ্বাসের কথা বলে না, প্রজ্ঞা জ্ঞানে বিশ্বাসের কথা বলে। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত নারদ মহাথের তাঁর Is Buddhism a religion? নামক প্রবন্ধে লিখেছেন-"It is not mere belief or blind faith but it is confidence based on knowledge"-এটি (বৌদ্ধ ধর্ম) শুধু মাত্র বিশ্বাস বা অন্ধ বিশ্বাস নয়, এটি জ্ঞান ভিত্তিক দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং জ্ঞানের মাধ্যমে পারলৌকিক বিষয় সম্পর্কে বুঝতে হবে। মানুষ বুঝতে চেষ্টা করেনা যে চর্ম চোখ দ্বারা নিজের দেহের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ দর্শন করে মাত্র। সে চোখ দ্বারা কিভাবে স্বর্গ নরক দেখবে? তার জন্য প্রয়োজন প্রজ্ঞাচক্ষু। এ প্রজ্ঞাচক্ষুর কথা এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে।

স্নেহ ভাজন অধ্যাপক প্রদীপ কুমার বড়ুয়া একজন শিক্ষিত যুবক এবং বিজ্ঞান বিভাগে লেখাপড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেছে। বর্তমানে দেখা যায় প্রায় একাডেমিক শিক্ষিত যুবক যুবতীরা ধর্ম গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে চায় না, জানতে চায় না যে ধর্মের মাঝে অনন্ত জ্ঞানের স্বাদ নিহিত রয়েছে। শুধু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের রসনাযুক্ত আনন্দদায়ক বইসমূহ পড়তে চায়। ফলে তারা ধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে ইহ ও পারলৌকিক জীবনে দুঃখ সৃষ্টি করে। সে স্থানে ধার্মিক প্রদীপ কুমার বড়ুয়া এ রূপ পরমার্থ বিষয় নিয়ে গবেষণা করবে তা ভাবতে পারিনি। তবে আমি রাউজান অবস্থানকালে তাকে ছোট বেলা হতে দেখেছি সে অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী, সত্য সন্ধানী ও ধার্মিক ছিল, প্রতিদিন বিহারে আসতো, ধর্ম বিনয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল অত্যন্ত প্রগাঢ় যা আমাকে এখনও আন্দোলিত করে। ধর্মময় জীবন যাপনের মাধ্যমে 'সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি' একত্রিশ লোকভূমি ও নির্বাণ নামে যে ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করছে তা সমাজের জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক। তাঁর এ অমূল্য গ্রন্থখানি পাঠে অনেকের অন্ধ হৃদয়ে জ্ঞানের আলো উন্মুচ হতে পারে। অসৎরা সৎ, পাপীরা জ্ঞানী হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি তাঁর জ্ঞান হৃদয় হতে আরও তত্ত্বমূলক গ্রন্থ আশা করি। অগার হতে অনাগারিক জীবন প্রত্যাশায় পুণ্যদান ও আশীর্বাদ করছি সাথে নিরোঘ দীর্ঘ জীবন।

জগতের সকল প্রাণি সুখী হউক।

**ধর্মপ্রিয় মহাথের**
**অধ্যক্ষ, মহামুনি মহানন্দ সংঘরাজ বিহার**
**সভাপতি, সংঘরাজ ভিক্ষু মহামন্ডল**
**সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা।**

www.kalpataruboi.org

# লেখকের কথা

ভবচক্রে আমরা ঘুরছি। কষ্ট পাচ্ছি। খুব কম সংখ্যক লোক দুঃখ সত্য উপলব্ধি করে এবং দুঃখ হতে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। বেশীর ভাগ মানুষ তমো তমোপরায়ন। যার কারণে তারা কর্ম জালে আটকা পড়ে। কর্মই সত্ত্বগণকে একত্রিশ লোকভূমির ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাক খাওয়ায়। একত্রিশ লোকভূমি ও নির্বাণ বইটিতে একত্রিশ লোকভূমির বর্ণনা, কর্মের বর্ণনা ও শীল-সমাধির মাধ্যমে নির্বাণের বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কতটুকু সফলকাম হয়েছি তা পাঠকবৃন্দের উপর ছেড়ে দিলাম। একত্রিশ লোকভূমি ও কর্ম বর্ণনায় প্রয়াত ভদন্ত পুজ্য জিনবংশ মহাস্থবিরের 'সদ্ধর্ম-রত্ন-চৈত্য' এবং প্রয়াত ভদন্ত পুজনীয় জ্যোতিপাল মহাথেরোর 'কর্মতত্ত্ব' গ্রন্থদ্বয় হতে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সাহায্য নেয়ায় আমি তাঁদের কাছে চির ঋণী হলাম এবং আমি তাঁদের নির্বাণ কামনা করছি। তাঁদের গ্রন্থদ্বয় হতে তথ্য সংগ্রহ করছি তবে আমার নিজস্ব ভাষা, জ্ঞান, দর্শন, মৌলিকত্ব এবং দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোকে বর্ণনা করেছি। সৃষ্টিকর্তার বদ্ধ ধারণা নির্মূলে এবং কর্ম-জন্মান্তরবাদ-নির্বাণ প্রতিষ্ঠায় অকাট্য দর্শন দাড় করানোর চেষ্টা করেছি তবে কতটুকু সফলকাম হয়েছি জানি না। পাঠকবৃন্দ তা বিবেচনা করবেন। পাঠক-পাঠিকা বইটি পাঠে উপকৃত হলে আমি পুণ্য সঞ্চয়ের অধিকারী হব এবং আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

ইতি

গ্রন্থকারক

**প্রদীপ কুমার বড়ুয়া**

www.kalpataruboi.org

# ভূমিকা

এ পৃথিবীতে দু'টি স্থানে ধর্ম দর্শন উৎপন্ন হয়েছে। একটি আরবে, অপরটি ভারতে। আরবীয় ধর্ম দর্শন সম্পূর্ণ সৃষ্টিকর্তাকে কেন্দ্র করে উৎপন্ন হয়েছে। ভারতীয় ধর্ম দর্শন সৃষ্টিকর্তা, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ ও নির্বাণ কেন্দ্র করে উৎপত্তি হয়েছে। ভারতীয় ধর্ম দর্শনে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পূর্ণ সৃষ্টিকর্তা মুক্ত। এ ধর্মে সৃষ্টিকর্তার কোন স্থান নেই। বৌদ্ধ ধর্ম-নিরশ্বরবাদ ধর্ম। যে সকল ধর্ম সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে সেখানে দেখা যায় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মলোক, স্বর্গ, নরক, অসুর, তীর্যক মনুষ্যলোক নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সে নিজেও কর্মের অধীন হয়। কর্মের অধীন সত্ত্ব মরে, জন্মগ্রহণ করে ও দুঃখ পায়। যারা কর্ম করে না, কর্ম হতে স্বাধীন তারা সম্পূর্ণ দুঃখ হতে মুক্ত। তারা নির্বাণপ্রাপ্ত। আর বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণ হচ্ছে "Diamond Flower of India effulging all over the universe।" হিন্দু ধর্মের নির্বাণ, জৈন ধর্মের নির্বাণ ও বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণের মধ্যে পার্থক্য আছে। হিন্দু ধর্ম মতে সৃষ্টিকর্তা মহাব্রহ্মার সাক্ষাত পেলে অর্থাৎ ব্রহ্মবিলীন হলে অথবা নৈবানাসংজ্ঞায়তন ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করলে জন্ম নিরোধ হয় তথা নির্বাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম মতে এ ব্রহ্মলোকের আয়ু নির্দিষ্ট। এক সময় এ আয়ু নিঃশেষ হয় এবং সত্ত্বগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। কারণ এখানে সত্ত্বগণের সুক্ষ্ম তৃষ্ণা থেকে যায়। বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণ হচ্ছে সম্পূর্ণ তৃষ্ণা মুক্ত। বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণ হচ্ছে এমন একটি মানসিক অবস্থা যেখানে মা শূন্য, পিতা শূন্য, স্বামী-স্ত্রী শূন্য, ভাই শূন্য, বোন শূন্য, আত্মীয় স্বজন শূন্য, সৃষ্টিকর্তা শূন্য, প্রতিটি দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শূন্য, নারী শূন্য, পুরুষ শূন্য, সম্পত্তি শূন্য, লোভ শূন্য, দ্বেষ শূন্য, মোহ শূন্য, হিংসা শূন্য, বিদ্বেষ শূন্য, কাম শূন্য, মান শূন্য, আলস্য শূন্য, চঞ্চলতা শূন্য, চিন্তা শূন্য, মনুষ্যলোক শূন্য, স্বর্গলোক শূন্য, ব্রহ্মলোক শূন্য। এক কথায় প্রত্যেক কিছুই শূন্য, এখানে কিছুর অস্তিত্ব নেই। Nothing-ness is Nirbana.Nirbana is Nothingness.

সত্ত্বগণ যতদিন তৃষ্ণা বা আসক্তি চিত্ত হতে নিঃশেষ করতে পারবে না ততদিন তারা একত্রিশ লোকভূমিতে জন্মগ্রহণ করবে এবং দুঃখ ভোগ করতে থাকবে। একত্রিশ লোকভূমির সত্ত্বগণ কর্ম করে। আর কর্মই হয় তাদের সাথী। সুকর্ম

www.kalpataruboi.org

হয় তাদের বন্ধু। দুষ্কর্ম হয় তাদের শত্রু। সুকর্ম সুগতিলোক মনুষ্যভূমি, স্বর্গভূমি, ব্রহ্মভূমিতে জন্ম দেয়। আর দুষ্কর্ম চতুরাপায়ে জন্ম দেয়। এখানে সত্ত্বগণ অপরিসীম কষ্টভোগ করতে থাকে।

'একত্রিশ লোকভূমি ও নির্বাণ' বইটিতে প্রত্যেকটি লোকভূমির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কর্মই এ সকল লোকে জন্ম দেয়। যে সকল কর্ম সত্ত্বগণকে সুখ দেয় এবং দুঃখ দেয় তা এ বইতে সংযোজন করা হয়েছে। কর্মই সত্ত্বগণের বন্ধু এবং শত্রু। তাই আমাদের কর্ম সম্পর্কে জানা উচিত। আগ্রহী সুধিজন এ বইটি পড়ে কর্ম সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবেন।

কর্ম এবং জন্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কর্ম ধ্বংস না হলে জন্ম নিরোধ হবে না। আর জন্ম নিরোধ না হলে দুঃখ শেষ হবে না। মহাজ্ঞানী বুদ্ধ কঠোর সাধনা বলে কর্ম নিধনের পথ আবিষ্কার করেছেন। সত্ত্বগণের কর্ম মুক্তির পথ বের করেছেন। পথটি হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও বিদর্শন ধ্যান। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে কর্ম সংশোধনের পথ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে দৃঢ় সংকল্প তৈরীর পথ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে জীবিকা সংশোধনের পথ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে সম্যক দৃষ্টি উৎপাদনের পথ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে কুশল উৎপাদনের পথ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে অকুশল অনুৎপাদনের পথ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে অস্থির-চঞ্চল-দুরাগামী চিত্তকে স্থির করার পথ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে দেহ ও মনকে সমন্বয় করার পথ। দেহ-মন সমন্বয় হলে চিত্ত সমাহিত হয়। চিত্ত সমাহিত হলে ধ্যান শুরু হয়। ধ্যান শুরু হলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জ্ঞান উৎপন্ন হলে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। প্রজ্ঞা উৎপন্ন হলে তা দিয়ে কর্ম ধ্বংস করা যায়। কর্ম ধ্বংস হলে তৃষ্ণা বা আসক্তি ক্ষয় হয়। তৃষ্ণা ক্ষয় হলে নির্বাণ অধিগত হয়।

পাঠক-পাঠিকাগণ এ বইটি পড়ে একত্রিশ লোকভূমি, কর্ম বিভঙ্গ ও নির্বাণ সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবেন। এ বইটি পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

ইতি

গ্রন্থকার

**প্রদীপ কুমার বড়ুয়া**

www.kalpataruboi.org

# PREFACE

Religion primarily relies on creeds accepted by all followers of a particular religious group. Without creeds and devotion to a religion it can not be gone ahead. Creeds or beliefs are to be proved by spiritual training or practice. Islam and Chritinism are developed through mere faith on Allah and God. On the other hand Hinduism is meliorated through faith on the creator Moha Brahama, Karmic forces and birth-rebirth or reincarnation on the different realms. In Buddhism there is no place for God or the creator. It is based on reincarnation and suffering, Kamic forces and ceasation of suffering through Nirbana. In this book I have depicted 31 realms where entities or beings are reborn or reincarnated after death. This book also deals with classification of Karma, the principle of cause and effect and vipassana meditation. Through vipassana we can reach our highest goal Nirbana which is a mental state out of unhappiness, suffering, restless of mind. The person whose mental reactions are ceased is calm, secrene, noble, pure, worshipable.

I have expounded the misconception of the creator pointing out karmic action leading us to various realms causing suffering.

By reading this book the readers are able to know about 31 realms, karmic actions, the law of cause and effect, vipassana and Nirbana.

May all beings enjoy the ecstasy of Nirbana.

The Author
**PRADIP KUMAR BARUA**

www.kalpataruboi.org

# সূচিপত্র


| ক্রমিক | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১. | সূচনা | ১ |
| ২. | তির্যক ও অসুরলোক বর্ণনা | ১-৪ |
| ৩. | প্রেতলোক বর্ণনা | ৪-৮ |
| ৪. | মহানরক বর্ণনা | ৮-২৩ |
| ৫. | উস্‌সদ নরক বর্ণনা | ২৩-২৯ |
| ৬. | আর্য নিন্দুকের নরক বর্ণনা | ২৯-৩০ |
| ৭. | পহাস নরক | ৩০ |
| ৮. | লোকান্তরিক নরক | ৩০-৩১ |
| ৯. | অহংকারীর পরিণাম | ৩১-৩২ |
| ১০. | মনুষ্যলোক বর্ণনা | ৩২ |
| ১১. | সুমেরু পর্বত | ৩২-৩৪ |
| ১২. | স্বর্গলোক বর্ণনা | ৩৪-৩৮ |
| ১৩. | ব্রহ্মলোক বর্ণনা | ৩৮-৪৩ |
| ১৪. | কর্মের শ্রেণী বিভাগ | ৪৩-৫১ |
| ১৫. | কর্মের যুক্তি ও দর্শন | ৫১-৫৪ |
| ১৬. | প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি | ৫৪-৬১ |
| ১৭. | কর্মের প্রতিষ্ঠা | ৬২-৬৫ |
| ১৮. | পঞ্চশীল ও অষ্টশীল বর্ণনা | ৬৫-৭০ |
| ১৯. | বিদর্শন ধ্যান | ৭০-৭৩ |

www.kalpataruboi.org



# একত্রিশ লোকভূমি ও নির্বাণ

জন্ম শত্রু। দেহ শত্রু। মন বা চিত্ত শত্রু। শত্রু অর্থ দুঃখ সৃষ্টিকারী, অশান্তি সৃষ্টিকারি, সুখ হননকারি, যাতনা সৃষ্টিকারি ইত্যাদি। জন্ম যদি না হত দেহ ও মন উৎপন্ন হত না। দেহ ও মন প্রতি নিয়ত আমাদের দুঃখ দিচ্ছে। রোগ হয়ে, কেটে গিয়ে, পুঁড়ে গিয়ে, ঘষে গিয়ে, কাঁটা বিদ্ধ হয়ে বিভিন্ন প্রকারে দেহ দুঃখ সৃষ্টি করে। বার্ধক্যকালে শরীর দুঃখের এক বিরাট পাহাড়। বৃদ্ধদের মনে হয় দেহটা ধ্বংস হলেই পালিয়ে বাঁচি। মন আমাদের নানা বিষয়ে বিভিন্ন কিছু ভাবিয়ে দুঃখ বা কষ্ট দেয়। দেহ ও মন উৎপত্তির উৎস অতীতের পিতারূপ কর্ম এবং মাতারূপ তৃষ্ণা অর্থাৎ কর্ম ও তৃষ্ণা দেহ ও মন সৃষ্টি করে। তৃষ্ণা ও কর্ম সত্ত্বগণকে একত্রিশ লোকভূমিতে জন্ম দেয়। যার কারণে সত্ত্বগণ অসীম দুঃখ বা কষ্ট পায়। বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর পরই বলেছিলেন, "হে গৃহকারক, আমি তোমাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে খোঁজেছি কিন্তু তোমার সন্ধান পায়নি। আজ তোমার সন্ধান পেয়েছি। আমি তোমাকে ধ্বংস করেছি। আর তুমি দেহ রূপ গৃহকে ধারণ করায়ে আমাকে কষ্ট দিতে পারবে না।" বুদ্ধ সেদিন তৃষ্ণার নির্বাণ ঘটিয়েছিলেন। তাই তিনি আর জন্মগ্রহণ করবেন না বলেছিলেন। কর্ম বিমুক্তি হলে তৃষ্ণা বিমুক্তি হয় এবং জন্ম নিরোধ হয়। জন্ম নিরোধ হলে একত্রিশ লোকভূমির কোন ভূমিতে জন্ম হয় না। জন্ম-মৃত্যু হতে স্বাধীন হয়। দেহ ও অন্তর জ্বালা শেষ হয়। তাই "নিব্বানং পরম সুখং"।

একচক্রবালে একত্রিশ লোকভূমি থাকে। লোক অর্থ জগৎ বা স্থান (realm)। একত্রিশ লোকভূমি হচ্ছে চার অপায়, একটি মনুষ্যলোক, ছয়টি স্বর্গলোক, ও কুড়িটি ব্রহ্মলোক। চার অপায় হচ্ছে তীর্যক, অসুর, প্রেত ও নরক। তির্যকলোক বা কূল হচ্ছে মনুষ্য ভূমিতে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণি। তবে অন্যান্য অপায় লোকেও তির্যক প্রাণি আছে। তির্যকলোকে অকুশল বা পাপের বিপাক বা ফল ভোগ করার জন্য সত্ত্বগণ নানা প্রকার প্রাণিরূপে পৃথিবীতে ও অন্যান্য অপায় লোকে জন্ম গ্রহণ করে। দেখা যায় এক প্রাণি অন্য প্রাণিকে বধ করে অথবা বধ

---

*চতুরার্য সত্য, শীল ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে জানার জন্য প্রদীপ কুমার বড়ুয়া কর্তৃক রচিত "কেন আমরা কষ্ট পাই এবং সমাধান" বইটি পড়ুন।*

www.kalpataruboi.org



করে ভক্ষণ করে। ফলে তারা তির্যক জন্ম বৃদ্ধি করে। তির্যক কূলের আয়ু নির্দিষ্ট নয়-অনন্ত। কিন্তু অন্যান্য লোকের আয়ু নির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট আয়ু শেষ হলে অন্য লোকে জন্ম গ্রহণ করে। বুদ্ধ তির্যক কূল সম্পর্কে বলেছেন "সমুদ্রের তলদেশে একটি কানা বা অন্ধ কচ্চপ বাস করে। সমুদ্রের পানি উত্তাল। পানিতে একটি যোয়াল ভাসছে। কানা কচ্চপটি একশ' বছর পরে পানির নিচ হতে উপরে উঠে যোয়ালের ছিদ্র দিয়ে তার মাথা ঢুকাতে চেষ্টা করে। এ কানা কচ্চপটি যত কোটি বছরে ঐ ছিদ্র পথে মাথা ঢুকাতে পারবে সে ঐ কচ্চপ কূল হতে মুক্ত হতে পারবে। এখানে, একটি প্রশ্ন থেকে যায় ঐ কানা কচ্চপটি আধোই ঐ যোয়ালের ছিদ্র পথে মাথা প্রবেশ করাতে পারবে? সত্ত্বগণ তির্যককূলে জন্মগ্রহণ করলে সেখান থেকে মুক্তি পাবার আশা খুব ক্ষীণ। তির্যক প্রাণি যেমন বানর, ভল্লুক, সাপ, ব্যাঙ, বাঘ, সিংহ, হায়ানা, মাছ, কুমীর ইত্যাদি এদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই, খাবারের নিশ্চয়তা নেই, প্রাণের নিশ্চয়তা নেই, কখন যে মানুষ বা একে অপরকে হত্যা করবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের প্রাণ কেড়ে নেবে। তাই তির্যক প্রাণি অবিরত ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। ভয় দুঃখ বা কষ্ট সৃষ্টি করে। যারা (মানুষ ও অন্যান্য প্রাণি) প্রাণি হত্যা করে, প্রাণিকে নির্যাতন করে, কোন প্রাণির প্রতি আসক্তি বা অনুরাগ থাকলে তারা মৃত্যুর পর তির্যক প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করে অসহ্য যাতনা ভোগ করে। যারা মৃত্যুর সময় জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, পানি, বিভিন্ন প্রকার প্রাণি দেখে তারা মৃত্যুর পর তির্যক কূলে উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান অবস্থায় মরলেও তীর্যক কূলে জন্মগ্রহণ করে। তির্যক লোকে সত্ত্বগণ দুঃসহ যন্ত্রণা পাওয়ার কারণে অপায়। যে সকল মানুষ ইহ জীবনে প্রচুর দান করে কিন্তু শীল পালন করে না তারা মৃত্যুর পর ধনীলোকের বা রাজার কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি হয় এবং তাদের আরাম-আয়েসের অভাব হয় না। যে সকল প্রাণি প্রাণি হত্যা করে না যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি তাদের তির্যক জন্ম কমতে থাকে। কিন্তু হত্যার মাধ্যমে তির্যক জন্মের সংখ্যা বাড়ে। তির্যক অশুভ। তির্যক দুঃখ। যে সকল সত্ত্ব যে তির্যক কূল হতে মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে তাদের মধ্যে সে তির্যক প্রাণির লক্ষণ বা স্বভাব বা আচরণ দেখা যায়। তাই তারা তির্যক মানব হিসেবে পরিগণিত হয়। যে সকল মানুষ সর্বদা হাঁস-মোরগ-মুরগী-গরু-ছাগল-বাঘ-সিংহ ইত্যাদি এর মত করে তারা তির্যক মানব। যেমন (১) যে সব মানুষ সব

www.kalpataruboi.org



সময় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অলসভাবে সময় কাটায় তারা সরিসৃপ জাতি প্রাণি হতে জন্মগ্রহণ করেছে। (২) যে সকল মানুষ পশু-পক্ষীর ডাক সহজেই আয়ত্ত করতে পারে তারা পশু-পক্ষী কূল হতে জন্মগ্রহণ করেছে। (৩) যারা সব সময় রাগ বা দ্বেষ দেখায় তারা সাপ কূল হতে জন্ম গ্রহণ করেছে (সাপের স্বভাব সব সময় রাগ, দেখানো ও ছোবল মারা)। (৪) যে সকল মানুষ গাছ বা কোন কিছুতে ঝুলে থাকতে চায় বা সহজেই ঝুলতে পারে তারা বাদুর বা বানর কূল হতে জন্মগ্রহণ করেছে। এখানে আসল কথা হচ্ছে সংস্কার। যে যে রকম সংস্কারাবদ্ধ সে যে কূলে উৎপন্ন হউক না কেন সেখানে তার পূর্ব জন্মের সংস্কার পরিলক্ষিত হয়। কোন গোয়েন্দা বিভাগের মানুষ বা কোন অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান লাভী (দিব্য চক্ষু সম্পন্ন, দিব্য কর্ণ সম্পন্ন, নানাময় ঋদ্ধি সম্পন্ন, পরচিত্ত বিজনন জ্ঞান সম্পন্ন ইত্যাদি) ব্যক্তি মরে কুকুর হলে সে গোয়েন্দা কুকুর হবে এবং অপরাধী খোঁজে বের করে দিতে সমর্থ হবে। কোন চিন্তাবিদ বা বুদ্ধিজীবি বা বিজ্ঞানী মরে কোন তির্যক প্রাণি হলে সে প্রাণিটি তার কাজে গভীর চিন্তা ও বুদ্ধি প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে অর্থাৎ আমরা সে প্রাণিটির মধ্যে গভীর চিন্তা ও বুদ্ধি লক্ষ্য করতে সমর্থ হই। কোন নেতা মরে তির্যক প্রাণি হলে সে যে প্রাণি কূলে জন্মগ্রহণ করে সে সে প্রাণি দলের নেতা হয় (দেখা যায় পশু-পক্ষীদের নেতা আছে)। তির্যক সংস্কার ও জন্ম বন্ধ করার জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত শীল পালন ও বিদর্শন ধ্যান করতে হবে।

অপায়ের মধ্যে আরেকটি হচ্ছে অসুর লোক। যারা অসুরলোকে উৎপন্ন হয় তারা একে অপরের আঘাত দ্বারা সব সময় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। এখানে অসুররা সব সময় যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। ফলে তারা সব সময় মাথা কাটা, হাত কাটা, পা কাটা, দেহে আঘাত জনিত তীব্র কষ্ট ভোগ করে। অসুরলোকের সত্ত্বগণের আয়ু নির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট আয়ু শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা মরে না। হাত, পা, মাথা ইত্যাদি কাটা যাওয়ার পর আবার জোড়া লাগে এবং আবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এভাবে নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হলে অসুরলোক হতে চ্যুত হয়ে নানা যোনি বা লোকে উৎপন্ন হয়। যারা অসুর লোক হতে মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে তাদের মধ্যে অসুরের স্বভাব পরিদৃষ্ট হয়। যে সকল মানুষ সর্বদা মারামারি, কাটাকাটি, সন্ত্রাস, ডাকাতি, মানুষের অনিষ্ট সাধন করে, সন্ত্রাসের গডফাদার হয়, সৈন্য হতে চায় বা সৈন্য হয় তারা অসুর লোক হতে জন্ম গ্রহণ করে।

www.kalpataruboi.org



অসুরদের চেহারা বিভৎস এবং তারা সুঠাম দেহের অধিকারী ও দেহে শক্তি বেশী। শক্তি প্রয়োগ করার জন্য ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে একে অপরের সাথে শক্তি পরীক্ষা বা যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং অসীম যন্ত্রণা পায়। মৃত্যুর সময় যারা বিভৎস চেহারার প্রাণি দর্শন করে তারা মৃত্যুর পর অসুরলোকে উৎপন্ন হয়। যারা পৃথিবীতে সব সময় অসুরের মত করে অর্থাৎ যারা সর্বদা মারামারি, কাটাকাটি, সন্ত্রাস করে, সৈন্য হয় তারা মৃত্যুর পর অসুর লোক বা নরক অপায়ে উৎপন্ন হয়। অসুর লোকে উৎপন্ন না হওয়ার জন্য আমাদের সর্বদা শীল পালন ও বিদর্শন ধ্যান করা উচিত।

অপায়ের মধ্যে আরেকটি অপায় আছে সেটি হচ্ছে প্রেতলোক। প্রেতরা সর্বদা ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলতে থাকে। তাই তারা অত্যন্ত কষ্ট পায়। যারা প্রেতকূল হতে মনুষ্য কূলে জন্মগ্রহণ করে তাদের মধ্যে প্রেতের স্বভাব পরিলক্ষিত হয়। তারা সব সময় ক্ষুধা অনুভব করে। শুধু খাই আর খাই এরূপ অনুভব করে। খাওয়ার পরে বলে কিছুই খাইনি। পোশাক-পরিচ্ছদ নোংরা থাকে। পচা-আবর্জনা নিয়ে ঘাটাঘাটি করে। নালা নর্দমায় নেমে সেখান থেকে নানা রকম সামগ্রী সংগ্রহ করে, খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ খায়, ফেলে দেয়া খাবার সংগ্রহ করে খায়। ইহ জীবনে যারা কৃপণ খাবারের প্রতি লোভ করে, হিংসা করে, শিক্ষা ও ধর্মীয় খাতের অর্থ বা টাকা আত্মসাৎ করে এবং বুদ্ধ ও ভিক্ষু-শ্রমণকে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার দানীয় বস্তু ভোগ করে, অন্যকে দান দিতে বারণ করে, অবিবেচক, ঘুষ খোর, উৎপীড়নকারী তারা মৃত্যুর পরে প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়। যারা মৃত্যুর সময় চর্মসার প্রাণি, কঙ্কাল, ক্ষুধার্ত প্রাণির দৃশ্য দেখে তারা মৃত্যুর পর-প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়। যে সকল ব্যক্তি সর্বদা তাদের সম্পত্তিকে পাহাড়ার চোখে চোখে রাখে এবং সম্পত্তি হারানোর ভয়ে কাতর থাকে সে মৃত্যুর পর যক্ষ নামক প্রেত লোকে উৎপন্ন হয়। লোভ করলেও প্রেতকূলে উৎপন্ন হয়। প্রেত জন্ম বন্ধ করার জন্য মানুষ হিসেবে আমাদের উদার চিত্ত সম্পন্ন হতে হবে, কৃপণতা ত্যাগ করতে হবে, লোভ ত্যাগ করতে হবে এবং শীল পালন ও বিদর্শন ধ্যান করতে হবে।

**বিভিন্ন প্রকারের প্রেত লোক আছে যেমন ঃ-**

**১। ঋতুপজীবী প্রেত ঃ** এ সকল প্রেত মাঝে মধ্যে খাবার পায়। কিন্তু বেশীর

www.kalpataruboi.org



ভাগ সময় ক্ষুধার জ্বালায় তাদের দিন কাটাতে হয়।

২। **ক্ষুৎ পিপাসিক প্রেত ঃ** এ সকল প্রেত লক্ষ লক্ষ বছর যাবত ক্ষুধা ও পিপাসার জ্বালায় কষ্ট ভোগ করতে থাকে এবং ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণের জন্য এদিক-ওদিক ঘুরাঘুরি করে।

৩। **নিঝামতৃষ্ণিক প্রেত ঃ** এ সকল প্রেত সম্মুখে খাবার থাকলেও চোখে দেখতে পায় না, দেখলেও গ্রহণ করতে পারে না। তাই তারা সর্বদা ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলতে থাকে।

৪। **কালকঞ্জিক অসুর প্রেত ঃ** এক প্রকার অসুর আছে যারা অত্যন্ত চর্মসার সদৃশ, চেহারা অত্যন্ত বিশ্রী ও বিকট, চোখ দুটি কপালের উপরে অবস্থিত এবং সূচিরূপ। এরা অত্যন্ত কলহপ্রিয় ও সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। মুখ সুচের মত হওয়ায় এবং কপালের উপর থাকায় এরা আহার করতে খুবই কষ্ট পায় এবং তাদের পেট ভরে না। তাই ক্ষুধায় তীব্র কষ্ট পায়।

৫। **পাংশু পিশাচ প্রেত ঃ** এরা নোংরা, পচা-গলা, পায়খানায় অবস্থান করে এবং সেখান থেকে ময়লা-আবর্জনা খেয়ে পেট ভরায়।

৬। **পর দত্তোপজীবী প্রেত ঃ** এ সকল প্রেত তাদের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক প্রদত্ত পূর্ণ লাভ করে খাবার পায় এবং খাবার খেয়ে সুখী হতে পারে। আমরা যারা সাধারণ লোক কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারি না আমাদের আত্মীয় পরদত্তোপজীবী প্রেতলোকে নেই। তাই আমাদের জ্ঞাতীদের উদ্দেশ্যে দান দেয়া উচিত।

৭। **মিথ্যা শপথকারী প্রেত ঃ** যে সকল মানুষ অপরের দুর্নাম ছড়ায়, দোষ ঢাকার জন্য পুত্র ও বুদ্ধের দোহাই দিয়ে শপথ করে তারা মৃত্যুর পর মিথ্যা শপথকারী প্রেত হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এ সকল প্রেতের দেহ অত্যন্ত বিশ্রী ও দেহ হতে সর্বদা দুর্গন্ধ বের হয়। সর্বদা ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলতে থাকে। প্রেতী হলে সন্তান প্রসব করে নিজে খেয়ে ফেলে। এরূপে মিথ্যা শপথকারী প্রেতগণ কষ্ট পায়।

৮। **বৈমানিক প্রেত ঃ** এ সকল প্রেতের দেহ খুবই সুন্দর কিন্তু মুখ শুকুরের মত। তাই তারা বিশ্রী চেহারার জন্য সর্বদা অনুতপ্ত এবং কষ্ট পায়। যারা ইহ

www.kalpataruboi.org



জীবনে কায়িক পাপ করে না কিন্তু বাচনিক পাপ যেমন মিথ্যা-কটু-বৃথা-ভেদ বাক্য ব্যবহার করে তারা বৈমানিক প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

**৯। অস্থিপঞ্জর প্রেত ঃ** যারা মৃত্যুর সময় অস্থি দেখে তারা অস্থি পঞ্জর প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। চর্মহীন অস্থি পিঞ্জর দেহ নিয়ে তারা অনবরত কষ্ট পেতে থাকে।

**১০। মাংসপেশী প্রেত ঃ** যারা মৃত্যুর সময় মাংসপেশী দেখে তারা মৃত্যুর পর মাংসপেশী প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

**১১। মাংসপিণ্ডাকৃতি প্রেত ঃ** যারা মৃত্যুর সময় মাংসখণ্ড দেখে তারা মাংসপিণ্ডাকৃতি প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। যারা ইহ জীবনে বিভিন্ন প্রাণির মাংস খণ্ড খণ্ড করে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে তারা এরূপ পেত হয়।

**১২। চর্মহীন প্রেত ঃ** যারা মৃত্যুর সময় চর্ম বা চামড়া দর্শন করে তারা চর্মহীন প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। যারা ইহ জীবনে গরু-ছাগল-মহিষের চামড়া ছেড়ে নিয়ে ব্যবসা বা জীবিকা নির্বাহ করে তারা মৃত্যুর পর চর্মহীন প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

**১৩। অসিলোম প্রেত ঃ** যারা মৃত্যুর সময় অসি বা তরবারি, চুরি দেখে তারা অসিলোম প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। অসিলোম প্রেতদের লোমগুলো অসি বা তরবারির ন্যায় হয়। ফলে তারা নিজেদের লোমের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। যারা ইহ জীবনে অসি বা চুরি দ্বারা প্রাণি হত্যা করে জীবিকা নির্বাহ করে তারা মৃত্যুর পর অসিলোম প্রেত হয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

**১৪। শক্তিলোম প্রেত ঃ** যারা মৃত্যুর সময় তীক্ষ্ণ ধারাল জিনিস দেখে তারা মৃত্যুর পর শক্তিলোম প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। শক্তিলোম প্রেতদের দেহের লোমগুলো শেলের ন্যায় এবং সেগুলোর আঘাতে তারা তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে। যারা ইহ জীবনে শেলের ন্যায় বিভিন্ন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা প্রাণিদের কষ্ট দেয় তারা শক্তিলোম প্রেত হয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

**১৫। শরলোম প্রেত ঃ** যারা মৃত্যুর সময় তীক্ষ্ণ শর (তীর) দেখে তারা মৃত্যুর পরে শক্তি লোম প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। ইহ জীবনে যে সকল ব্যক্তি তীক্ষ্ণ শর বা অসির আঘাতে প্রাণি হত্যা করে তারা মৃত্যুর পর শরলোম প্রেত কূলে

www.kalpataruboi.org



জন্মগ্রহণ করে।

**১৬। সূচীলোম প্রেত ঃ** যে সকল মানুষ প্রাণিদের নানারকম দন্ডের আঘাতে নির্যাতন করে তারা মৃত্যুর পর সূচীলোম প্রেত হয়ে জন্মায়। সূচীলোম প্রেতদের লোমগুলো সূচের ন্যায়। তাই তারা নিজেদের লোমে বিদ্ধ হয়ে অসীম যন্ত্রণা পায়। যারা ইহ জন্মে মানুষকে নানা রকম ফাঁদে ফেলে মানসিকভাবে কষ্ট দেয় তারা সুচীলোম প্রেত কূলে উৎপন্ন হয়।

**১৭। কুড়াল প্রেত ঃ** যারা ঘুষ খোর, প্রবঞ্চক, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে মানুষকে কষ্ট দেয় তারা কুড়াল প্রেত হয়ে জন্মায়। এদের অন্ডকোষ অতীব প্রকাণ্ড হয়। যার কারণে প্রতিনিয়ত দুঃখ পায়।

**১৭। বিষ্টাকুণ্ড প্রেত ঃ** যারা ইহ জীবনে নারীদের বলৎকার করে সতীত্ব নষ্ট করে এবং মানুষকে বিষ্টা (গু) খেতে বলে তারা মৃত্যুর পর বিষ্টাকুণ্ড প্রেত হয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

**১৮। চর্ম বিহীনা প্রেত ঃ** যে সকল নারীরা নিজের স্বামী বাদ দিয়ে অন্য পর পুরুষের সাথে পাপকর্ম করে তারা মৃত্যুর পর চর্ম বিহীনা প্রেত হয়ে জন্মায়।

**১৯। বিরূপ দুর্গন্ধ বিশিষ্ট প্রেত ঃ** যারা মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ন এবং অন্যদেরকে মিথ্যাদৃষ্টি পথে চলার নির্দেশ দেয় তারা মৃত্যুর পর বিরূপ দুর্গন্ধ বিশিষ্ট প্রেত হয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

**২০। প্রজ্বলিত প্রেত ঃ** যারা ইহ জীবনে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিদের পুড়িয়ে মারে তারা প্রজ্বলিত প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রজ্বলিত প্রেত হয়ে তারা সর্বদা অগ্নিদগ্ধ হতে থাকে এবং অপরিসীম দুঃখ বা কষ্ট পায়।

**২১। শির বিহীন প্রেত ঃ** যারা ইহ জীবনে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিদের শির (মাথা) ছেদ বা কাটে তারা মৃত্যুর পর শিরবিহীন প্রেত হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। শিরবিহীন প্রেতদের মাথা না থাকার দরুণ চোখ দুটি ও মুখ বক্ষে বা বুকে অবস্থিত।

**২২। নিজ সন্তান ভক্ষণকারী প্রেত ঃ** যারা ইহ জীবনে নিজ সন্তানের গর্ব করে অপরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তারা মৃত্যুর পর নিজ সন্তান ভক্ষণকারী প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

www.kalpataruboi.org



উপরের প্রেতদের বর্ণনা পড়ে হয়ত অনেকের অবিশ্বাস ও হাসি জন্মাতে পারে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন আকৃতির প্রাণিদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই কত বিচিত্র ধরনের প্রাণি। কারও মুখ সুচের মত, কারও মাথায় বোঝার মত মাংসপিণ্ড ইত্যাদি নানা প্রাণির শারীরিক গঠন হতে প্রেতদের দেহ ও অন্য লোকের সত্ত্বদের দেহ আকৃতি ধারণা লাভ করতে তেমন কষ্ট হবে না। দেহ আকৃতি ভিন্ন হওয়ার কারণ হচ্ছে কর্মের তারতম্য ও বিপাক বা ফল।

নরক দুঃখ, নরক যন্ত্রণাদায়ক। নরক কষ্টকর। মনুষ্য দুঃখ অপেক্ষা নরকের দুঃখ বর্ণনাতীত। তাই নরক দুঃখ যন্ত্রণা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন করতে হবে।

আটটি মহানরক আছে। যথা-(১) সঞ্জীব মহানরক (২) কালসূত্র মহানরক (৩) সংঘাত মহানরক (৪) রোরুপ মহানরক (৫) মহারোরুপ মহানরক (৬) তাপন মহানরক (৭) মহাতাপন মহানরক (৮) অবীচি মহানরক। প্রতিটি মহানরকের চার পাশে ৪টি করে মোট ষোলটি উদ্‌সদ নরক আছে। উদ্‌সদ নরক মহানরকের চেয়ে ছোট।

## একত্রিশ লোকভূমির নাম (উর্ধ্ব হতে নিম্ন দিকে)

অরূপ ব্রহ্মভূমি →
- → নৈবসঞ্ঞা নাসঞ্ঞায়তন বা নৈবসংজ্ঞা সংজ্ঞায়তন
- → অকিঞ্চঞ্ঞায়তন বা আকিঞ্চায়তন
- → বিঞ্ঞানঞ্চায়তন বা বিজ্ঞানায়তন
- → আকাসানঞ্চায়তন বা আকাশায়তন

রূপ ব্রহ্মলোক →
- → অকনিট্‌ঠ
- → সুদস্‌সী
- → আতপ্প
- → অবিহ

www.kalpataruboi.org



রূপ ব্রহ্মলোক →
- → বেহপ্ফল
- → অসঞ্ঞসত্ত
- → পরিত্তসুভ
- → অপ্পমানসুভ
- → সুভ কিন্হ
- → পরিত্তাভ
- → অপ্পমানাভ
- → অভিস্সর
- → ব্রহ্ম পরিসজ্জ
- → ব্রহ্ম পুরোহিত
- → মহাব্রহ্মা

স্বর্গ →
- → পর নিম্মিত বসবত্তী স্বর্গ বা পর নির্মিত বসবর্ত্তীস্বর্গ
- → নিম্নান রতি স্বর্গ বা নির্মাণ রতি স্বর্গ
- → তুষিত স্বর্গ
- → যাম স্বর্গ
- → তাবতিংস স্বর্গ
- → চতুর্মহারাজিক স্বর্গ

মনুষ্যলোক → ১টি

www.kalpataruboi.org



অপায় →
- → অসুর
- → তির্যক
- → প্রেত
- → নরক

নরক →
- → সঞ্জীব মহানরক
- → কালসূত্র মহানরক
- → সংঘাত মহানরক
- → রোরুপ মহানরক
- → মহা রোরুপ মহানরক
- → তাপন মহানরক
- → মহাতাপন মহানরক
- → অবীচি মহানরক

১ যোজন = ৬ মাইল
= ৯.৬ কিলোমিটার

প্রত্যেক মহানরকের চারটি কোণ ও চারটি দরজা আছে। মহানরক লোহার দেয়াল দ্বারা তৈরী। দেয়ালের উচ্চতা ৯ শত যোজন, পুরুত্ব ৯ যোজন এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১০০ যোজন। মহানরকের ছাদও

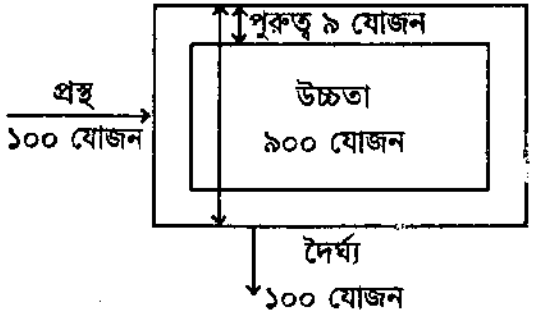


লোহা দ্বারা নির্মিত। প্রতিটি মহানরক সর্বদা দাউ দাউ করে জ্বলছে। নরকে কোন কোন নারকীদের দেহ ৩ মাইল ৩২০ গজ, কোন কোন নারকীর দেহ অর্দ্ধ যোজন, কোন কোন নারকীর দেহ ১০০ যোজন হয়ে থাকে পাপের তারতম্য অনুসারে।

www.kalpataruboi.org



**১। সঞ্জীব মহানরক ঃ** মনুষ্য ভূমি হতে ১৫ হাজার যোজন নিচে সঞ্জীব মহানরক অবস্থিত। এখানে নারকীরা পুন পুন জীবিত হয় বলে এ নরকের নাম সঞ্জীব মহানরক হয়েছে। এখানে নারকীদেরকে নরক পালগণ পিছু ধাওয়া করে এবং ধরে খণ্ড বিখণ্ড করে কাটতে থাকে। ফলে তাদের দেহ হতে প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হয় এবং তারা অসীম যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। তবুও মরে না। এ নরকের নারকীয়দের নির্দিষ্ট আয়ু আছে। যতদিন এ আয়ু শেষ না হয় ততদিন তারা অপরিসীম নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। এখানে শুধু নারকীদের কাটতে থাকে না, তীব্র আগুনের স্ফুলিঙ্গ এসে তাদের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়।

**সঞ্জীব নরকের আয়ুষ্কাল ঃ**

সঞ্জীব নরকের ১ দিন $= ৯ \times ১০^{৬}$ বছর (মনুষ্য গণনায়)

$= ৯০$ লক্ষ বছর

অর্থাৎ মানুষের ৯০ লক্ষ বছর বা, ৯ মিলিয়ন বছর

= সঞ্জীব নরকের নারকীয়দের ১ দিন

১ মাস $= ৩০ \times ৯ \times ৯০^{৬}$ বছর

$= ২.৭ \times ১০^{৮}$ বছর

বা ২৭ কোটি বছর

বা ২৭০ মিলিয়ন বছর

১ বছর = ১২ x ২৭ কোটি বছর

= ৩২৪ কোটি বছর

বা $৩.২৪ \times ১০^{৯}$ বছর

বা, ৩ বিলিয়ন ২৪০ মিলিয়ন বছর

একজন সঞ্জীব নারকীর নির্ধারিত আয়ুষ্কাল ৫০০ বছর

= ৫০০ x ৩২৪ কোটি বছর

www.kalpataruboi.org



= ১৬২০০০ কোটি বছর

= ১,৬২,০০০,০০;০০০,০০০ বছর

= ১.৬২ x $১০^{১২}$ বছর

বা, ১ লক্ষ ৬২ হাজার কোটি বছর

বা, ১৬২০ মিলিয়ন বছর (মনুষ্য গণনায়)

নীরয়পালদের গননায় সঞ্জীব নারকীদের আয়ুষ্কাল ৫০০ বছর। আর মানুষের গণনায় এ আয়ুষ্কাল ১ লক্ষ ৬২ হাজার কোটি বছর। মানুষের ৩২৪ কোটি বছর সমান তাদের ১ বছর। আর মানুষের ৯০ লক্ষ বছর সমান তাদের ১ দিন-রাত মাত্র। তাহলে বুঝা যাচ্ছে তাদের আয়ু কত দীর্ঘ! আমরা জানি সুখের দিন তাড়াতাড়ি ফুড়িয়ে যায়। আর দুঃখের দিন তাড়াতাড়ি শেষ হয় না। এখানে নারকীয়দের আয়ু দীর্ঘ বিধায় তারা যন্ত্রণায় অসহ্য হয়ে উঠে এবং কৃত অকুশল কর্মের জন্য অনুতাপ করতে থাকে। ফলে তাদের পাপ আরও বৃদ্ধি পায় এবং এক নরক থেকে মরে অন্য নরকে পতিত হয়। এভাবে পাপিদের যন্ত্রণাময় জীবন অতিবাহিত হয়। তাই আমাদের জীবদ্দশায় পাপ করলে তার জন্য অনুতাপ বা অনুশোচনা না করা উচিত। অনুশোচনা করলে পাপ বৃদ্ধি পায়। অনুশোচনা না করলে পাপ বৃদ্ধি পায় না। তেমনিভাবে কৃত পুণ্যের কথা বার বার স্মরণ করলে পুণ্য বৃদ্ধি পায়। ফলে সুগতি স্বর্গ লাভ হয়।

**কারা এ নরকে গমন করে?**

= যারা দ্বেষ পরায়ন (বা ক্রোধি), ব্যভিচারী, প্রতারক ও কর্কশভাষী তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়ে বর্ণনাতীত যন্ত্রণা ভোগ করে।

**২। কালসূত্র মহানরক ঃ** সঞ্জীব মহানরকের ১৫ হাজার যোজন নিচে এ দ্বিতীয় মহানরক অবস্থিত। সূত্রধর (কাঠ মিস্ত্রি) যেমন কাঠে সুতা ও চক বা কয়লা দিয়ে দাগ দিয়ে তারপর কাঠ চিড়তে থাকে সেরূপ এখানে নারকীদের চিৎ করে শুইযে সুতা দিয়ে কাল রেখা দেয়ার পর করাত দিয়ে কাটতে থাকে। তাই এ নরকের নাম কালসূত্র হয়েছে। কালসূত্র নরকে নারকীদের দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। তদ্‌পরি তীব্র অগ্নি স্ফুলিঙ্গ এসে দগ্ধ করে। এতে নারকীরা তীব্র চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। এভাবে তারা সেখানে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে।

www.kalpataruboi.org



**কালসূত্র নরকের আয়ুষ্কাল ঃ**

কালসূত্র নরকের ১ দিন = ৩,৬০,০০,০০০ বছর (মনুষ্য গণনায়)

= $৩.৬ \times ১০^{৭}$ বছর

বা, ৩ কোটি ৬০ লক্ষ বছর

বা, ৩৬ মিলিয়ন বছর

কালসূত্র নরকের ১ মাস = ৩০ x ৩,৬০,০০,০০০ বছর

= $১.০৮ \times ১০^{৯}$ বছর

বা, ১০৮ কোটি বছর (মানুষের গণনায়)

বা, ১ বিলিয়ন ৮০ মিলিয়ন বছর

কালসূত্র নরকের ১ বছর = ১২ x ১০৮০০০০০০০ বছর

= $১.২৯৬ \times ১০^{১০}$ বছর

বা, ১ হাজার ২ শত ৯৬ কোটি বছর

(মানুষের গণনায়

বা, ১২ বিলিয়ন ৯৬০ মিলিয়ন বছর

**একজন কালসূত্র নারকীর নির্ধারিত আয়ুষ্কাল**

১ হাজার বছর = ১০০০ x ১২৯৬০০০০০০০ বছর

= $১.২৯৬ \times ১০^{১৩}$ বছর

বা, ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি বছর (মনুষ্য গণনায়)

বা, ১২ হাজার ৯৬০ বিলিয়ন বছর (মনুষ্য গণনায়)

বা, ১২ ট্রিলিয়ন ৯৬০ বিলিয়ন বছর

www.kalpataruboi.org



নরকপালদের গণনায় কালসূত্র মহানরকের নারকীদের নির্ধারিত আয়ুষ্কাল ১০০০ বছর। আর মানুষের গণনায় এ আয়ুষ্কাল ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি বছর। মানুষের ১ হাজার ২শ ৯৬ কোটি বছর সমান কালসূত্র নরকের ১ বছর। মানুষের ১০৮ কোটি বছর সমান এ নরকের ১ মাস এবং ৩ কোটি ৬০ লক্ষ বছর সমান ১ দিন-রাত।

**কারা এ মহানরকে উৎপন্ন হয়?**

= যারা মনুষ্যলোকে মাতা-পিতা, আচার্য, ভিক্ষু সংঘ, পূজনীয় ব্যক্তিদের সম্মান করে না, অপমান করে ; প্রাণিকে যন্ত্রণা দেয় এবং প্রাণি হত্যা করে তারা এ নরকে জন্মগ্রহণ করে বর্ণনাতীত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে।

**৩। সংঘাত মহানরক ঃ** কালসূত্র নরকের ১৫ হাজার যোজন নিচে সংঘাত মহানরক অবস্থিত। নরক পালকরা নারকীদের পাহাড়সম জলন্ত দুই লোহখণ্ড দ্বারা ঘাত বা নিষ্পেষিত করে বলে এ নরকের নাম সংঘাত নরক হয়েছে। এ নরকে উৎপন্ন পাপীদেরকে কোমড় পর্যন্ত মাটিতে পুঁথিত করে জলন্ত বিশাল লোহ পর্বত দিয়ে চাপা দিয়ে থাকে। ফলে নারকীদের দেহ হতে প্রবল রক্ত স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং তারা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে।

**সংঘাত নরকের আয়ুষ্কাল ঃ**

সংঘাত নরকের ১ দিন = ১৪,৪০,০০,০০০ বছর (মনুষ্য গণণায়)

= ১.৪৪ x $১০^{৮}$ বছর

বা, ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ বছর

বা, ১৪৪ মিলিয়ন বছর

সংঘাত নরকের ১ মাস = ৩০ x ১.৪৪ x $১০^{৮}$ বছর

= ৪.৩২ x $১০^{৯}$ বছর

বা, ৪৩২ কোটি বছর (মনুষ্য গণনায়)

বা ৪ বিলিয়ন ৩২ মিলিয়ন বছর

www.kalpataruboi.org



সংঘাত নরকের ১ বছর = ১২ x ৪.৩২ x $১০^{৯}$ বছর

= ৫.১৮৪ x $১০^{১০}$ বছর

বা, ৫১৮৪ কোটি বছর (মনুষ্য গণনায়)

বা, ৫১ বিলিয়ন ৮৪০ মিলিয়ন বছর (মনুষ্য গণনায়)

**একজন সংঘাত নারকীর নির্ধারিত আয়ুষ্কাল ২০০০ বছর**

= ২০০০ x ৫.১৮৪ x $১০^{১০}$ বছর

= ১.০৩৬৮ x $১০^{১৪}$ বছর

বা, ১ কোটি ০৩ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি বছর

বা, (১০৩৬৮ হাজার কোটি বছর) (মনুষ্য গণনায়)

বা, ১০৩ মিলিয়ন ৬৮০ বিলিয়ন বছর (.....)

বা, ১০৩ ট্রিলিয়ন ৬৮০ বিলিয়ন বছর (.....)

নরক পালদের গণনায় সংঘাত নারকীদের মোট আয়ুষ্কাল ২০০০ বছর। আর মানুষের গণনায় এ আয়ুষ্কাল ১ কোটি ০৩ লক্ষ ১৮ হাজার কোটি বছর অথবা ১০৩ ট্রিলিয়ন ৬৮০ বিলিয়ন বছর। মানুষের গণনায় ৫১৮৪ কোটি বছর বা ৫১ বিলিয়ন ৮৪০ মিলিয়ন বছরে সংঘাত নরকের ১ বছর। মানুষের গণনায় ৪৩২ কোটি বছর সমান তাদের ১ মাস। ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ বছর বা ১৪৪ মিলিয়ন বছর সমান তাদের ১ দিন।

**কারা এ নরকে জন্মগ্রহণ করে?**

যারা মাছ, পশু-পাখি শিকার করে, সৈনিক, মৃত্যুদণ্ডদাতা, দুঃশীল, ঘুষ খোর, ব্যাভিচারি, কর্ম ও কর্মফলে অবিশ্বাসী মানুষরা এ নরকে পতিত হয়ে বর্ণনাতীত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকে।

**৪। রোরুব মহানরক ঃ**

সংঘাত মহানরকের ১৫ হাজার যোজন নিচে রোরুব মহানরক অবস্থিত। রোরুব

www.kalpataruboi.org



অর্থ রোদন বা কান্না। উৎপন্ন পাপীরা তীব্র উৎকট ধোঁয়া ও আগুনের অসহ্য যন্ত্রণায় অবিরত রোদন করে বিধায় এ নরকের নাম রোরুব মহানরক হয়েছে। এ নরকে সর্বদা প্রচুর তীব্র-উগ্র-বিষাক্ত ধোঁয়া কুণ্ডলী উৎপন্ন হতে থাকে এবং মাঝে মাঝে তীব্র আগুনের শিখা এসে পাপীদেরকে দগ্ধ-ক্ষত-বিক্ষত করে। ফলে পাপীরা যন্ত্রণায় চট্‌পট্ করে থাকে এবং সাথে সাথে ক্রন্দন করতে থাকে।

**রোরুব মহানরকের আয়ুষ্কাল ঃ**

রোরুব মহানরকের ১ দিন = ৫৭,৬০,০০,০০০ বছর (মানুষের গণনায়)

$= ৫.৭৬ \times ১০^{৮}$ বছর

বা, ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বছর

বা, ৫৭৬ মিলিয়ন বছর

রোরুব মহানরকের ১ মাস $= ৩০ \times ৫.৭৬ \times ১০^{৮}$ বছর

$= ১.৭২৮ \times ১০^{১০}$ বছর

বা ১৭২৮ কোটি বছর (মনুষ্য গণনায়)

বা ১৭ বিলিয়ন ২৮০ মিলিয়ন বছর

রোরুব মহানরকের ১ বছর $= ১২ \times ১.৭২৮ \times ১০^{১০}$ বছর

$= ২.০৭৩৬ \times ১০^{১১}$ বছর

বা, ২০,৭৩৬ কোটি বছর

বা, ২০৭ বিলিয়ন ৩৬০ মিলিয়ন বছর

অর্থাৎ মানুষের ২০,৭৩৬ কোটি বছর = রোরুব মহানরকের ১ বছর

**১ জন রোরুব মহানরকের নির্ধারিত আয়ুষ্কাল**

৪ হাজার বছর $= ৪০০০ \times ২.০৭৩৬ \times ১০^{১১}$ বছর

$৮.২৯৪৪ \times ১০^{১৪} = ৮.২৯৪৪ \times ১০^{১৪}$ বছর

বা, ৮ কোটি ২৯ লক্ষ ৪৪ হাজার কোটি বছর

বা, ৮২৯ হাজার ৪৪০ বিলিয়ন বছর

www.kalpataruboi.org



(মানুষের গণনায়)

বা, ৮২৯ ট্রিলিয়ন ৪৪০ বিলিয়ন বছর

(মানুষের গণনায়)

নরক পালকদের গণনায় রোরুব মহানরকের মোট আয়ুষ্কাল ৪০০০ বছর। আর মানুষের গণনায় আয়ুষ্কাল ৮ কোটি ২৯ লক্ষ ৪৪ হাজার কোটি বছর বা ৮২৯ হাজার ৪৪০ বিলিয়ন বছর। মানুষের গণনায় ২০,৭৩৬ কোটি বছর অথবা ২০৭ বিলিয়ন ৩৬০ মিলিয়ন বছরে রোরুব মহানরকের ১ বছর। মানুষের গণনায় ১৭২৮ কোটি বছর অথবা ১৭ বিলিয়ন ২৮০ মিলিয়ন বছরে রোরুব মহানরকের ১ মাস মাত্র। আর ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বছর বা ৫৭৬ মিলিয়ন বছর (মানুষের গণনায়) সমান এ নরকের ১ দিন রাত মাত্র।

**কারা রোরুব মহানরকে উৎপন্ন হয়?**

যারা মনুষ্যলোকে জীবিত প্রাণি দগ্ধ করে, নেশা দ্রব্য সেবন করে, অপরকে কষ্ট দেয় তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়ে অপরিসীম দুঃখ ভোগ করে।

**মহারোরুব মহানরক ঃ** রোরুব মহানরক হতে পনর হাজার যোজন নিচে মহারোরুব মহানরক অবস্থিত। এ নরকের যন্ত্রণা বা দুঃখ রোরুব নরক হতে বেশী বলে মহারোরুব নামকরণ করা হয়েছে। এ নরক সর্বদা ধোঁয়া বিহীন তীব্র আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। এখানে নরক পালরা নারকীয়দের এ আগুনে নিক্ষেপ করে। ফলে পাপি বা পুড়ে পিণ্ডাকৃতি হয়। তবুও মরে না। এ নরকের নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা এ রকম দুঃখ প্রতিনিয়ত ভোগ করতে থাকে।

**মহারোরুব মহানরকের আয়ুষ্কাল ঃ**

১ দিন = ২.৩০ x $১০^{৯}$ বছর (মানুষের গণনায়)

বা, ২৩০ কোটি ৪০ লক্ষ বছর

বা, ২ বিলিয়ন ৩০৪ মিলিয়ন বছর

১ মাস = ৩০ x ২.৩০৪ x $১০^{৯}$ বছর

www.kalpataruboi.org



$= ৬.৯১২ \times ১০^{১০}$ বছর

বা, ৬৯১২ কোটি বছর

বা, ৬৯ বিলিয়ন ১২০ মিলিয়ন বছর

১ বছর $= ১২ \times ৬.৯১২ \times ১০^{১০}$ বছর (মানুষের গণনায়)

$= ৮.২৯৪৪ \times ১০^{১০}$ বছর

বা, ৮২ হাজার ৯৪৪ কোটি বছর

বা, ৮২৯ বিলিয়ন ৪৪০ মিলিয়ন বছর

অর্থাৎ মানুষের ৮২ লক্ষ ৯৪৪ কোটি বছর = মহারোরুব মহানরকে ১ বছর মাত্র।

মহারোরুব মহানরকে একজন নারকীর নির্ধারিত আয়ুষ্কাল ৮০০০ বছর

$= ৮০০০ \times ৮.২৯৪৪ \times ১০^{১১}$ বছর

$= ৬.৬৩৫৫২ \times ১০^{১৫}$ বছর

বা, ৬৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫২ হাজার কোটি বছর

(মানুষের গণনায়)

বা, ৬৬৩৫ ট্রিলিয়ন ৫২০ বিলিয়ন বছর (মানুষের গণনায়)

নরক পালদের গণনায় মহারোরুব মহানরকের নির্ধারিত আয়ুষ্কাল ৮০০০ বছর। আর মানুষের গণনায় এ আয়ুষ্কাল ৬৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫২ হাজার কোটি বছর অথবা ৬৬৩৫ ট্রিলিয়ন ৫২০ বিলিয়ন বছর। মানুষের গণনায় ৮২ লক্ষ ৯৪৫ কোটি বছর বা ৮২৯ বিলিয়ন ৪৪০ মিলিয়ন বছর সমান মহারোরুব মহানরকের ১ বছর মাত্র। মানুষের গণনায় ৬৯১২ কোটি বছর অথবা ৬৯ বিলিয়ন ১২০ মিলিয়ন বছর সমান মহারোরুব মহানরকের ১ মাস মাত্র। ২৩০ কোটি ৪০ লক্ষ বছর অথবা ২ বিলিয়ন ৩০৪ মিলিয়ন বছর সমান মহারোরুব নরকের ১ দিন মাত্র।

www.kalpataruboi.org



**কারা এ নরকে জন্মগ্রহণ করে?**

যারা চুরি করে, শক্তি প্রয়োগ করে পর সম্পত্তি দখল করে, প্রতারক, ঘুষখোর, অবিচারক, কম ওজনে বিক্রেতা, মিথ্যাবাদী, গৃহদগ্ধকারী, বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সম্পত্তি আত্মসাৎকারী ও ভোগকারী এবং নেশাগ্রস্থ তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়ে বর্ণনাতীত দুঃখ ভোগ করে।

**তাপন মহানরক ঃ** মহারোরুব মহানরক হতে ১৫ হাজার যোজন নিচে এ তাপন মহানরক অবস্থিত। নারকীয়দের হাত-পা লোহার খিল দ্বারা বিদ্ধ করে স্থির তীব্র আগুনে পোড়ানো হয় বলে এ নরকের নাম তাপন মহানরক হয়েছে। এখানে নারকীয়দের পায়ুপথ দিয়ে অতি লম্বা লোহিত তপ্ত লৌহ শূল প্রবেশ করিয়ে মাথার তালু দিয়ে বের করে। অনুরূপ লোহিত তপ্ত শূল পেটের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে পিঠের দিকে বের করে। তারপর মাথা নিচের দিকে রেখে স্থির তীব্র আগুনে দগ্ধ করতে থাকে। এতে নারকীরা জ্বলে পুড়ে অঙ্গার বা কয়লার মত হয়ে যায় তবু নির্দিষ্ট আয়ু ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত মরে না। ফলে পাপিরা এখানে মহাদুঃখ ভোগ করতে থাকে।

**তাপন মহানরকের আয়ুষ্কাল ঃ**

১ দিন = ৯২১০৬০,০০,০০০ বছর (মনুষ্য গণনায়)

= ৯.২১০ x $১০^{১০}$ বছর

বা, ৯২১০ কোটি ৬০ লক্ষ বছর

বা, ৯২ বিলিয়ন ১০৬ মিলিয়ন বছর

১ মাস = ৩০ x ৯.২১০ x $১০^{১০}$ বছর

= ২.৭৬৩১৮ x $১০^{১২}$ বছর

বা, ২ কোটি ৭৬ হাজার ৩১৮ কোটি বছর

বা, ২৭৬৩ বিলিয়ন ১৮০ মিলিয়ন বছর

১ বছর = ১২ x ২.৭৬৩১৮ x $১০^{১২}$ বছর

= ৩৩১৫৮১৬ x ১০১৩ বছর

বা, ৩৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৮১৬ কোটি বছর

www.kalpataruboi.org



বা, ৩৩ হাজার ১৫৮ বিলিয়ন ১৬০ মিলিয়ন বছর

(মনুষ্য গণনায়)

বা, ৩৩ ট্রিলিয়ন ১৫৮ বিলিয়ন ১৬০ মিলিয়ন বছর

**তাপন মহানরকের একজন নারকীর নির্ধারিত আয়ুষ্কাল**

১৬,০০০ বছর= ১৬০০০ x ৩৩১৫৮১৬ x $১০^{১৩}$ বছর

= ৫.৩০৫৩০৫৬ x $১০^{১৭}$ বছর

বা, ৫৩০৫ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি বছর

বা, ৫৩০ মিলিয়ন ৫৩০ হাজার ৫৬০ বিলিয়ন বছর

বা, ৫৩০৫৩০ ট্রিলিয়ন ৫৬০ বিলিয়ন বছর

নরক পালদের গণনায় তাপন মহানরকের নির্ধারিত আয়ুষ্কাল ১৬০০০ বছর। আর মানুষের গণনায় এ আয়ুষ্কাল ৫৩০৫ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি বছর অথবা ৫৩০ মিলিয়ন ৫৩০ হাজার ৫৬০ বিলিয়ন বছর। ৩৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৮১৬ কোটি বছর অথবা ৩৩ হাজার ১৫৮ বিলিয়ন ১৬০ মিলিয়ন বছর সমান তাপন মহানরকের নারকীদের ১ বছর মাত্র। মানুষের গণনায় ২ কোটি ৭৬ হাজার ৩১৮ কোটি বছর অথবা ২৭৬৩ বিলিয়ন ১৮০ মিলিয়ন বছরে তাপন মহানরকের পাপীদের ১ মাস মাত্র। মানুষের ৯২১০০কোটি ৬০ লক্ষ বছর সমান তাপন মহানরকের ১ দিন মাত্র।

**কারা এ নরকে জন্মগ্রহণ করে?**

মনুষ্য লোকে যারা গরু, ছাগল, শুকুর, কুকুর, মোরগ-মুরগী হত্যা করে, বিবিধ অস্ত্র তৈরী ও বিক্রি করে, প্রাণি ব্যবসা করে, অস্ত্র-বিষ ব্যবসা করে, প্রাণি হত্যার নানা রকম উপায় উদ্ভাবন করে তারা এ নরকে পতিত হয়ে মহাদুঃখ ভোগ করে।

**মহাতাপন মহানরক ঃ**

তাপন মহানরকের ১৫ হাজার যোজন নিচে মহাতাপন নরক অবস্থিত। তাপন মহানরকের তাপ অপেক্ষা বেশী হওয়ায় এ নরকের নাম মহাতাপন মহানরক হয়েছে। এ নরকে জলন্ত পাহাড় আছে এবং পাহাড়ের নিচে বাঁকা লৌহশূল ঘন

www.kalyanmitra.org

সন্নিবিষ্ট করে বসানো আছে। এ লৌহ শূলগুলো জলন্ত অবস্থায থাকে। পাহাড়ের পাদ দেশে রয়েছে বিস্তৃত লৌহ কাঁটাপূর্ণ বন। এখানে পাপীদেরকে জলন্ত পাহাড় হতে অধোশিরে নিচের দিকে ফেলা হয়। এতে পাপীরা আগুনে দগ্ধ হয় এবং পাহাড়ের ঘর্ষণের ফলে তাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়। পাহাড়ের পাদদেশে পতিত হলে জলন্ত লৌহ শূল বা লোহা শলাকায় বিদ্ধ হয়ে আরও মহা দুঃখ ভোগ করে। এর পরে পাপীদের পিটিয়ে পিটিয়ে লৌহ কন্টকপূর্ণ বনে প্রবেশ করানো হয়। এতে নারকীরা বা পাপীদের চোখ, মাংস ইত্যাদি লৌহ কাঁটায় লেগে থাকে। পাপীরা চোখ, মাংস, হাত, নাড়িভূঁড়ি ইত্যাদি হারানোর নিদারুন যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। এভাবে অনেক বছর নরক পালরা পাপীদের দুঃখ বা কষ্ট দেয়ার পর তাদের আবার জলন্ত পাহাড়ে তুলে দেয় এবং আগের রূপে শাস্তি দিতে থাকে।

**মহাতাপন মহানরকের আয়ুষ্কাল ঃ অর্ধ অন্তরকল্প**

অন্তর কল্পের ধারণা ঃ মানুষের আয়ু কমতে কমতে যখন দশ বছর হয় এবং আবার বাড়তে বাড়তে অসংখ্য আয়ু হয়। তারপর আবার কমতে কমতে দশ বছরে আসে। এতে এক অন্তরকল্প হয়।

**এ নরকে কারা উৎপন্ন হয়?**

যারা মনুষ্যলোকে বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ-এর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ন, পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে না, কর্ম ও কর্ম ফলে অবিশ্বাসী, নিজের ভ্রান্ত-ধারণা অপরকে গ্রহণ করার উৎসাহিত করে তারা এ নরকে পতিত হয়ে নিদারুন যন্ত্রণা পায়।

**অবীচি মহানরক ঃ** মহাতাপন মহানরকের ১৫ হাজার যোজন নিচে শীলা পৃথিবীতে অবীচি মহানরক অবস্থিত। এ নরকের যন্ত্রণা বাকি সকল নরকের চেয়ে অত্যাধিক। তাই এ নরককে অবীচি মহানরক বলা হয়েছে। এ নরকের জ্বালা যন্ত্রণা ছাড়াও অন্যান্য নরকের যন্ত্রণা এখানে আছে। এ নরকের চারিদিক সর্বদা দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলছে। নারকীদের এ নরকে চারিদিকে আবদ্ধ লৌহ নির্মিত ঘরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। ফলে এ আবদ্ধ ঘরে নারকীরা অবিরত জ্বলতে থাকে। তদুপরি পশ্চিম দিক হতে প্রকাণ্ড লৌহ শূল এসে পাপীদের বুক ভেদ করে পূর্ব দিকে চলে যায়। অনুরূপে পূর্বদিক হতে লৌহ

www.kalpataruboi.org



শূল এসে পাপীদের বুক ভেদ করে পশ্চিম দিকে চলে যায়। আবার দক্ষিণ দিক হতে লৌহ শূল এসে পাপীদের দেহ ভেদ করে উত্তর দেয়ালে যায়। অনুরূপে উত্তর দিক হতে লৌহ নির্মিত শূল এসে পাপীদের দেহ ভেদ করে দক্ষিণ দিকের দেয়ালে আঘাত করে। নিচ হতে প্রকাণ্ড লৌহ শূল পাপীদের পায়ুপথ দিয়ে ঢুকে মাথার দিক দিয়ে উপরে বের হয়ে যায়। এতে পাপীদের দেহ ছিন্ন-ভিন্ন, খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। তবুও মরে না। কারণ এ নরকেরও নির্দিষ্ট আয়ু আছে। লক্ষ লক্ষ বছর এভাবে আবদ্ধ জলন্ত লৌহ ঘরে নিদারুণ যন্ত্রণা পাওয়ার পর পূর্ব দিকের দরজা খুলে যায়। এতে পাপীরা আনন্দ চিত্তে বের হবার জন্য গেলে দরজা আবার বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিমের দরজা খুলে ও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নারকীরা নিরাশ হয় এবং উৎকট মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে। এভাবে কোটি কোটি বছর যাওয়ার পর এক সময় পূর্বের দরজা খুলে যায়। নারকীরা এ দরজা খোলা দেখে বের হওয়া মাত্র (১) গূথ নরকে পতিত হয়। এ নরকে সূচের মত মুখ বিশিষ্ট বিরাট বিরাট অনেক প্রাণি আছে। এ সকল প্রাণিদের মুখ অনেক লম্বা বড় সূচ সদৃশ। এ সকল প্রাণিরা নারকীদের মাংস, হাঁড়-স্নায়ু খেতে থাকে। ফলে নারকীরা ভীষণ দুঃখ পায়। দুঃখ সহ্য করতে না পেরে এ নরকের পার্শ্ব অতিক্রম করলে (২) কুক্কুল নামক নরকে পতিত হয়। এ নরকে বিশাল জ্বলন্ত কয়লা স্তূপ আছে। এ নরকে পতিত হওয়া মাত্র পাপীদের কোমড় পর্যন্ত জ্বলন্ত কয়লায় ঢুকে যায় এবং উপর হতে মাথায় জ্বলন্ত কয়লা ও ছাই অবিরতভাবে পড়তে থাকে। এ নরকে সুদীর্ঘকাল যন্ত্রনা ভোগ করার পর পার্শ্ব অতিক্রম করলেই (৩) সিম্বলীবন নামক নরকে পতিত হয়। এ বনে অসংখ্য উঁচু উঁচু গাছ আছে এবং গাছগুলো কাঁটায় পরিপূর্ণ। প্রতিটি কাঁটা ষোল আঙ্গুল দীর্ঘ। এ গাছগুলো লোহার তৈরী এবং সর্বদা প্রজ্বলিত। নরকপালগণ নারকীদের এ গাছগুলোতে সুদীর্ঘকাল উঠায় ও নামায়। ফলে পাপীরা এত যে কষ্ট পায় তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। এরপর সিম্বলী বনের পাশে অবস্থিত (৪) অসিপত্রবন নামক নরকে পাপীদের নিক্ষেপ করা হয়। পাপীরা এ নরকে আসা মাত্রই প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। ফলে অসিপত্রবন গাছ হতে পাতার ন্যায় ধারাল অসি বা তরবারি ঝড়তে থাকে। এ সকল ধারল পত্র সদৃশ অসির আঘাতে পাপীদের মাথা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে অঙ্গ ছিন্ন হয়ে যায় তা আবার উৎপন্ন হয়।

www.kalpataruboi.org



এভাবে এখানে পাপীরা অনন্তকাল কষ্ট ভোগ করতে থাকে। অসিপত্র বনের দুঃখ শেষ হলে তার পার্শ্ববর্তী নরকে পতিত হয়। এ নরকের নাম (৫) ক্ষারজল নদী নরক। নারকীদের দেহ ক্ষারে পুড়ে ক্ষত-বিক্ষত ও গলে যায়। তাতে তাদের দুঃখের সীমা থাকে না। এ ক্ষারজল মহানদীতে সুদীর্ঘকাল নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করার পর নরকপালগণ নারকীদের প্রকাণ্ড বড়শীতে গেঁথে উপরে টেনে তোলে এবং জিজ্ঞাসা করে, "এখন তোমাদের কি ইচ্ছে?" তখন নারকীরা উত্তর দেয় "এখন আমরা বড়ই ক্ষুধার্ত।" এ সময় নরকপালগণ তাদের হাঁ করিয়ে জ্বলন্ত লৌহ গোলক মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। ফলে নারকীদের গলা-নাড়ীভূঁড়ি জ্বলে পুড়ে গলিত-বিগলিত হয়ে যায়। তবুও তারা মরে না। এরপর আবার জিজ্ঞাসা করে, "এখন তোমাদের কি ইচ্ছা হচ্ছে? পাপীরা উত্তর দেয়, "আমরা বড়ই তৃষ্ণার্ত।" তখন নরকপালগণ পাপীদের হাঁ করিয়ে মুখ দিয়ে গলিত ও জ্বলন্ত লৌহ তরল প্রবেশ করিয়ে দেয়। এতেও তাদের নাড়ীভূঁড়ি দগ্ধ-বিদগ্ধ, গলিত-বিগলিত হয়ে অপরিসীম দুঃখ পেতে থাকে। তথাপি তাদের পাপকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের মৃত্যু হয় না। এসব নরকে নরকপালগণ নারকীদের অনন্ত দুঃখ দেয়ার পর পুনরায় মহানরকে নিক্ষেপ করে।

**এ নরকের আয়ুষ্কাল ঃ** এক অন্তরকল্প।

**কারা এ নরকে উৎপন্ন হয়?**

যারা মনুষ্যলোকে মাতা-পিতা হত্যা করে, অরহত হত্যা করে, আঘাতে বুদ্ধপদ হতে রক্তপাত ঘটায়, সঙ্ঘভেদ করে, বোধিবৃক্ষ ও বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করে, সাধু-সজ্জনের অপবাদ রটায়, অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ন তারা এ নরকে পতিত হযে বর্ণনাতীত দুঃখ ভোগ করে।

**উস্‌সদ নরক ঃ**

প্রতিটি মহানরকের চারিপাশে ১৬টি ছোট ছোট নরক আছে যাদের উস্‌সদ নরক বলা হয়। উস্‌সদ নরকের দুঃখ মহানরকের দুঃখ অপেক্ষা একটু কম।

**১। বৈতরনী উস্‌সদ নরক ঃ** এখানে নরকপালগণ নারকীদের লোহিত তপ্ত তরবারি ও শেল দ্বারা পাপীদের কাটতে ও বিদ্ধ করতে থাকে। ফলে নারকীরা

www.kalpataruboi.org



অপরিসীম দুঃখ পেতে থাকে। নারকীরা দুঃখ সহ্য করতে না পেরে লৌহ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু নদী সুতীক্ষ্ণ কাটা দ্বারা পরিপূর্ণ। কাটার আঘাতে পাপীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। এখানে পাপীরা হাজার হাজার বছর ধরে অবিরাম মহাদুঃখ ভোগ করে থাকে। নদীর নিচে আছে প্রকাণ্ড লৌহশূল। এ শূলগুলো বিদ্ধ হয়ে পাপীরা আরও বর্ণনাতীত দুঃখ পেতে থাকে। অনেক হাজার বছর পর শূলগুলো হতে মুক্ত হলে তপ্ত ক্ষার নদীতে পতিত হয়। এ নদীতে পতিত হওয়া মাত্র তাদের দেহ পুড়ে গলে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। এ নদীর তলদেশে ক্ষুরধার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র আছে যেখানে নারকীরা পতিত হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হয়ে যায়। এতে তাদের দুঃখের সীমা থাকে না।

**কারা এ নরকে পতিত হয়?**

যারা মনুষ্যলোকে গায়ের জোড় দেখায় অর্থাৎ শক্তি বলে মত্ত, বাক্য প্রয়োগে অহংকার দেখায়, দুর্বলদের অত্যাচার করে, মানুষের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে, প্রাণিদের বন্ধন ও হত্যায় কষ্ট দেয়, চুরি-ডাকাতি করে তারা বৈতরনী উস্‌সদ নরকে উৎপন্ন হয়।

**২। পচ্চন সুনখ উস্‌সদ নরক ঃ** এ নরকে অতি বড় বড় কুকুর, শকুন ও কাক আছে। এরা নারকী বা পাপীদের ধরে ভক্ষণ করতে থাকে। ফলে নারকীদের ভয়ার্ত আর্তনাদে চারিদিক কম্পিত হতে থাকে এবং অশেষ দুঃখ পেতে থাকে।

**কারা এ নরকে উৎপন্ন হয়?**

এ জগতে যারা ভিক্ষু শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, সাধু সজ্জনকে আক্রোশ ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, কৃপণ, অপরকে দান দিতে বাধা দান করে তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়।

**৩। সজ্যোতি উস্‌সদ নিরয় ঃ** এ নরকটি দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলছে। নিরয় পালগণ এ নরকে উৎপন্ন নারকীদের পিছু ধাওয়া করে। ফলে নারকীরা বাধ্য হয়ে আগুনে প্রবেশ করতে হয়। এতে নারকীগণ পুড়ে জ্বলসে যায়। তদুপরি নরকপালগণ পাপীদেরকে মাটিতে ফেলে প্রকাণ্ড জ্বলন্ত লোহশূল দ্বারা অবিরত আঘাত করতে থাকে। ফলে তারা অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। এত যন্ত্রণা দেয়ার পরও তারা মরে না। কারণ প্রত্যেকটি নরকের আয়ু নির্দিষ্ট।

www.kalpataruboi.org



**কারা এ নরকে উৎপন্ন হয়?**

মনুষ্যলোকে যারা শীলবান ও নির্দোষী ব্যক্তিদের সাথে পুরুষ বাক্য ও পিষণ বাক্য বলে, দণ্ড দ্বারা প্রাণিদের আঘাত ও বধ করে তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়ে মহাদুঃখ ভোগ করে।

**৪। অঙ্গারকাসু উস্‌সদ নরক ঃ** এ নরকের নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে এটি অঙ্গার বা কয়লায় পূর্ণ। এখানে অবিরত দাউ দাউ করে কয়লা জ্বলছে। নরকপালগণ পাপীদের অসি বা তরবারি দ্বারা আঘাত করতে করতে এ নরকে প্রবেশ করায়। এ নরকে প্রবেশ করা মাত্রই পাপীদের কোমড় পর্যন্ত অঙ্গারে ঢুকে যায় এবং তাদের মাথার উপর হতেও জ্বলন্ত অঙ্গার অবিরত ফেলা হয়। এতে পাপিরা পুড়ে গলে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। তবুও মরে না। এখানে তারা দীর্ঘ সময় ধরে কষ্ট পায়।

**কারা এ নরকে জন্মগ্রহণ করে?**

যারা মনুষ্যলোকে বিহার নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, বিদ্যালয় নির্মাণ, ধর্ম খাতে ব্যয়ের নামে চাঁদা সংগ্রহ করে নিজে আত্মসাৎ করে তারা এ নরকে জন্মগ্রহণ করে মহাদুঃখ ভোগ করে।

**৫। প্রথম লৌহকুম্ভী উস্‌সদ নরক ঃ** এ নরক প্রকাণ্ড লৌহ নির্মিত কুম্ভী বা কূপ যা তপ্ত গলিত লোহা দ্বারা পরিপূর্ণ। এখানে নরকপালরা নারকীদের পা বেধে অধোশিরে এ কুম্ভীতে ফেলে দেয়। ফলে তাদের দেহ গলিত লোহা দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় এবং তারা বর্ণনাতীত দুঃখ ভোগ করতে থাকে।

**কারা এ নরকে উৎপন্ন হয়?**

যারা ইহজগতে শীলবান ও শান্ত শ্রমণ ভিক্ষুকে হিংসা ও আক্রোশ করে তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়ে নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করে।

**৬। দ্বিতীয় লৌহ কুম্ভী উস্‌সদ নরক ঃ** এ নরকে নরকপালরা পাপীদের গলা লৌহ নির্মিত দড়ি বা রুজু দ্বারা বেধে এপাশ-ওপাশ করে বিভিন্ন দিকে টানাটানি করতে থাকে, ফলে পাপীদের গলা ছিন্ন বা ছিড়ে যায়। তাতে পাপীদের গলা ও দেহ আলাদা হয়ে যায়। তখন নরকপালরা পাপীদের দেহ জ্বলন্ত লৌহ শূল দ্বারা গেঁথে জ্বলন্ত গলিত লৌহপূর্ণ লৌহ কুম্ভীতে নিক্ষেপ করে এবং নরপালকগণ অট্টহাসিতে মেতে উঠে।

www.kalpataruboi.org



**কারা এ নরকে জন্মগ্রহণ করে?**

যারা মানবকূলে পশু-পাখির গলা কেটে রসস্বাদন করে গায়ের মাংস বাড়ায় তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়।

**৭। পহুত সলিলা নদী উসৃসদ নরক ঃ** এ নরকে একটি জলময় নদী আছে। যখন নরকপালগণ নারকীদের প্রকাণ্ড জ্বলন্ত লৌহ শূল দ্বারা প্রহার করতে করতে নদীতে অবতরণ করায় তখন পাপীরা তৃষ্ণা মিটানোর জন্য পানি স্পর্শ করা মাত্রই তা ভূসিতে পরিণত হয় এবং দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। তবুও পাপীরা পিপাসা সহ্য করতে না পেরে জ্বলন্ত ভূসি খেতে শুরু করে। ফলে তাদের দেহের ভেতরের অংশ জ্বলে পুড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। এতে পাপীরা মহাদুঃখ ভোগ করে।

**কারা এ নরকে পতিত হয়?**

যারা ইহলোকে মানুষকে ঠকায় তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়ে মহাদুঃখ ভোগ করে।

**৮। শেলময় উসৃসদ নরক ঃ** এ নরকে নরকপালগণ নারকীদের চারদিক ঘেরাও করে এবং পরে তারা চারদিক থেকে শেল-বল্লম দ্বারা আঘাত করতে থাকে। এতে পাপীদের দেহ ছিদ্র-বিছিদ্র হয়ে যায়। ফলে তারা মহাদুঃখ ভোগ করে।

**কারা এ নরকে উৎপন্ন হয়?**

যারা মনুষ্যলোকে পর সম্পত্তি যেমন জমি, গাড়ি, বাড়ি, গো-মহিষাদি আত্মসাৎ করে, চুরি করে, প্রবঞ্চক তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়ে অপরিসীম দুঃখ ভোগ করে।

**৯। সূনাপন উসৃসদ নরক ঃ** এ নরকে নরকপালগণ পাপীদের দড়ি দ্বারা গলা বেঁধে লোহিত তপ্ত লৌহ পাতের উপর এদিক-ওদিক টানাটানি করতে থাকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খণ্ড-বিখণ্ড করে দোকানের ন্যায় সাজাতে থাকে। এতে পাপীরা অতি যন্ত্রণা ভোগ করে। তবুও তাদের নির্দিষ্ট আয়ু শেষ না হওয়ায় মৃত্যুবরণ করে না।

www.kalpataruboi.org

**কারা এ নরকে উৎপন্ন হয়?**

যারা ইহজগতে জীবিকার জন্য মাছ, মোরগ-মোরগী, ছাগল, গরু, শুকুর, কুকুর, ইত্যাদি হত্যা করে দোকান সাজিয়ে বিক্রি করে, মৎস্য খামার ও পোল্ট্রি খামার করে জীবিকা নির্বাহ করে তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়ে কল্পনাতীত দুঃখ ভোগ করে।

**১০। মিলহপিণ্ড উস্সদ নরক ঃ** এখানে নারকীগণ ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কল্পকালপক্ক, শক্ত ও প্রজ্বলিত পুরাতন পিণ্ডাকৃতি বিষ্টা খেতে থাকে।

**কারা এ নরকে উৎপন্ন হয়?**

যারা মানুষের কাছ হতে অন্যায়ভাবে কর আদায় করে, অন্যায়ভাবে মানুষকে দন্ড দেয়, পিষণ বাক্য বলে, একে অপরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়, অপরের কাছে প্রতিপালিত হয়ে প্রতিপালকের ক্ষতি সাধনের জন্য উঠে পড়ে লাগে তারা এ নরকে পতিত হয়।

**১১। অসুচি রহদ উস্সদ নরক ঃ** এ নরকে তীব্র তপ্ত রক্ত পূঁজপূর্ণ ও অসুচি-দুর্গন্ধযুক্ত একটি বিরাট হ্রদ আছে। এখানে পাপীগণ ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ঐ হ্রদে অবস্থিত রক্ত-পূঁজ খেতে থাকে। এ তপ্ত রক্তপুঁজ খাওয়ার সাথে সাথে দেহের ভেতরে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়। ফলে নাড়ীভুঁড়ি গলে অসুচি পদার্থ সহ পায়ুপথে বের হয়ে যায়।

**কারা এ নরকে উৎপন্ন হয়?**

যারা মাতা-পিতা-অরহত হত্যা করে এবং মাতা-পিতার সম্পত্তি ভোগ করে কিন্তু তাদের কোন উপকার করে না তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়।

**১২। বলিসবিজ্ঞ উস্সদ নরক ঃ** এখানে নরকপালগণ নারকীদের জিহ্বায় বিরাট লোহিত তপ্ত বড়শী বিদ্ধ করে টানতে টানতে প্রজ্বলিত লোহ ভূমিতে নিয়ে যায় এবং আরও বড়শী দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে বিদ্ধ করে গরুর চামড়া তোলার ন্যায় পাপীদের দেহের চামড়া তুলে। ফলে পাপীরা কূলে জীবন্ত মৎস্য তোলার ন্যায় ছটফট করতে থাকে। তারা অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ করতে থাকে এবং বারবার থুথু ফেলতে থাকে ও বমি করতে থাকে।

www.kalpataruboi.org



**কারা এ নরকে উৎপন্ন হয়?**

যারা মনুষ্যলোকে ঘুষ নিয়ে ও দালালি করে মানুষকে ঠকায়, ওজনে কম দেয় এবং নকল টাকার নোট দিয়ে মানুষকে ঠকায় তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়।

**১৩। অয়পব্বত উস্সদ নরক ঃ** এখানে পাপীনীরা উৎপন্ন হয়। এ নরকে নরকপালরা পাপীনীদেরকে ধারাল অস্ত্র দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করে। ফলে তারা কুশ্রী ও ঘৃণ্য হয়। দেহের সব জায়গা হতে প্রবল বেগে রক্ত বের হতে থাকে। তখন তারা রক্ত স্নাত দেহে বুক চাপড়াতে থাকে। এখানে তাদের কোমড় পর্যন্ত তপ্ত লোহ ভূমিতে ঢুকে যায়। এ সময় পাহাড়ের ন্যায় বিরাট জ্বলন্ত লোহ খণ্ড দ্রুতবেগে এসে চাপা দিয়ে চলে যায়। নিস্পেষনের ফলে নারকীনীদের দেহ তেতলা হয়ে যায় এবং প্রবল বেগে তাদের দেহ হতে রক্ত স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। এর পরে নারকীনীদের দেহ পুন উৎপন্ন হয়। এভাবে চতুর্দিক হতে পাহাড়ের ন্যায় তপ্ত লোহ খণ্ড এসে তাদেরকে নিস্পেষনের মাধ্যমে কষ্ট যন্ত্রণা দেয়।

**কারা এ নরকে উৎপন্ন হয়?**

যে সকল নারী ব্যভিচার করে তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়।

**১৪। অয়মুদ্গার উস্সদ নরক ঃ** এখানে নরকপালগণ পাপীদেরকে মাথা নিচু করে প্রজ্বলিত লোহ ভূমিতে নিক্ষেপ করে এবং বিরাট তপ্ত লোহ দণ্ড দ্বারা পিটতে থাকে। মাঝে মধ্যে শেল-বল্লমাদি দ্বারা তাদের দেহকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

**কারা এ নরকে জন্মগ্রহণ করে?**

মনুষ্যলোকে যে সকল নারী-পুরুষ ব্যভিচার করে তারা এ নরকে জন্মগ্রহণ করে।

**১৫। সিম্বলী উস্সদ নরক ঃ** এখানে একটি বন আছে যেটি অসংখ্য উঁচু-মোটা সিম্বলী বৃক্ষে পরিপূর্ণ। সিম্বলী বৃক্ষে লোহময় পাতা ও সূচাল কাটা আছে। কাটাগুলো অত্যন্ত লম্বা। এ গাছ সর্বদা প্রজ্বলিত। নরকপালগণ নারকীদের শেল-বল্লমাদি দিয়ে আঘাত করতে করতে গাছে উঠাতে থাকে।

www.kalpataruboi.org



নারকীরা গাছে উঠার সময় কাটাগুলো নিম্নমুখী হয়। ফলে কাঁটাগুলো অতিক্রম করে উপরে উঠার সময় তাদের দেহ হতে মাংস ছিড়ে গিয়ে কাটায় লেগে থাকে। গাছের শীর্ষে উঠা শেষ হলে আবার নিচে নামায়। তখন কাটাগুলো উর্ধমুখী হয়। নামার সময়েও নারকীদের দেহ হতে মাংস ছিড়ে গিয়ে কাটায় লেগে থাকে। এভাবে নারকীদের সুদীর্ঘ কাল এ গাছগুলোতে নরকপালগণ উঠানামা করায়। ফলে তাদের দুঃখের সীমা থাকে না।

**কারা এ নরকে উৎপন্ন হয়?**

যারা ইহলোকে উপপত্নী ও উপপতি সেবন করে তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়।

**১৬। পচ্চনক উস্‌সদ নরক ঃ** যত প্রকার নরক আছে সে সকল নরকের দুঃখ এখানে নারকীরা ভোগ করতে থাকে।

**কারা এ নরকে উৎপন্ন হয়?**

যারা কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাস করে না, ধার্মিক শ্রমণ-ভিক্ষুদের প্রতি আস্থা রাখে না, ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী ও মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ন তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়।

ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি আটটি মহানরক এবং প্রতিটি মহানরকের চারি পাশে ষোলটি উস্‌সদ নরক আছে। এভাবে উস্‌সদ নরকের সংখ্যা (১৬ x ৮) বা ১২৮টি। এ উস্‌সদ নরকগুলো ছাড়াও আরও অনেক ছোট ছোট উস্‌সদ নরক আছে যেখানে বড় উস্‌সদ নরকের চেয়ে কম কষ্ট।

**আর্য নিন্দুকের নরক ঃ**

উস্‌সদ নরক ছাড়াও আরও দশ প্রকার নরক আছে। যারা আর্য নিন্দা করে তারা এ সকল নরকে উৎপন্ন হয়। নরকগুলো হচ্ছে (১) অব্বুদ (২) নিরব্বুদ (৩) অব্ব (৪) অট্ট (৫) অহ্‌হ (৬) কুসুদ (৭) সোগন্ধিক (৮) উপ্পল (৯) পুণ্ডরিক (১০) পদুম।

এ সকল নরকের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ। এ সকল নরকের আয়ু সম্পর্কে বুদ্ধ ধারণা দিয়েছেন যে যদি ১০৪ মন তিলের স্তুপ হতে ১০০ বছর অন্তর ১টি করে তিল তুলে নিলে কোন এক অসংখ্য কোটি বছরে তিল ভাণ্ডারটি নিঃশেষ হবে। তবুও (১) অব্বুদ নরকের আয়ু শেষ হবে না।

www.kalpataruboi.org



(২) নিরব্বুদ নরকের আয়ু = ২০ x অব্বুদ
(৩) অব্ব নরকের আয়ু = ২০ x নিরব্বুদ
(৪) অট্ট নরকের আয়ু = ২০ x অব্ব
(৫) অহহ নরকের আয়ু = ২০ x অট্ট
(৬) কুসুদ নরকের আয়ু = ২০ x অহহ
(৭) সোগন্ধিক নরকের আয়ু = ২০ x কুসুদ
(৮) উপ্পল নরকের আয়ু = ২০ x সোগন্ধিক
(৯) পুণ্ডরিক নরকের আয়ু = ২০ x উপ্পল
(১০) পদুম নরকের আয়ু = ২০ x পুণ্ডরিক

**কারা এ নরকে উৎপন্ন হয়?**

যারা শীলবান ও আর্য ভিক্ষু-শ্রমণ এবং সাধু ব্যক্তিদের নিন্দা করে, দুর্নাম রটায়, হিংসা-আক্রোশ করে, ভর্ৎসনা করে এবং দ্বেষ চিত্তে দর্শন করে তারা কর্মের বিভেদ অনুসারে দশবিধ নরকের যেকোন একটিতে উৎপন্ন হয়।

**পহাস নরক**

এ নরকটি অবীচি মহানরকের এক পাশে অবস্থিত। এখানে উৎপন্ন নারকীদের দেহ হয় অস্থি কঙ্খালময় অতি প্রকাণ্ড। তারা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাঁদতে থাকে, কাঁপতে থাকে, লাফালাফি করতে থাকে। তাই মনে হয় তারা যেন নাচ-গান করছে। যেহেতু এ নরক অবীচি মহানরকের পাশে অবস্থিত সেহেতু বুঝা যাচ্ছে এখানে অবীচি নরকের মত কষ্ট নারকীরা ভোগ করে।

**কারা এ নরকে উৎপন্ন হয়?**

যারা মনুষ্যলোকে নাচ-গানে মত্ত থাকে এবং অপরকেও মত্ত বা প্রমাদ করে তারা এ নরকে উৎপন্ন হয়ে কল্পনাতীত দুঃখ ভোগ করে।

**লোকান্তরিক নরক**

তিনটি বই ত্রিভুজ আকারে সাজালে মাঝখানে একটি ত্রিকোণাকার ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ তিন চক্রবাল পর্ব্বত বেষ্টিত মাঝখানে যে ত্রিকোণাকার স্থান আছে তা লোকান্তরিক নরক। এ নরক অতীব অন্ধকার ও অতীব শীতল ক্ষারে পূর্ণ এবং ছাদ ও তলদেশ হীন। এ নরকে সূর্যের আলো পড়ে না। তাই নারকীদের চক্ষু নেই। নারকীদের হাতের ও পায়ের আঙ্গুল তীক্ষ্ণ ধারাল নখ যুক্ত। তারা চক্রবাল পৃষ্ঠে নখ দ্বারা বাদুরের ন্যায় ঝুলে থাকে। তারা

www.kalpataruboi.org



নখের উপর নির্ভর করে এদিকে ওদিকে ঘুরাফেরা করে। চোখ না থাকার কারণে একে অপরের সাথে ধাক্কা খায়। ফলে তাদের মধ্যে একে অপরের উপর আক্রমণ চলে। তারা নখ দ্বারা একে অপরকে আক্রমণ করে। এতে তাদের দেহ-ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় এবং হঠাৎ চক্রবাল দেয়াল হতে হাত ছুটে য্যায়। ফলে তারা তীব্র শীতল ক্ষারে পতিত হয়। তারা এ ক্ষারে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে এবং এ ক্ষার সমুদ্রে তারা হারিয়ে যায়। প্রতি তিনটি চক্রবাল পর্বত পৃষ্ঠে একটি করে লোকান্তরিক নরক আছে।

**কারা এ নরকে উৎপন্ন হয়?**

যারা ইহলোকে মাতা-পিতা, ধার্মিক শ্রমণ-ভিক্ষু-ব্রাহ্মণ ও গুরুজনদেরকে কায়, বাক্য ও মনে অত্যাচার ও আঘাত করে এবং প্রাণিহত্যা ও চুরি করে তারা এ লোকান্তরিক নরকে উৎপন্ন হয়।

**অহংকারীর পরিণাম**

১। যারা গৃহের অহংকার করে তারা সে গৃহের যক্ষ-প্রেত হয়ে সেখানে ময়লা-আবর্জনাদি ঘাটাঘাটি করে সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত করে এবং পরে নরকে পতিত হয়।

২। যারা মনুষ্যলোকে কূল-জাত-বংশ মর্যাদার অহংকার করে তারা জন্মে জন্মে অনুতপ্ত হয়। মনুষ্যলোকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়, পায়ুপথ বা মলা দ্বারা দেহ হতে বের হয়। নীচ কূল যেমন মেথর, চণ্ডাল ইত্যাদি ঘরে জন্ম গ্রহণ করে।

৩। ইহজগতে যারা দান পেয়ে নিজেকে বড় মনে করে তারা মৃত্যুর পর যক্ষ প্রেত ও অজগর সাপ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। পরে বিষ্টা কুণ্ড নরকে পতিত হয়ে মহাদুঃখ ভোগ করে। মানবকূলে জন্ম নিলে অলাভী ও অভাবগ্রস্থ হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

৪। যারা নিজের রূপ ও গুণের অহংকার করে তারা জন্মে জন্মে বিশ্রী, গুণহীন, তোৎলা ও বোবা হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

৫। যারা ধার্মিক বলে নিজেকে অহংকার করে তারা কুক্কুল উস্সদ নরকে পতিত হয়ে জলন্ত কয়লায় দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে ছাই হয়ে যায় এবং পুনরায় দেহ ধারণ করে। এভাবে সেখানে অনন্ত দুঃখ ভোগ করতে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল যে আমাদের নিজের কোন বিষয় নিয়ে

www.kalpataruboi.org



অহংকার করা কখনও উচিত নয়। যারা নিজেদের নিয়ে অর্থাৎ আমি ও আমার নিয়ে থাকে তারা অজ্ঞানী। তাদের পরিণাম নরক। আর যারা আমি ও আমার নিয়ে কোনরূপ অহংকার করে না তারা জ্ঞানী। জ্ঞানী এক দিন না একদিন মুক্তির দ্বার প্রান্তে পৌঁছবেই। যে সকল ধর্ম একটি শব্দ "ঈশ্বর বা গড বা ভগবান"-এর উপর নির্ভরশীল সেখানে দেখা যায় সৃষ্টিকর্তা আমি ও আমার নিয়ে মত্ত বা উন্মত্ত। সৃষ্টিকর্তা বলে আমি আকাশ, বাতাস, মাটি, পানি, পৃথিবী, জীব-উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছি। আকাশ, বাতাস.....আমার। তোমরা আমার সেবা কর ইত্যাদি। এ হতে সৃষ্টিকর্তার আমি ও আমার অর্থাৎ তার অহংকার স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। আমি আমার জন্য সৃষ্টিকর্তা (মিথ্যা ধারণা) অহংকারী। অহংকারীর হয় অধঃপতন, অহংকারী মূর্খ। মূর্খের পরিণাম দুঃখ। অতএব, তাদের সৃষ্টিকর্তা অহংকারের জন্য নিশ্চিতভাবে নরকে পতিত হয়েছে বা হবেই। কেউ কারো বিচার করতে পারে না। একমাত্র কর্মই সর্বজনের বিচারক। কর্ম গতি নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আমরা সুখ সৃষ্টি করতে পারি। সুকর্মের দ্বারা মানুষ সুগতি ভূমি লাভ করে। সুগতি ভূমি বা লোক হচ্ছে মনুষ্য লোক হতে নৈবসঞ্ঞানা সঞ্ঞায়তন লোক পর্যন্ত।

**মনুষ্য লোক ঃ** পাগল, অন্ধ, হাবা, ইতর প্রাণি, উদ্ভিদ ব্যতীত সবাই এ লোক সম্পর্কে জ্ঞাত। এখানে কর্মের বৈচিত্রতা খুঁজে পাওয়া যায়। কর্মের পার্থক্য হেতুতে কেউ ধনী, দীন-হীন, কেউ বিকলাঙ্গ, কেউ জন্মান্ধ, কেউ পাগল, কেউ রোগা, কেউ জন্ম হতে অসুস্থ, কেউ দুর্ভাগা, অসহায়, নিরাশ্রয় ও বিচিত্র প্রাণি। মনুষ্যলোক শ্রেষ্ঠ জগত বা ভূমি যেখানে আমরা কর্ম দ্বারা একত্রিশ লোকভূমির যে কোন একটিতে উৎপন্ন হতে পারি এবং এমন কি নির্বাণও লাভ করতে পারি।

**কারা মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে?**

যারা পুণ্যবান সত্ত্বা তারা মনুষ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করে। তবে সত্ত্বগণ সুদীর্ঘ সময় ধরে চারি অপায়ে পাপ ভোগের পরও এ ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে। স্বর্গ লোক ও ব্রহ্মলোকের আয়ু শেষ হলেও সত্ত্বগণ এ লোকে জন্মগ্রহণ করে।

**সুমেরু পর্বত**

একত্রিশ লোক ভূমিতে এক চক্রবাল। প্রতি চক্রবালে একটি মহা পর্বত থাকে। আবার এ পর্বতের চারি পাশে ৭টি অধিকতর ছোট পর্বত দ্বারা মহা

www.kalpataruboi.org



পর্বতটি ঘেরাও থাকে। দুই পর্বতের মাঝখানে একটি সমুদ্র থাকে। এভাবে ৭টি পর্বত ৭টি সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। আমাদের চক্রবালে অবস্থিত মহাপর্বতের নাম সুমেরু পর্বত।

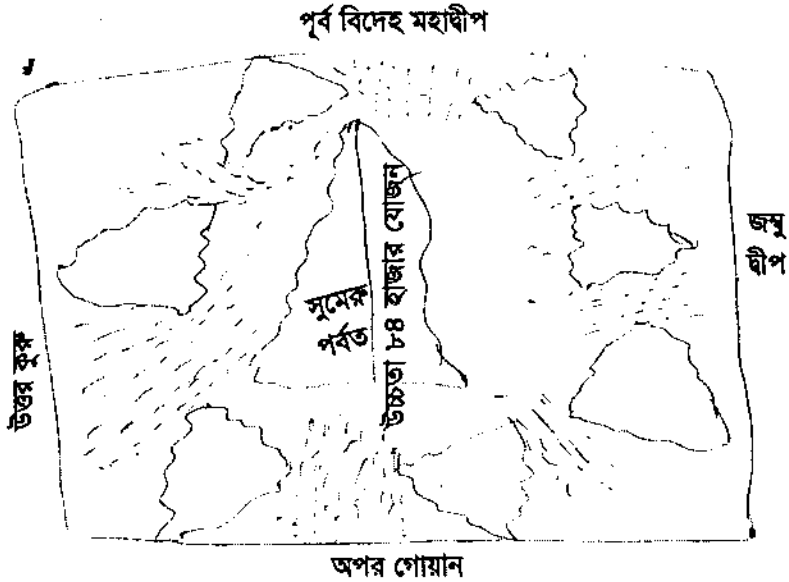


সুমেরু পর্বতের পর্বত বেষ্টনীর পূর্ব দিকে অবস্থিত পূর্ব বিদেহ মহাদ্বীপের অধিবাসীর আয়ু ৫০০ শত বছর, দক্ষিণ দিকে অবস্থিত জম্বুদ্বীপ (আমাদের মনুষ্য লোক)-এর অধিবাসীদের আয়ু অনির্দিষ্ট, পশ্চিম দিকে অবস্থিত অপর গোয়ান দ্বীপের অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল ৫০০ শত বছর এবং উত্তর দিকে অবস্থিত উত্তর কুরু দ্বীপের অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল ১০০০ বছর।

---

*পাদটীকা ঃ সৃষ্টিকর্তা বলে আমার সেবা কর ও আমাকে সন্তুষ্ট কর। সেবা সে জনেরই প্রয়োজন হয় যে অসহায়, প্রতিবন্ধি, শিশু, রোগী, বৃদ্ধ। সৃষ্টিকর্তার যখন সেবার দরকার সে অসহায় বা প্রতিবন্ধি বা শিশু বা রোগী বা বৃদ্ধ। এ সব সত্ত্ব কষ্ট পায়। অসন্তোষ্টি সবচেয়ে মনের বড় খারাপ জিনিস, অসন্তোষ মনে হতাশা ও বিরক্তি সৃষ্টি করে যা পরে রাগ বা দ্বেষে পরিণত হয় এবং অন্যকে ধ্বংসের মন-মানসিকার জন্ম দেয়। দ্বেষ চিত্ত নরকে জন্ম দেয়। সৃষ্টিকর্তার মধ্যে অসন্তোষের কারণে দ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং এ দ্বেষের জন্যই সে নরকে পতিত হয়েছে।*

www.kalpataruboi.org



সুমেরু পর্বতের উচ্চতা ৮৪ হাজার যোজন। এ পর্বতের ৪২ হাজার যোজন উচুতে অবস্থিত যুগন্ধর পর্বতের শীর্ষে চর্তুমহারাজিক স্বর্গ অবস্থিত। যুগন্ধর পর্বতের শীর্ষ দেশ বরাবর দিগন্ত রেখা রক্ষা করে চন্দ্র-সূর্য সর্বদা সুমেরু পর্বতকে পরিভ্রমণ করছে। সুমেরু পর্বতের পাদদেশে অসুর ভূমি অবস্থিত। অসুর ভূমির আরও নিচে নরক অবস্থিত।

**১। চতুর্মহারাজিক স্বর্গ ঃ** মনুষ্যলোক হতে ৪২ হাজার যোজন উপরে এ স্বর্গ অবস্থিত।

**এ স্বর্গের দেবতাদের আয়ুষ্কাল ঃ**

১ দিন রাত = ৫০ বছর (মনুষ্য গণনায়)

১ মাস = ৩০ x ৫০ বছর

= ১৫০০ বছর

১ বছর = ১২ x ১৫০০ বছর

= ১৮০০০ বছর

মোট আয়ুষ্কাল = ৫০০ বছর (এ স্বর্গ বাসীদের গণনায়)

মনুষ্য গণনায় আয়ুষ্কাল = ৫০০ x ১৮০০ বছর

= ৯০,০০,০০০ বছর

বা ৯০ লক্ষ বছর।

**কারা এ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে?**

এ দেবলোকে পুণ্যবান অহেতুক, দ্বিহেতুক, ত্রিহেতুক, কোন কোন স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী ব্যক্তি উৎপন্ন হন।

**এ দেবলোকের মহারাজ ঃ** বিরল হক, বিরূপক্ষ, ধতরট্‌ঠ ও কুবের হচ্ছে এ দেবলোকের চার দিকপাল মহারাজ।

**২। তাবতিংস স্বর্গ ঃ** চতুর্মহারাজিক স্বর্গ হতে ৪১ হাজার যোজন উপরে এ স্বর্গ অবস্থিত।

www.kalpataruboi.org



**এ স্বর্গের দেবতাদের আয়ুষ্কাল ঃ**

| | |
|---|---|
| ১ দিন রাত | = ১০০ বছর (মানুষের গণনায়) |
| ১ মাস | = (৩০ x ১০০) বছর (মানুষের গণনায়) |
| | = ৩০০০ বছর (মানুষের গণনায়) |
| ১ বছর | = (১২ x ৩০০০) বছর (মানুষের গণনায়) |
| | = ৩৬০০০ বছর (মানুষের গণনায়) |
| এ স্বর্গের মোট আয়ুষ্কাল | = ১০০০ বছর (এ স্বর্গবাসীদের গণনায়) |
| মনুষ্য গণনায় আয়ুষ্কাল | = (৩৬০০০ x ১০০০) বছর |
| | = ৩,৬০,০০,০০০ বছর |
| | বা, ৩ কোটি ৬০ লক্ষ বছর |

মানুষের একশ বছরে তাবতিংস স্বর্গবাসীর ১ দিন রাত। ৩০০০ বছরে তাদের ১ মাস এবং ৩৬০০০ বছরে ১ বছর। এরূপে তারা এ স্বর্গতে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ বছর কাল অবস্থান করে।

**কারা এ স্বর্গে উৎপন্ন হয়?**

এখানে দ্বিহেতুক, ত্রিহেতুক পুণ্যবান ব্যক্তি এবং কোন কোন স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী ব্যক্তিরা উৎপন্ন হয়।

**এ দেবলোকের দেবরাজ কে?**

'ইন্দ্র' এ স্বর্গের মহারাজ।

৩। **যাম স্বর্গ ঃ** তাবতিংস স্বর্গ হতে ৪২ হাজার যোজন উপরে যাম স্বর্গ অবস্থিত।

**এ স্বর্গবাসীদের আয়ুষ্কাল ঃ**

| | |
|---|---|
| ১ দিন রাত | = ২০০ বছর (মনুষ্য গণনায়) |
| ১ মাস | = (৩০ x ২০০) বছর (মনুষ্য গণনায়) |
| | = ৬০০০ বছর (মনুষ্য গণনায়) |

www.kalpataruboi.org



১ বছর = (১২ x ৬০০০) বছর (মনুষ্য গণনায়)
= ৭২,০০০ বছর (মনুষ্য গণনায়)

এ স্বর্গবাসীদের মোট আয়ুষ্কাল = ২০০০ বছর (এ স্বর্গবাসীদের হিসেবে)

মানুষের গণনায় এ আয়ুষ্কাল = (৭২০০০ x ২০০০) বছর
= ১৪,৪০,০০,০০০ বছর
বা ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ বছর

মানুষের ২০০ বছরে এ স্বর্গবাসীদের ১ দিন রাত মাত্র। ছ'হাজার বছরে ১ মাস এবং ৭২ হাজার বছরে ১ বছর। এরূপে তাদের নির্দিষ্ট মোট আয়ুষ্কাল ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ বছর।

**কারা এ স্বর্গে উৎপন্ন হয়?**

এ স্বর্গে দ্বিহেতুক, ত্রিহেতুক পুদ্গল এবং কোন কোন স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী মানুষ জন্মগ্রহণ করে।

**এ দেবলোকের অধিপতি কে?**

'সুযাম' নামক দেব এ স্বর্গের অধিপতি বা মহারাজ।

**৪। তুষিত স্বর্গ ঃ** যাম স্বর্গের ৪২ হাজার যোজন উপরে এ স্বর্গ অবস্থিত।

**এ স্বর্গের আয়ুষ্কাল ঃ**

১ দিন রাত = ৪০০ বছর (মনুষ্য গণনায়)

১ মাস = (৩০ x ৪০০) বছর (মনুষ্য গণনায়)
= ১২০০০ বছর (মনুষ্য গণনায়)

১ বছর = (১২ x ১২০০০) বছর (মনুষ্য গণনায়)
= ১৪৪,০০০ বছর (মনুষ্য গণনায়)

এ স্বর্গের মোট আয়ুষ্কাল = ৪০০০ বছর (এ স্বর্গবাসীদের গণণায়)

মনুষ্য গণনায় এ স্বর্গের মোট আয়ুষ্কাল = (১৪৪,০০০ x ৪০০০) বছর
= ৫৭,৬০,০০,০০০ বছর
বা, ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বছর

www.kalpataruboi.org

মনুষ্য গণনায় ৪০০ বছরে এ স্বর্গবাসীদের ১ দিন রাত মাত্র।

এরূপে ১২ হাজার বছরে ১ মাস এবং ১৪৪ হাজার বছরে ১ বছর। আমাদের গণণায় তাদের মোট আয়ুষ্কাল ৫৭ কোটি ৩০ লক্ষ বছর।

**কারা এ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন?**

বোধি সত্ত্বগণ ও তাঁদের মাতা-পিতা, মহাপুণ্যবান ব্যক্তি, দ্বিহেতুক ও ত্রিহেতুক পুদ্গল, কোন কোন স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী ব্যক্তিরা এখানে উৎপন্ন হন।

**কে এ দেবলোকের মহারাজা?**

'সন্তোষিত' নামক দেব এ দেবলোকের মহারাজা।

**৫। নির্মাণ রতি স্বর্গ ঃ** তুষিত স্বর্গ হতে ৪২ হাজার যোজন উপরে এ স্বর্গ অবস্থিত।

**এ স্বর্গের আয়ুষ্কাল ঃ**

১ দিন-রাত = ৮০০ বছর (মনুষ্য গণনায়)

১ মাস = (৩০ x ৮০০) বছর (মনুষ্য গণনায়)

= ২৪০০০ বছর (মনুষ্য গণনায়)

১ বছর = (১২ x ২৪০০) বছর (মনুষ্য গণনায়)

= ২৮৮০০০ বছর (মনুষ্য গণনায়)

এ স্বর্গে মোট আয়ুষ্কাল = ৮০০০ বছর (এ দেব লোকবাসীর গণণায়)

মনুষ্য গণনায় এ আয়ুষ্কাল = (৮০০০০ x ২৮৮০০০) বছর

= ২৩০ কোটি ৬০ লক্ষ বছর

মানুষের ৮০০ বছরে এ স্বর্গবাসীদের ১ দিন-রাত মাত্র।

এরূপে ২৪ হাজার বছরে ১ মাস এবং ২৮৮ হাজার বছরে ১ বছর হয়। তারা এ স্বর্গে ২৩০ কোটি ৬০ লক্ষ বছর জীবিত থাকে।

www.kalpataruboi.org



**এ স্বর্গের রাজা কে?**

"সুনির্মিত" নামক দেব এ লোকের রাজা।

**কারা এ স্বর্গে উৎপন্ন হয়?**

মহাপুণ্যবান দ্বিহেতুক, ত্রিহেতুক, স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী ব্যক্তিরা উৎপন্ন হয়।

**৬। পরনির্মিত বশবর্ত্তী স্বর্গ ঃ**

নির্মাণ রতি স্বর্গ হতে ৪২ হাজার যোজন উপরে এ স্বর্গ অবস্থিত।

**এ স্বর্গের আয়ুষ্কাল ঃ** মনুষ্য গণনায় ১৬শ বছরে এক দিন-রাত মাত্র। এ স্বর্গবাসীদের গণনায় তাদের মোট আয়ুষ্কাল ১৬ হাজার বছর। আর মনুষ্য গণনায় ১২১ কোটি ৬০ লক্ষ বছর।

**কারা এ স্বর্গে উৎপন্ন হয়?**

মহাপুণ্যবান দ্বিহেতুক, ত্রিহেতুক, স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামীরা উৎপন্ন হয়।

পুণ্যবান ব্যক্তিগণ মাতা-পিতা ছাড়া হঠাৎ স্বর্গে ষোল বছর যুবক/যুবতীর ন্যায় উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হওয়া মাত্র তারা দিব্য মাল্য-পোষাক-বিমান (দালান) লাভ করে এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্যন্ত সুখ ভোগ করে। পুণ্য শেষ হলে তাদের দিব্য পোষাক মলিন হয় এবং দেব আসনে তাদের চিত্ত রমিত হয় না। দেবতারা চ্যুতির সময় হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাদের দেহ মানুষের দেহের ন্যায় সেখানে পড়ে থাকে না। আসন্ন চিত্ত অনুসারে দেবতারা স্বর্গ হতে স্বর্গে, স্বর্গ হতে মনুষ্যলোকে, স্বর্গ হতে নরকে বা অসুর লোকে বা তির্যক কূলে বা প্রেত কূলে জন্ম নিতে পারে। একমাত্র স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী পুদ্গল স্বর্গ হতে স্বর্গে অথবা স্বর্গ হতে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে।

**ব্রহ্মলোক ঃ**

স্বর্গলোকের উপরে ব্রহ্মলোক অবস্থিত। যারা রূপাবচার ধ্যান লাভ করেন তারা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। এখানে অধ্যানী উৎপন্ন হয় না। কারণ ব্রহ্মলোক কামলোক নয়। কামলোক হচ্ছে স্বর্গ হতে নিচের ভূমিগুলো। দেখা যায় যারা মনুষ্যলোকে ধ্যান করে তারা সাধারণতঃ কাম হতে বিরত থাকে। এ হতে বুঝা

www.kalpataruboi.org



যায় শুধুমাত্র রূপাবচার ধ্যানের প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান এবং বিদর্শন ধ্যানের মাধ্যমে যারা অনাগামী ফল লাভ করেন তারা ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

ধ্যানের কতগুলো ধাপ আছে। সেগুলো হচ্ছে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা। বিতর্ক ধাপ হচ্ছে যখন যোগী বা ধ্যানী যে বিষয়ে ধ্যান করে তখন সে বিষয়টিকে ভালভাবে বুঝতে বা জানতে পারে না। কিন্তু বুঝার জন্য বা জানার জন্য বারবার চেষ্টা করছে। এটি হচ্ছে বিতর্ক বা ধ্যানের প্রথম ধাপ। আর যখন যোগী মনে বা দেহে অর্থাৎ ধ্যানের বিষয়ে যা কিছু উৎপন্ন হয় বা ধ্যান বিষয় সাথে সাথে জানতে পারে তখন তিনি প্রথম ধ্যান লাভ করেছেন। ধ্যানের দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে বিচার। যখন ধ্যানী ধ্যান করতে করতে এমন অভিজ্ঞ হন যে তিনি ধ্যান বিষয়কে বিচার বা বিশ্লেষণ করতে পারেন তখন তিনি দ্বিতীয় ধ্যান অতিক্রম করেছেন। প্রথম ধ্যান ও দ্বিতীয় ধ্যানের পরে যোগী দেহে ও মনে প্রীতি অনুভব করেন। এটি হচ্ছে তৃতীয় ধ্যান। প্রীতি ধ্যান লাভ করার পরে যোগী ধ্যানে সুখ ও একাগ্রতা খুঁজে পান। সুখ ও একাগ্রতা ধাপ হচ্ছে চতুর্থ ধ্যান। বিদর্শন ধ্যানের চারটি ফল আছে। সেগুলো হচ্ছে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অরহত ফল। স্রোতাপত্তি মাত্র ৭ বার জন্মগ্রহণ করে। তারা অপায় ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে না। এ ৭ জন্মে তারা স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করবে নতুবা মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করবে। এ ৭ জন্মের কোন এক জন্মে তারা অরহত বা নির্বাণ প্রাপ্ত হবেই। সকৃদাগামী শুধুমাত্র একবার জন্মগ্রহণ করে-স্বর্গ বা মনুষ্যলোকে। তারপর অরহত হয়ে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। অনাগামী ফল লাভী ব্যক্তি স্বর্গ-মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি সোজা ৫টি সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকের যে কোন একটিতে উৎপন্ন হন এবং পরিশেষে সেখানে অরহত হয়ে পরিনির্বাপিত হন। মনুষ্যলোকে অরহত হলে তিনি কোথাও জন্মগ্রহণ করেন না। এখানে তাদের ভবচক্র শেষ হয়ে যায় এবং আগুন নিভে যাওয়ার মত তাদের জীবন প্রবাহ সমাপ্ত হয়।

মনুষ্য জীবন দুর্লভ। দ্রুত ফুরিয়ে যায়। আমরা মনুষ্য জীবনকে মুক্তির জন্য ব্যবহা করি না, ভোগীয় সম্পত্তি লাভ করার জন্য মনুষ্য জীবনকে নষ্ট করে ফেলি। তাই বেশীর ভাগ সময় আমাদের আবাস স্থল হয় চার অপায় ভূমি। আমরা অনন্ত কাল ধরে জন্ম গ্রহণ করে আসছি। আমাদের জন্মকে নির্দিষ্ট

www.kalpataruboi.org



করতে পারছি না। এ মনুষ্য জন্মে বুদ্ধ নির্দেশিত পথ আচরণ করে আমাদের জন্মকে মাত্র ৭ বা ১ বারে আনতে পারলে সেটি হবে আমাদের মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। পৃথিবীর অন্যান্য ভোগীয় জিনিস লাভ করলে মনুষ্য জীবনের সার্থকতা হয় না। তাই মনুষ্য জীবনকে সার্থক করার জন্য আমাদের শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন করে মার্গফল লাভ করা একান্ত প্রয়োজন।

## ব্রহ্মলোক

ব্রহ্মলোক দু'প্রকার। যথা রূপ ব্রহ্মলোক ও অরূপ ব্রহ্মলোক। রূপ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মদের চিত্ত ও দেহ উভয়ই থাকে এবং তারা সর্বদা ধ্যানে নিমগ্ন থাকে। ধ্যান চিত্ত দ্বারা তারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কি হচ্ছে জানতে পারে। তারা মানুষ বা স্বর্গবাসীদের ন্যায় খাবার বা আহার গ্রহণ করে না। তারা ধ্যানাহার দ্বারা সুদীর্ঘ কল্প ব্রহ্মলোকে অবস্থান করে। অরূপ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাদের দেহ বা রূপ বা অবয়ব থাকে না। তারা শুধুমাত্র বিজ্ঞান বা চিত্ত দ্বারা অবচেতন মনে সুদীর্ঘ কল্প ব্রহ্মলোকে পড়ে থাকে। সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে যারা উৎপন্ন হন তারা ব্যতীত অন্যান্য ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন সত্ত্বগণ আয়ুক্ষয়ে সেখান হতে চ্যুত হয়ে যেকোন নিম্ন যোনি বা লোকে [illegible]তে উৎপন্ন হয়।

[illegible] ব্রহ্মলোক মিলে মোট ২০টি ব্রহ্মলোক। রূপ ব্রহ্মলোক [illegible]

([illegible]) [illegible] (২) [illegible] পুরোহিত ও (৩) মহাব্রহ্মা।

(খ) (৪) পরিত্তাভ, (৫) অপ্পমানাভ, (৬) আভস্সর

(গ) (৭) পরিত্তসুভ, (৮) অপ্পমানসুভ (৯) সুভকিন্হ

[illegible]

[illegible] (১৪) সুদস্সী (১৫) সুদস্সী (১৬) অকনিট্ঠ

[illegible] হচ্ছে

(১) আকাসানঞ্চায়তন (২) বিঞ্ঞাণঞ্চায়তন বা বিজ্ঞানঞ্চায়তন

(৩) আকিঞ্চঞ্ঞায়তন (৪) নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তন

(ক) ব্রহ্মা পরিসজ্জ, ব্রহ্মা পুরোহিত ও মহাব্রহ্মা ঃ পরনির্মিত বশবর্তী স্বর্গ

www.kalpataruboi.org



হতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে এ তিনটি ব্রহ্মলোক অবস্থিত। রূপাবচর ধ্যান করে যারা প্রথম ধ্যান লাভ করেন তারা তাদের ধ্যানের শক্তি অনুসারে এ তিনটি লোকের যে কোন একটিতে উৎপন্ন হন। এ তিনটি ব্রহ্মলোককে প্রথম ধ্যান ভূমি বলা হয়।

ব্রহ্মা পরিসজ্জ ব্রহ্মাদের আয়ু- ১/৩ কল্প

ব্রহ্মা পুরোহিত ব্রহ্মাদের আয়ু- ১/২ কল্প

মহাব্রহ্মা ব্রহ্মাদের আয়ু- ১ কল্প

**(খ) পরিত্তাব, অপ্পমানাভ ও আভস্সর ঃ** প্রথম ধ্যান ভূমির ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে এ তিনটি ব্রহ্মলোক অবস্থিত। রূপাবচর ধ্যানের মাধ্যমে যারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধ্যান লাভ করেন তারা এ তিনটি ব্রহ্মলোকের যে কোন একটিতে ধ্যান শক্তি অনুসারে উৎপন্ন হন। এ তিনটি ব্রহ্মলোককে দ্বিতীয় ধ্যান ভূমি বলা হয়।

পরিত্তাব ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু-২ কল্প

অপ্পমানাভ ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু-৪ কল্প

আভস্সর ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু-৮ কল্প

**(গ) পরিত্তসুভ, অপ্পমানসুভ ও সুভকিন্হ ঃ** দ্বিতীয় ধ্যান ভূমি হতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে এ তিনটি ব্রহ্মলোক অবস্থিত। রূপাবচর ধ্যানের মাধ্যমে যারা চতুর্থ ধ্যান লাভ করেন তারা ধ্যান শক্তি অনুসারে এ তিনটি লোকের যে কোন একটিতে উৎপন্ন হন। এ তিন ব্রহ্মলোককে তৃতীয় ধ্যানভূমি বলা হয়।

পরিত্তসুভ ব্রহ্মলোকবাসীদের আয়ু-১৬ কল্প

অপ্পমানসুভ ব্রহ্মলোকবাসীদের আয়ু-৩২ কল্প

সুভকিন্হ ব্রহ্মলোকবাসীদের আয়ু-৬৪ কল্প

**(ঘ) বেহপ্ফল ও অসঞ্ঞসত্ত ঃ** এ তৃতীয় ধ্যান ভূমিত্রয় হতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে এ দুটি ব্রহ্মলোক অবস্থিত। রূপাবচর ধ্যানের মাধ্যমে যারা চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তারা বেহপ্ফল ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। আর যারা

www.kalpataruboi.org

"সংজ্ঞা নেই" এরূপ ধ্যান লাভ করে তারা অসঞ্ঞসুত্ত ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। এ দুটি ব্রহ্মলোককে চতুর্থ ধ্যানভূমি বলা হয়।

বেহপ্ফল ব্রহ্মবাসিদের আয়ু-৫০০ কল্প

অসঞ্ঞসত্ত ব্রহ্মবাসিদের আয়ু-৫০০ কল্প

**(ঙ) অবিহ, আতপ্প, সুদস্স, সুদস্সী ও অকণিট্‌ঠ ঃ** এ পাঁচটি ব্রহ্মলোক চতুর্থ ধ্যান ভূমি। যারা বিদর্শন ধ্যান করে অনাগামী ফল লাভ করে তারা ধ্যানের ফল প্রাপ্তি অনুসারে এ পাঁচটি ব্রহ্মলোকের যে কোন একটিতে উৎপন্ন হন। যেহেতু এ পাঁচটি ব্রহ্মলোকগুলোতে অনাগামী ফল লাভী ছাড়া অন্যরা উৎপন্ন হতে পারে না সেহেতু এ ব্রহ্মলোকগুলোকে সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক বলা হয়। সুদ্ধাবাস ব্রহ্মবাসীরা সেখানে ধ্যানে লিপ্ত থেকে অরহত হন এবং সেখানে নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

**অবিহ ব্রহ্মলোক ঃ** বেহপ্ফল ও অসঞ্ঞসত্ত ব্রহ্মলোক হতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে এটি অবস্থিত।

অবিহ ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ুষ্কাল-১০০০ কল্প

**আতপ্প ব্রহ্মলোক ঃ** অবিহ ব্রহ্মলোক হতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে এ লোকটি অবস্থিত।

আতপ্প ব্রহ্মলোবাসীর আয়ুষ্কাল-২০০০ কল্প।

**সুদস্স ব্রহ্মলোক ঃ** আতপ্প ব্রহ্মলোক হতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে এ লোকটি অবস্থিত।

সুদস্স ব্রহ্মলোকবাসির আয়ুষ্কাল-৪০০০ কল্প

**সুদস্স ব্রহ্মলোক ঃ** সুদস্স ব্রহ্মলোক হতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে এ লোকটি অবস্থিত।

সুদস্সী ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ুষ্কাল ঃ ৮০০০ কল্প

**অকণিট্‌ঠ ব্রহ্মলোক ঃ** সুদস্সী ব্রহ্মলোক হতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে এ লোকটি অবস্থিত।

www.kalpataruboi.org



অকণিট্ঠ ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ুষ্কাল ঃ ১৬০০০ কল্প।

**অরূপ ব্রহ্মলোক**

অরূপ ব্রহ্মলোক ৪টি। সেগুলো হচ্ছে (১) আকাসানঞ্চায়তন, (২) বিঞ্ঞানঞ্চায়তন (৩) আকিঞ্চঞ্ঞায়তন (৪) নেবসঞ্ঞায়তন।

**১। আকাসানঞ্চায়তন ব্রহ্মলোক ঃ** অকণিট্ঠ সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক হতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে এ অরূপ ব্রহ্মলোক অবস্থিত। যে সকল ধ্যানী আকাশ অনন্ত শমথ ভাবনায় সিদ্ধি লাভ করে তারা আকাসসানঞ্চায়তন অরূপ ব্রহ্মলোক ভূমিতে উৎপন্ন হয়।

**আকাসানঞ্চায়তন অরূপ ব্রহ্মলোকবাসীদের আয়ু-২০ হাজার কল্প**

**২। বিঞ্ঞানঞ্চায়তন ব্রহ্মলোক বা বিজ্ঞানঞ্চায়তন ব্রহ্মলোক ঃ** আকাসানঞ্চায়তন অরূপ ব্রহ্মলোকের ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে এ দ্বিতীয় অরূপ ব্রহ্মলোক অবস্থিত। যে সকল ভাবনাকারী "বিজ্ঞান অনন্ত" (বিজ্ঞান অর্থ চিত্ত) শমথ ধ্যানে সিদ্ধি লাভ করে তারা বিঞ্ঞানঞ্চায়তন অরূপ ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করে। বিঞ্ঞায়তন অরূপ ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু-৪০ হাজার কল্প।

**৩। আকিঞ্চঞ্ঞায়তন ব্রহ্মলোক ঃ** বিঞ্ঞানঞ্চায়তন অরূপ ব্রহ্মলোকের ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে এ তৃতীয় অরূপ ব্রহ্মলোক অবস্থিত। যে সকল যোগী "আকিঞ্চন" অর্থাৎ "কিছু নাই, কিছু নাই" বা শূন্য, শূন্য শমথ ধ্যানে সিদ্ধি লাভ করে তারা আকিঞ্চঞ্ঞায়তন ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করে।

আকিঞ্চঞ্ঞায়তন ব্রহ্মলোকবাসীদের আয়ু-৬০ হাজার কল্প

**৪। নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তন বা নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ব্রহ্মলোক ঃ** আকিঞ্চঞ্ঞায়তন ব্রহ্মলোক হতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে এ চতুর্থ অরূপ ব্রহ্মলোক অবস্থিত। যারা "সংজ্ঞাও নয়, অসংজ্ঞাও নয়" এরূপ শমথ ধ্যানে সিদ্ধি লাভ করে তারা নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন অরূপ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন।

---

*পাদটিকা ঃ শমথ ধ্যান হচ্ছে শুধুমাত্র একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করা বা জপ করা। যেমন-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ.....। আল্লাহু, আল্লাহু.....। শমথ ধ্যানে কর্ম ধ্বংস হয় না। মুক্তি পাওয়া যায় না।*

www.kalpataruboi.org



**নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন অরূপ ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু-৮৪ হাজার কল্প**

আমরা জেনেছি সত্ত্বগণ বিভিন্ন কর্মের কারণে একত্রিশ লোকভূমির যে কোন একটিতে উৎপন্ন হয়। সুকর্ম বা কুশল কর্ম সুগতি লোক মনুষ্য ভূমি, দেবভূমি ও ব্রহ্মভূমিতে জন্ম দেয় এবং দুষ্কর্ম বা অকুশল বা পাপ কর্ম দুর্গতি ভূমি তির্যক, প্রেত, অসুর ও নরকে জন্ম দেয়। কর্মই আমাদের সুগতি বা দুর্গতি ভূমিতে নিয়ে যায়। এখন প্রশ্ন করতে পারি 'কুশল বা অকুশল কর্ম করার পর পর কি তা শেষ হয়ে যায়? না। কর্ম করার পর পর তা শেষ হয়ে যায় না। তা হলে প্রশ্ন জাগে কর্মগুলো আমাদের কোথায় থাকে? কর্মগুলো আমাদের চিত্ত প্রবাহে থাকে। যেমন কোন একটি কাজ আমরা ২০ বছর আগে করেছি। এখন আমরা ২০ বছর আগে কৃত কর্মের কথা ভূলে যেতে পারি। কিন্তু দেখা যায় কোন এক নিভৃত সময়ে সে কথাটি অর্থাৎ সে কর্ম মনস্পটে উদ্ভাসিত হয়। এতে বুঝা গেল কর্ম মরে বা বিনাশ হয়ে যায় না তা আমাদের চিত্ত প্রবাহে লুকায়িত বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। আমাদের মৃত্যুর সময় চিত্ত প্রবাহ হতে যে কর্মটি আবিভূত হয়ে প্রবল বা প্রকট হয় সে কর্ম অনুযায়ী আমরা একত্রিশ লোকভূমির যে কোন একটিতে উৎপন্ন হই।

আমাদের কর্মের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন নতুবা আমরা এমন সব কর্ম করব যা আমাদের জন্ম জন্মান্তরে দুর্গতি ভূমিতে জন্ম দেবে। কুশল হউক বা অকুশল হউক কর্ম ১২ প্রকার। যথা (১) জনক কর্ম (২) উপস্তম্ভক কর্ম (৩) উৎপীড়ক কর্ম (৪) উপঘাতক কর্ম (৫) গুরু কর্ম (৬) আসন্ন কর্ম (৭) আচরিত কর্ম (৮) উপচিত বা সঞ্চিত কর্ম (৯) দৃষ্ট ধর্ম বেদনীয় কর্ম (১০) উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম (১১) অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম (১২) অহোসি কর্ম। আবার এ কর্মগুলোকে প্রবর্তনকালে কৃত অনুসারে, মৃত্যুক্ষণে বা জন্মক্ষণে বিপাক বা ফল প্রদান অনুসারে এবং প্রবর্তন বা জীবিতকালে কর্ম সম্পাদনের পর হতে ফল প্রদানের পর্যায় অনুসারে ভাগ করা হয়েছে।

প্রবর্তনকালে কর্মকৃত অনুসারে ৪ প্রকার

১। জনক কর্ম
২। উপস্তম্ভক কর্ম
৩। উৎপীড়িক কর্ম
৪। উপঘাতক কর্ম

www.kalpataruboi.org



**মৃত্যুক্ষণে বা জন্মক্ষণে ফল প্রদান অনুসারে কর্ম ৪ প্রকার**

১। গুরু কর্ম
২। আসন্ন কর্ম
৩। আচরিত কর্ম
৪। উপচিত বা সঞ্চিত কর্ম

কর্ম সম্পাদনের পর হতে এর ফল প্রদানের পর্যায় অনুসারে অথবা কর্ম সম্পাদনের পর কোনজন্মে ফল প্রদান করবে তা অনুসারে ৪ প্রকার।

১। দৃষ্ট ধর্ম বেদনীয় কর্ম
২। উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম
৩। অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম
৪। অহোসি কর্ম

**১। জনক কর্ম ঃ** যে কর্মগুলো ভব ভবান্তরে প্রতিসন্ধি বা জন্ম দেয় কিন্তু অকুশলের শাস্তি বা কষ্ট এবং কুশলের পুরষ্কার বা সুখ প্রদান করে না তাদের জনক কর্ম বলে। জনক কর্মের কাজ হচ্ছে শুধু প্রতিসন্ধি বা জন্ম দেয়া। এটি কুশল বা অকুশলের ফল প্রদানের দায়িত্ব নেয় না। জনক কর্ম বাদে অন্যান্য কর্মগুলো কুশল-অকুশলের বিপাক বা ফল প্রদান করে। আমাদের চিত্ত বা মন রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, অনুভূতি ও ভাব দ্বারা ভোগ্য বস্তু ও ভব বা জগতের প্রতি আসক্ত হয়ে প্রতিসন্ধি চিত্ত তথা জন্ম কর্ম উৎপন্ন করে। জনক কর্ম হচ্ছে এমন কর্ম যা সত্ত্ব বা প্রাণিগণকে একত্রিশ লোকভূমির যে কোন একটিতে জন্ম দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়। আর সত্ত্বগণ উৎপন্ন ভূমিতে লোভ, দ্বেষ, মোহ দ্বারা আবার আবদ্ধ হয়ে জনক কর্ম ও অন্যান্য কর্ম উৎপন্ন করে। এ জনক কর্ম আবার জন্ম দেয়। এভাবে সত্ত্বগণ জন্মচক্রে ঘুরতে থাকে।

**উদাহরণ ঃ** মাতা-পিতা কন্যাকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়ি পাঠাল। আর কন্যা শ্বশুর বাড়ির স্বামী-শ্বশুর-শ্বাশুরী কর্তৃক লালিত-পালিত হচ্ছে। এখানে মাতা-পিতা হচ্ছে কন্যার জন্য জনক কর্ম। আর স্বামী-শ্বশুর-শ্বাশুরী হচ্ছে কন্যার জন্য অন্যান্য কর্ম। বিয়ে হচ্ছে জন্ম বা প্রতিসন্ধি।

*পাদটিকা ঃ জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত যে জীবনকাল বা জীবন প্রবাহ তা হচ্ছে প্রবর্তন কাল।*

www.kalpataruboi.org



২। **উপস্তম্ভক কর্ম ঃ** যে কর্ম কুশলকে সাহায্য করে কুশল বৃদ্ধি করে এবং অকুশলকে সাহায্য করে অকুশল বৃদ্ধি করে তাকে উপস্তম্ভক কর্ম বলে। উপস্তম্ভক অর্থ উপকারক বা সাহায্যকারী। কোন ব্যক্তি পূর্ব জন্মের শক্তিশালী বা দুর্বল কুশল কর্ম দ্বারা মানবজন্ম লাভ করল এবং মনুষ্য ভূমিতে আবারও কুশল কর্ম সম্পাদন দ্বারা পূর্ব জন্মের কুশল কর্মকে শক্তিশালী করছে এখানে বর্তমান মনুষ্য জন্মে কৃত কুশলকর্ম হচ্ছে কুশলপক্ষীয় উপস্তম্ভক কর্ম। কারণ বর্তমান জন্মের কুশল কর্ম পূর্ব জন্মের কুশল কর্মকে বৃদ্ধি করার জন্য সাহায্য করছে। আবার কোন সত্ত্ব বা প্রাণি পূর্ব জন্মের অকুশল কর্ম দ্বারা দুর্গতি ভূমিতে জন্ম লাভ করল। সেখানে আবার অকুশল কর্ম দ্বারা পূর্ব জন্মের অকুশল কর্মকে বৃদ্ধি করছে। এখানে বর্তমান জন্মের অকুশল কর্ম হচ্ছে অকুশল পক্ষীয় উপস্তম্ভক কর্ম। যে কর্ম পূর্বকৃত কুশল-অকুশল কর্মকে লালন-পালন করে বৃদ্ধি করে সেটি হচ্ছে উপস্তম্ভক কর্ম। উপস্তম্ভক কর্ম কুশল-অকুশল উভয়ই হয়। কুশল উপস্তম্ভক কর্ম সত্ত্বগণকে সহস্র বছর সুখ ভোগ করায়। আর অকুশল উপস্তম্ভক কর্ম সত্ত্বগণকে সহস্র বছর দুঃখ ভোগ করায়।

**উদাহরণ ঃ** কন্যা পিত্রালয়ে সুখে জীবন যাপন করল। কন্যাকে যেখানে বিয়ে দেয়া হল সেখানেও সে আবার সুখ ভোগ করতে শুরু করল। কন্যা কর্তৃক পিত্রালয়ে ও শ্বশুরালয়ে সুখ ভোগের অনুকূল পরিবেশটি হল কুশলপক্ষীয় উপস্তম্ভক কর্ম। আবার ধরি, কন্যা দুঃখে পিত্রালয়ে জীবন যাপন করল। কন্যাকে যেখানে বিয়ে দেয়া হল সেখানেও সে আবার স্বামী-শ্বশুর-শ্বাশুরী কর্তৃক দুঃখ ভোগ করতে লাগল। কন্যা কর্তৃক পিত্রালয়ে ও শ্বশুরলালয়ে দুঃখ ভোগের প্রতিকূল পরিবেশটি হচ্ছে অকুশলপক্ষীয় উপস্তম্ভক কর্ম।

৩। **উৎপীড়ক কর্ম ঃ** যে কর্ম কুশলের জন্য সুখ ভোগ এবং অকুশলের জন্য দুঃখ ভোগ করার সময় উপস্থিত হয়ে সুখ ভোগে বাধা প্রদান করে দুঃখ এবং দুঃখ ভোগে বাধা প্রদান করে সুখ উৎপন্ন করে তাকে উৎপীড়ক কর্ম বলে। অকুশল কর্ম প্রাণিগণ কর্তৃক পূর্ব কৃত কুশল কর্মের ফল ভোগ করার সময় উপস্থিত হয়ে তা বাধা প্রদান করেও দুর্বল করে অর্থাৎ দুর্বল অকুশল কর্ম কুশলের উপর উৎপীড়ন করে প্রাণিগণকে তার ফল ভোগ করতে দেয় না। আবার কুশল কর্ম প্রাণিগণ কর্তৃক পূর্বকৃত অকুশল কর্মের ফল ভোগ করার সময় উপস্থিত হয়ে তা বাধা প্রদান করে, দুর্বল করে অর্থাৎ দুর্বল কুশল কর্ম

www.kalpataruboi.org



অকুশলের উপর উৎপীড়ন করে প্রাণিগণকে তার দুর্ভোগ হতে দুরে সরিয়ে রাখে। যে কর্মটি সুখ প্রতিরোধ করে দুঃখ এবং দুঃখ প্রতিরোধ করে সুখ উৎপন্ন করে সেটি হচ্ছে উৎপীড়ক কর্ম।

**উদাহরণ ঃ** একটি মেয়েকে বিয়ে দেয়া হল। সে স্বামীর সাথে দীর্ঘদিন সুখে বসবাস করল। একদিন হঠাৎ তার স্বামী মারা গেল। এতে তার সুখ বিনষ্ট হল এবং দুঃখ উৎপন্ন হল। এখানে স্বামীর মৃত্যু হচ্ছে অকুশল পক্ষীয় উৎপীড়ক কর্ম। একটি মেয়েকে এক বেকার যুবককে বিয়ে দেয়া হল। এতে তাকে অর্থনৈতিক দুর্ভোগ পোহাতে হল। একদিন স্বামীর চাকুরি হল এবং শেষে সুখ উৎপন্ন হল। এখানে স্বামী কর্তৃক চাকুরী প্রাপ্তি হচ্ছে কুশল পক্ষীয় উৎপীড়ক কর্ম।

৪। **উপঘাতক কর্ম ঃ** সত্ত্বগণ কর্তৃক কুশলের ফল উপভোগ করার সময় শক্তিশালী অকুশল কর্ম উপস্থিত হয়ে তাকে (কুশল) ধ্বংস করে অকুশলের ফল প্রদান এবং অকুশল ভোগ করার সময় শক্তিশালী কুশল কর্ম উপস্থিত হয়ে তাকে (অকুশল) ধ্বংস করে কুশল বা সুখ প্রদান করে এরূপ কর্মকে (অকুশল বা কুশল) উপঘাতক কর্ম বলে। উপস্তম্ভক কর্ম ও উপঘাতক কর্মের মধ্যে পার্থক্য হল যে উপস্তম্ভক কর্ম তার বিপরীত কর্মকে বাধা প্রদান করে এবং দুর্বল করে কিন্তু সমূলে ধ্বংস করে না। কিন্তু উপঘাতক কর্ম তার বিপরীত কর্মকে সমূলে ধ্বংস করে আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। অতীতের দুর্বল অকুশল কর্ম কুশল কর্ম ভোগে বাধা প্রদান করে ও দুর্বল করে। এখানে অতীতের দুর্বল অকুশল কর্ম হচ্ছে কুশল বিপরীত উপস্তম্ভক কর্ম। আবার অতীতের দুর্বল কুশল কর্ম অকুশল কর্ম ভোগে বাধা প্রদান করে দুর্বল করে। এখানে অতীতের দুর্বল কুশল কর্ম হচ্ছে অকুশল বিপরীত উপস্তম্ভক কর্ম। অতীতের যে শক্তিশালী অকুশল কর্ম কুশল কর্মের ফলকে ধ্বংস করে শুধু দুঃখ প্রদান করে সেটি হচ্ছে কুশল বিপরীত উপঘাতক কর্ম। আবার অতীতের যে শক্তিশালী কুশল কর্ম অকুশল কর্মের ফলকে ধ্বংস করে সুখ প্রদান করে সেটি হচ্ছে অকুশল বিপরীত উপঘাতক কর্ম।

**উদাহরণ ঃ** বজ্রপাতে মৃত্যু, সর্প দংশনে মৃত্যু, দুর্ঘটনায় মৃত্যু, বিভিন্ন প্রাণির আক্রমণে মৃত্যু ইত্যাদি হচ্ছে উপঘাতক বা উপচ্ছেদক কর্মের ফল। এজন্য এসব মৃত্যুকে উপঘাতক বা উপছেদক মৃত্যু বলে।

www.kalpataruboi.org



৫। **গুরু কর্ম ঃ** গুরু কর্ম দু'প্রকার। কুশল গুরু কর্ম এবং অকুশল গুরু কর্ম। কুশল গুরু কর্ম হচ্ছে অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান লাভী চিত্ত। যারা শমথ ধ্যান করে তারা ধ্যানের শেষ পর্যায়ে এ চিত্ত লাভ করে। অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান চিত্ত দ্বারা রূপ ব্রহ্মলোক অথবা অরূপ ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করা যায়। বুদ্ধ রূপ ব্রহ্মলোক (শুদ্ধ ব্রহ্মলোক ছাড়া) ও অরূপ ব্রহ্মলোকে জন্ম গ্রহণ করাকে অক্ষণ বলেছেন। কারণ এ সব ব্রহ্মলোকের কল্প আয়ুর জন্য তারা পৃথিবীতে উৎপন্ন বুদ্ধের সাক্ষাত লাভ করতে পারবে না। কারণ তারা শুধু ধ্যান চিত্তে সেখানে নিমগ্ন থাকবে। কিন্তু পৃথিবীতে উৎপন্ন বুদ্ধের সংবাদ তারা জানতে পারবে না। তাই তারা নির্বাণ লাভ করতে পারবে না। এ অর্থেও এটি কুশল গুরু কর্ম। বিদর্শন ধ্যান করলে গুরু কর্ম উৎপন্ন হয় না। বিদর্শন ধ্যান করলে চিত্ত শক্তিশালী হয়ে নির্বাণ স্রোতে পতিত হয় এবং পরিশেষে নির্বাপিত হয়। এ অর্থে এটি মহদ্‌গত কর্ম। অকুশল গুরু কর্ম হচ্ছে (১) মাতৃহত্যা (২) পিতৃ হত্যা (৩) অরহত হত্যা (৪) দ্বেষ চিত্তে বুদ্ধ পদ হতে রক্তপাত (৫) ভিক্ষু সংঘভেদ। এ কর্মগুলো হতে কখনও কেউ অব্যবহতি বা ছাড় পায় না। এ কর্মগুলো ভোগ করতেই হবে। বিদর্শন ধ্যান দ্বারা অন্যান্য কর্ম দুর্বল হয় এবং ধ্বংস হয়। কিন্তু এ কর্মগুলো বিদর্শন ধ্যান দ্বারাও ধ্বংস হয় না। অতএব, অরহত হওয়ার পরও এ কর্মগুলো ভোগ করতেই হবে। যেমন শক্তিশালী ঋদ্ধি সম্পন্ন অরহত মহামোগ্গল্যায়ন-এর অতীত জন্মের গুরু কর্ম থাকায় উনাকে ডাকাতের হাতে নিহত হতে হয়েছিল।

গুরুকর্ম থাকলে মৃত্যুর পর পরই এর ফল ভোগ শুরু হয় সেটি হউক কুশল গুরু কর্ম বা অকুশল গুরু কর্ম। আবার অকুশল গুরু কর্মকে অনন্তরিক কর্ম বলা হয়। কারণ এ কর্মের ফল প্রদানের মধ্যে অন্তর বা ফাঁক নেই। মৃত্যুর পর পরই ফল প্রদান শুরু হয়।

৬। **আসন্ন কর্ম ঃ** যে কর্ম মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়ে জীবের পরবর্তী জন্ম নির্ধারণ করে তাকে আসন্ন কর্ম বলে। আসন্ন কর্মই জীবের পরবর্তী ভব বা লোকভূমি নির্দিষ্ট করে। আসন্ন কর্ম কুশল হলে সুগতি মনুষ্যভূমি বা দেবভূমিতে জন্ম দেয়। আর আসন্ন কর্ম অকুশল হলে দুর্গতি ভূমি অর্থাৎ চার অপায়ে জন্ম দেয়। সারা জীবন ধরে কুশল সঞ্চয় করলেও মৃত্যুর সময় অতীতের কোন অকুশল চিত্ত উপস্থিত হলে তার ফলে জীব দুর্গতি ভূমিতে উৎপন্ন হয়। আর

www.kalpataruboi.org



সারা জীবন ধরে অকুশল কর্ম সম্পাদন করলেও মৃত্যুক্ষণে আপন চেষ্টায় হউক বা কোন কল্যাণ মিত্রের করুণায় হউক কুশল চিত্ত উৎপন্ন হলে উর্ধ্বগতি অর্থাৎ সুগতি ভূমিতে উৎপন্ন হয়। জীবন প্রবাহকালে গুরু কর্ম থাকলে মৃত্যুর সময় আসন্ন কর্ম ফল না দিয়ে এটিই ফল প্রদান করবে। আর গুরু কর্ম না থাকলে আসন্ন কর্ম ফল প্রদান করবে। মৃত্যুর সময় অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হলে কিভাবে ধ্বংস করা যায় তা আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়।

৭। **আচরিত কর্ম ঃ** যে কর্ম মানুষ সারা জীবন ব্যাপী করতে করতে অভ্যস্থ হয়ে গেছে এবং সেটি না করে পারে না ও স্বভাবে পরিণত হয়েছে তা হচ্ছে আচরিত কর্ম। গুরু কর্ম ও আসন্ন কর্মের পর আচরিত কর্ম ফল প্রদান করে। আচরিত কুশল কর্ম বিপুল পরিমাণ হলে চিত্ত প্রশান্ত ও উৎফুল্ল হয় এবং সৌমনস্য ভাব উৎপন্ন হয়। মৃত্যুর পর আচরিত কুশল কর্মই পরবর্তী জন্মে জীবের সুখ নির্ধারণ করে। আর আচরিত অকুশল কর্ম বিপুল পরিমাণ হলে চিত্ত অস্থির ও ভারাক্রান্ত হয় এবং চিত্ত সন্তাপ উৎপন্ন হয়। মৃত্যুর পর পরবর্তী জন্মে অকুশল বিপাক ভোগ করতে হয়। আমাদের জীবন প্রবাহকালে সর্বদা কুশল কর্ম করা আবশ্যক এবং তৎপ্রতি পুন পুন স্মৃতি উৎপাদন করা একান্ত প্রয়োজন। এতে কুশল বা পুণ্য বৃদ্ধি পায় ও সুখ শান্তি লাভ হয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অকুশল বা পাপ কাজ যেমন প্রাণি হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা কথন, মাদক দ্রব্য সেবন ইত্যাদি হতে বিরত থাকতে হবে। কোন কারণ বশতঃ অকুশল কর্ম সম্পাদিত হলে তৎপ্রতি স্মৃতি উৎপাদন করা বা অনুশোচনা করা উচিত নয়। এতে পাপ বর্দ্ধিত হয় এবং সুখ শান্তি বিনষ্ট হয়। অনেকের ধারণা অনুশোচনা করলে পাপ কমে এবং তা হতে মুক্তি পাওয়া যায়। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ বলেছেন, "তোমরা কদাচ অকুশল কর্ম সম্পাদন কর না। কোন অজ্ঞানবশতঃ অকুশল কর্ম সম্পাদন করলে তৎপ্রতি মনোসংযোগ বা স্মৃতি উৎপাদন করবে না, কারণ পাপ কর্মের প্রতি স্মৃতি উৎপাদন করলে চিত্ত সন্তাপ বাড়ে ও পাপ বর্দ্ধিত হয়।"

৮। **উপচিত কর্ম ঃ** যে কর্মগুলো জন্ম-জন্মান্তর ধরে সম্পাদিত হয়ে আমাদের চিত্ত প্রবাহে সঞ্চিত হয়ে আছে সেগুলো হচ্ছে উপচিত কর্ম। আমাদের চিত্ত স্রোতে উপচিত কর্মের সংখ্যা বেশী। কারণ আমরা অনন্ত জন্ম ধরে কর্ম করেছি, সেগুলো হতে কিছু ক্ষয় প্রাপ্ত হলেও অনেক অনেক কর্ম দুর্বল হয়ে

www.kalpataruboi.org



আমাদের চিত্ত স্রোতে জমা হয়ে আছে। গুরু কর্ম, আসন্ন কর্ম ও আচরিত কর্ম ফল না দিলে উপচিত কর্মই ফল প্রদান করে থাকে। আমাদের জীবন প্রবাহ কালে অকুশল বা কুশল উপচিত কর্ম উপস্থিত হয়ে দুঃখ বা সুখ প্রদান করে। গুরু কর্ম, আসন্ন কর্ম ও আচরিত কর্ম মৃত্যুর পর পর ফল প্রদান করে অর্থাৎ এ তিনটি কর্মের ফল প্রদানের সময় হচ্ছে মৃত্যুর ঠিক পর জন্মে। আর উপচিত কর্ম যে কোন জন্মে ফল প্রদানে সক্ষম।

৯। **দৃষ্ট ধর্ম বেদনীয় কর্ম ঃ** দৃষ্ট ধর্ম বেদনীয় কর্ম এমন কর্ম যা সম্পাদিত হলে ইহজীবনেই ভোগ করতে হয়। দৃষ্ট ধর্ম বেদনীয় কর্ম কুশল হলে ইহ জীবনেই সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হয়। আর দৃষ্ট ধর্ম বেদনীয় কর্ম অকুশল হলে ইহ জীবনেই দুঃখ আরম্ভ হয় এবং সাথে সাথে মৃত্যু ঘটে নরকে উৎপন্ন হয়। দৃষ্ট ধর্ম বেদনীয় কর্ম ইহ জীবনে ফল না দিলে পরবর্তী জন্মে আর ফল দেয় না।

১০। **উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম ঃ** যে কর্ম ইহজন্মে সম্পাদন করলে মৃত্যুর ঠিক পরবর্তী জন্মে অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্মে ভোগ করতে হয় তাকে উপপাদ্য কর্ম বলে। উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম কুশল বা অকুশল হতে পারে। উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম কুশল পক্ষে অষ্ট সমাপত্তি বা ব্রহ্মলোকে জন্ম দান করে। আর উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম অকুশল পক্ষে পঞ্চ অনন্তরিয় কর্ম। অনন্তরিয় অর্থ অন্তর বা ফাঁক নেই। পঞ্চ অনন্তরিয় কর্ম হচ্ছে মাতৃ হত্যা, পিতৃ হত্যা, অরহত হত্যা, দ্বেষ চিত্তে বুদ্ধ পদ হতে রক্তপাত ও ভিক্ষু সংঘভেদ। উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম পরবর্তী জন্মে ফল প্রদান করতে না পারলে তা আর তৃতীয় জন্মে ফল প্রদান করতে সক্ষম নয়। আর উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম একাধিক থাকলেও একটির ফল প্রদান শুরু হলে অন্যান্যগুলো ফল প্রদান করে না। যেমন দেবদত্ত দুটি অনন্তরিক কর্ম করেছিল। একটি হচ্ছে দ্বেষচিত্তে বুদ্ধপদ হতে রক্তপাত, অন্যটি হচ্ছে ভিক্ষু সংঘভেদ। একটি অনন্তরিক কর্মের জন্য তার অর্বীচি মহানরক শুরু হয়েছে। অতএব, তাকে অপর অনন্তরিক কর্মটি ফল প্রদান করবে না। যেমন একজন ব্যক্তি পাঁচজন ব্যক্তিকে খুন করলে তার ফাঁসি হয় একবার। পাঁচবার হয় না। একবারই তার শাস্তি হয়।

১১। **অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম ঃ** যে কর্ম করলে সেটি তৃতীয় জন্ম হতে অরহত্ব ফল লাভ না করা পর্যন্ত যে কোন এক জন্মে ফল প্রদান করে তাকে অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম বলে। এ কর্মটি ইহজন্মে সম্পাদিত হলে জীবদ্দশায়

www.kalpataruboi.org



ও মৃত্যুর পর জন্মে ফল প্রদান করে না। তা চিত্ত প্রবাহে অবস্থান করে তৃতীয় জন্ম হতে যে কোন জন্মে বিপাক বা ফল প্রদান করে। এ কর্মটি শুধু মাত্র অরহত হলে নির্মূল বা ক্ষয় হয়। আর গুরু কর্ম অরহত হলেও ক্ষয় বা নির্মূল হয় না। গুরু কর্মের ফল অখণ্ডনীয়।

**উদাহরণ ঃ** এক সময় সাতজন ভিক্ষু বুদ্ধ দর্শনে যাচ্ছিলেন। যাত্রা পথে রাত হল। তাই তারা একটি গুহার ভেতরে অবস্থান করলেন। ভোর হওয়ায় তাঁরা ঘুম হতে উঠে গুহার মুখে গেলে দেখতে পেল একটি বিরাট পাথর গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। গ্রামবাসি ও সে পাহাড়ে অবস্থিত একজন ভিক্ষুও সাতজন ভিক্ষুর গুহায় অবস্থান সম্পর্কে জানত। তাই তারা সকালে গুহায় প্রবেশ করে ভিক্ষুদের দেখাশুনা করার জন্য এসেছিল। দেখল, একটি বিরাট পাথর গুহার মুখ বন্ধ করে আছে। তারা অনেক চেষ্টার পরও পাথরটি সরাতে পারল না। দেখা গেল, এক সপ্তাহ পর আপনা-আপনি পাথরটি সরে গেছে। এ বিষয়টি বুদ্ধকে জানালে বুদ্ধ বলল, "এ সাতজন ভিক্ষু অতীতকালে রাখাল বালক ছিল। একদিন তারা একটি গুই সাপ দেখে তাড়া করে। তখন গুই সাপটি একটি গর্তে গিয়ে ঢুকলে তারা ঐ গর্তটির মুখ পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল। সাতদিন পর তারা গিয়ে গর্তটির মুখ হতে পাথরটি সরালে দেখল যে গুই সাপটি সেখানে আছে এবং এটি ক্ষুধায় কাতর হয়ে টলতে টলতে গর্ত হতে বের হল। এভাবে তারা গুই সাপটিকে কষ্ট দেয়ায় তারাও ভিক্ষু জীবনে এরূপ কষ্ট পেয়েছে গুহায় আটকা পড়ে।" অর্থাৎ তারাও সাতদিন যাবত গুহায় ক্ষুধায়ও পিপাসায় কাতর হয়েছিল এবং টলতে টলতে গুহা হতে বের হয়েছিল।

**১২। অহোসি কর্ম ঃ** যে সকল কর্ম তাদের নির্দিষ্ট সময়ে ফল বা বিপাক প্রদান না করে অতিক্রম করলে নিষ্ফলা হয়ে যায় সেগুলোকে অহোসি কর্ম বলে। গুরু কর্ম এবং অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম কখনও অহোসি হয় না। তারা ফল প্রদান করবেই। অন্যান্য কর্মগুলো অহোসি হয়। যেমন এ বছরের সীমের বীচি এ বছরেই বা তার পরবর্তী বছরে রোপন করলে অঙ্কুরোদগম হয়ে চারা এবং শেষে গাছ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ বছরের সীমের বীচি টিন ভরে ১০ বছর বা ততোধিক বছর রেখে দিলে সেখান থেকে অনেক বীচি নিষ্ফলা হয়ে যায়। তদ্রূপ গুরুকর্ম ও অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম ব্যতীত অন্যান্য কর্মগুলো না করতে করতে সেগুলো অহোসি হয়ে যায়। অর্থাৎ

www.kalpataruboi.org



সেগুলো আর বিপাক প্রদান করে না।

**কর্মের যুক্তি ও দর্শন**

মানুষ দুটি বিষয় চিন্তা করে। আর এ দুটি বিষয় নিয়ে দর্শনের উৎপত্তি। সে দুটি বিষয় হচ্ছে কর্ম এবং সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিকর্তার জয় হয়, না কর্মের জয় হয় তা আমাদের আলোচনার অবকাশ রয়েছে। কর্মই কি মানুষের নিয়তি বা ভাগ্য ও মুক্তি নির্ধারণ করে, না সৃষ্টিকর্তাই কি মানুষের ভাগ্য ও মুক্তি নির্ধারণ করে? এ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে আমাদের অবশ্যই কর্মের আশ্রয় নিতে হবে। কারণ সৃষ্টিকর্তাও কর্ম হতে মুক্ত নয়। সৃষ্টিকর্তা (মিথ্যা ধারণা) পৃথিবী, স্বর্গ, নরক, ব্রহ্মলোক নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সে প্রতিনিয়ত কর্ম করছে অর্থাৎ সে কর্মের অধীন, কর্ম হতে স্বাধীন নয়। তাকে পাপীকে শাস্তি দিতে হয়, পুণ্যবানকে পুরষ্কার দিতে হয়। পুন্যবানের পুরষ্কার সুখ আর পাপীর শাস্তি দুঃখ বা কষ্ট। তা সৃষ্টিকর্তা হতেই বর্ষিত হয়। আর বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে সৃষ্টিকর্তা পরম দয়ালু। যে দয়ালু সে শুধু ক্ষমা করতে জানে। সে কখনও অপরকে কষ্ট বা দুঃখ দিতে জানে না। যে নিজে সুখে থেকে অপরকে কষ্ট ও মরণ শাস্তি দেয় সে পরম করুণাময় দয়াময়, প্রজ্ঞাময় নয়। সৃষ্টিকর্তা পাপীকে কষ্ট বা দুঃখ দেয় বা নরকে নিক্ষেপ করে বলে সেও কর্ম করে এবং পাপ করে। অতএব, তাকেও পাপের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে বা হবে। কর্মকার লোহায় তাপ দেয় এবং সে তাপ তার নিজের গায়েও লাগে। শাস্ত্রে এমনও লেখা আছে মানুষ যখন পাপ করে তখন সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে দেয়, ভূমিকম্প ঘটায়, তুফান ঘটায়, ফসলের ক্ষতি করে। এতে তার মধ্যে অবস্থিত দ্বেষ বা ক্রোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রোধ হচ্ছে মনের খুবই খারাপ জিনিস যা নরকে নিয়ে যায়। ক্রোধ হতে অকুশল কর্মের উৎপত্তি হয়। অতএব, মোহ, ক্রোধ ইত্যাদি কর্মের কারণে সৃষ্টিকর্তাও নরকে পতন হতে মুক্ত নয়। দেখা গেছে বৃটেনে লক্ষ লক্ষ গরু মেড কাউ রোগে মারা গেছে। আবার কোরিয়াতে লক্ষ লক্ষ মোরগ মুরগী বার্ড ফ্লু রোগে মারা গেছে। এরা কোন্ পাপ করেছে যে সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে মরণ শাস্তি দিল। পশু-পক্ষী কোন্ পাপ করল যে তাদের সৃষ্টি করা হল অন্যের হাতে গলা কাটা যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য ও অন্যের পেটে যাওয়ার জন্য। পশু-পক্ষীর যে দুঃখ-কষ্ট তা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা বলে দিতে পারি সৃষ্টিকর্তা এদের সৃষ্টি করে ভূল করেছে এবং

www.kalpataruboi.org

পাপ করেছে। কারণ তারা প্রতিনিয়ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। সহস্র কোটি প্রাণির শত কোটি দুঃখের জন্য সৃষ্টিকর্তা দায়ী এবং এ পাপের জন্য সে অবশ্যই নরকে পতিত হয়েছে বা হবে। কারণ সে প্রাণিদের সৃষ্টি না করলে তারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করত না।

পৃথিবীতে দেখা যায় কেউ চির সুখী, কেউ চির দুঃখী। কেউ ক্ষণিকের সুখী, কেউ ক্ষণিকের দুঃখী। কেউ চির অন্ধ, কেউ চির খোঁড়া। কেউ হাত পা বিহীন মানব। কেউ মেধাবী। কেউ নির্বোধ। কেউ সুশ্রী। কেউ বিশ্রী। কেউ ধনী। কেউ দরিদ্র। কেউ চির রোগী। কেউ চির স্বাস্থ্যবান। কা'র মুখ দর্শনে অন্যজন উৎফুল্ল হয়। আবার কা'র মুখ দর্শনে অপরজন মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ সকল তারতম্য হতে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি? যদি এরূপ বলা হয় সৃষ্টিকর্তা মানুষের মাঝে তারতম্য বুঝার জন্য ও তার কাছে আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য এভাবে তাদের সৃষ্টি করেছে তাহলে আমি বলব সে একজন বড় ভেদবাদী। কষ্ট দেয়াই তার বেশীরভাগ কাজ। আর প্রাণিগণ কষ্ট পেলে সে সিনেমার ভিলেনের মত খিল খিল করে হাসে। পৃথিবীতে বেশীজন কষ্ট পাচ্ছে। খুব অল্পজন সুখী। তাও বলতে পারছিনা। সৃষ্টিকর্তা পরম দয়ালু হলে সে কখনও বৈষম্যতা সৃষ্টি করতে পারে না। সে কাউকে সুখী, কাউকে দুঃখী, কাউকে সুশ্রী, কাউকে বিশ্রী, কাউকে অন্ধ, কাউকে খোঁড়া এভাবে তৈরী করে থাকলে আমি বলব সৃষ্টিকর্তা একজন ঘুষ খোর। সৃষ্টির সময় যে সৃষ্টিকর্তাকে ঘুষ দিয়েছে সে তাকে সুন্দর, সুখী, ধনী ইত্যাদি করে বানিয়েছে। আর যারা সৃষ্টিকর্তাকে ঘুষ দেয়নি তাদেরকে কুশ্রী, দীনহীন, খঞ্জ, বোবা, নির্বোধ ইত্যাদি করে তৈরী করেছে।

সৃষ্টিকর্তা কি পুরুষ্কার শাস্তি দেয়, না কর্মই কি পুরষ্কার শাস্তি দেয়? তা এখন দেখা যাক। সৃষ্টিকর্তার কোন ক্ষমতা নেই কা'র বিচার করার। সৃষ্টিকর্তা বিচার করে কারও কর্মের উপর। যদি কারও কুশল কর্ম (পুণ্যময় কর্ম) থাকে সৃষ্টিকর্তা তাকে সুখ দান করে ও স্বর্গবাসী করে। আর যদি কারও অকুশলকর্ম (পাপ কর্ম) থাকে সৃষ্টিকর্তা তাকে দুঃখ দেয় ও নরকবাসী করে। এ হতে বুঝা গেল সৃষ্টিকর্তা কর্মের উপর বিচার করে। এখানে বলে দিতে পারি কর্মই সৃষ্টিকর্তা। আর যার কোন কর্ম নেই অর্থাৎ কুশল ও অকুশল কর্ম নেই তাঁর বিচার করার জন্য সৃষ্টিকর্তা কখনও ধৃষ্টতা বা স্পর্ধা দেখাবে না। কারণ কর্ম বিহীন মানুষ

www.kalpataruboi.org



সৃষ্টিকর্তা হতেও মহান। এরূপ মানুষ (কর্ম বিহীন) দেখে সৃষ্টিকর্তাও লজ্জিত ও সংকুচিত হয় এবং তার কাছে মাথা নত করে। পৃথিবীতে এমন মানুষ আছে যারা কুশল কর্মও করেনা, অকুশল কর্মও করে না। তাঁরা নিজেদের একান্ত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম এবং আত্ম নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিজেদেরকে কর্ম মুক্ত করেছেন। তাঁরা মুক্ত পুরুষ, পবিত্র পুরুষ ও বিশুদ্ধ পুরুষ। এরূপ পুরুষকে সৃষ্টিকর্তাও ভয় পায়। কারণ সৃষ্টিকর্তা এখনও কর্ম হতে মুক্ত হতে পারেনি। সবার উপর কর্ম সত্য তার উপর নেই। সৃষ্টিকর্তা একটি করাও মুর্খ চিন্তা।

কর্ম ব্যস্ত মানুষ অকুশল কর্ম করে নতুবা কুশল কর্ম করে। ফলে তাদের জীবন কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কুশল কর্ম ইহজীবনে ও পর জীবনে সুখ প্রদান করে। আর অকুশল কর্ম ইহজীবনেও পর জীবনে দুঃখ বা কষ্ট প্রদান করে। আমরা কর্মের শ্রেণী বিভাগ আলোচনায় দেখেছি কর্মই জীবের সুখ-দুঃখ নির্ধারণ করে। যার জীবনে যত বেশী কুশল কর্ম সঞ্চিত আছে সে বেশী সুখী হতে সক্ষম। অনেকে ইহজীবনে অনেক কুশল কর্ম সম্পাদন করেও অসুখী হয়। কারণ তার অতীত জীবনের অকুশল কর্ম তার সুখে বাধা প্রদান করে দুঃখ উৎপাদন করে। এ জন্য আমাদের কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন। ইহজীবনে অকুশল কর্ম সঞ্চিত হলে দুঃখ কষ্টে জীবন ভরে উঠে। আবার অনেকে অকুশল কর্ম করার পরও সুখী। কারণ তার অতীত জন্মের কুশল কর্ম উপস্থিত হয়ে বর্তমানের অকুশলকে বাধা দিয়ে সুখ প্রদান করছে। দেখা যাচ্ছে আমাদের জীবন কর্ম দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। কোন অদৃশ্য শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। কর্মই বন্ধু। কর্মই শত্রু কুশল কর্ম বন্ধু। আর অকুশল কর্ম শত্রু। অতএব, সুখে জীবন যাপন করার জন্য আমাদের কুশল কর্ম করা উচিত। আর মুক্তি পাওয়ার জন্য নিরোধ বা নির্বাণ করা উচিত। নিরোধ বা নির্বাণ কর্ম হচ্ছে যা কুশল অকুশল উৎপন্ন করে না। বরঞ্চ অকুশল ও কুশল কর্ম সমূলে ধ্বংস করে সত্ত্বগণকে কর্মমুক্ত করে তথা সত্ত্বগণকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে।

## প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি

কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ বলে স্বর্গ লাভ করলে জন্ম শেষ বা মুক্তি আসে। আবার একটি ধর্ম বলে ব্রহ্ম বিলিন হলে জন্ম শেষ হয়। আসলে এ দুটি বিষয় আমাদের আলোচনা করা উচিত। কুশল কর্ম করে স্বর্গে উৎপন্ন হয় এবং

www.kalpataruboi.org



সেখানেও তারা খাবার গ্রহণ, নারী-পুরুষের বসবাস, ইচ্ছা-কামনা দ্বারা কর্ম করে থাকে। অতএব, স্বর্গে স্বর্গবাসীরা কর্ম মুক্ত নয়। ব্রহ্মবাসিরা কর্ম করে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। তারা অতীত কর্ম ধ্বংস না করে শুধুমাত্র ধ্যান প্রভাবে সেখানে উৎপন্ন হয়। অতএব বুঝা গেল স্বর্গবাসী ও ব্রহ্মবাসীদের কর্ম রয়ে গেছে। তারা কর্ম হতে বিমুক্ত হতে পারিনি। আর যে লোকে (জগতে) দেহ ও মন থাকে সেখানে সত্ত্বগণ কর্তৃক কর্ম সম্পাদিত হয়। কর্মমুক্ত সত্ত্বগণ কোন লোকে উৎপন্ন হয় না। তারা আগুন নিভে যাওয়ার মত নিভে যায়।

কর্মের কারণ কি? অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাই আমাদের মাঝে কর্মের জন্ম দেয়। কুশল-অকুশল সকল প্রকার কর্মের মূল হচ্ছে অবিদ্যা। অনেকের মনে সন্দেহ জাগে সত্যিই কি মরণের পরে অন্য লোকে আমাদের জন্ম হয়। মনুষ্য লোক ছাড়া অন্য লোক আছে কি? আমার জীবন প্রবাহকালে অর্থাৎ জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত এ সময়টুকুতে আমার অবিদ্যা কি ধ্বংস হয়ে গেছে? যদি অবিদ্যা ধ্বংস না হয় তাহলে অবশ্যই পরবর্তী জন্ম অন্য লোকে হবে। কিভাবে আমাদের জন্ম চক্র বিবর্তন হয়? আমাদের জন্ম চক্র বিবর্তন হয় এভাবে (১) অবিদ্যা হতে সংস্কার (২) সংস্কার হতে বিজ্ঞান (৩) বিজ্ঞান হতে নামরূপ (৪) নামরূপ হতে ষড়ায়তন (৫) ষড়ায়তন হতে স্পর্শ (৬) বেদনা হতে তৃষ্ণা (৭) তৃষ্ণা হতে উপাদান (৮) উপাদান হতে ভব (৯) ভব হতে জন্ম (১০) জন্ম হতে জরা-মরণ (১২) জ্বরা-মরণ দিয়ে বর্তমান জন্মের বিচ্যুতি এবং আবার অন্য নতুন জন্ম লাভ।

**১। অবিদ্যা ঃ** অবিদ্যা অর্থ অজ্ঞান বা মোহ। মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা বুঝা অবিদ্যা। ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল বুঝা অবিদ্যা। দুঃখ কি না বুঝা অবিদ্যা। দুঃখ সমুদয় কি না বুঝা অবিদ্যা। দুঃখ নিরোধ কি না বুঝা অবিদ্যা। দুঃখ নিরোধের উপায় কি না বুঝা অবিদ্যা। সম্যক দৃষ্টি কি না বুঝা অবিদ্যা। সম্যক সংকল্প কি না বুঝা অবিদ্যা। সম্যক কর্ম না বুঝা অবিদ্যা। সম্যক আজীব বা জীবিকা না বুঝা অবিদ্যা। সম্যক ব্যায়াম না বুঝা অবিদ্যা। সম্যক বাক্য না বুঝা অবিদ্যা। সম্যক স্মৃতি না বুঝা অবিদ্যা। সম্যক সমাধি না বুঝা অবিদ্যা। নির্বাণই মুক্তি তা না বুঝা অবিদ্যা। জন্মান্তর না বুঝাও অবিদ্যা। কর্ম-কর্মফল না বুঝা অবিদ্যা। মুক্তির আশায় নিজ কর্ম নিজে ধ্বংস না করে সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভর করে থাকাও অবিদ্যা। আমি সবার চেয়ে বড় চিন্তা করাও অবিদ্যা। নিজেকে অপরের সমান মনে করাও অবিদ্যা।

www.kalpataruboi.org



নিজেকে অপরের চেয়ে ছোট মনে করাও অবিদ্যা। আমি আমার চিন্তা করাও অবিদ্যা। আমার শরীর ও রূপ-লাবণ্যতা চিন্তা করা অবিদ্যা। নশ্বরতা বা অনিত্যতা না বুঝা অবিদ্যা। অনাত্মা না বুঝাও অবিদ্যা। নাম-রূপ না বুঝাও অবিদ্যা। অবিদ্যা আদি নয়। অবিদ্যা কোন সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় সকল প্রাণির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে তাও নয়। যদি সৃষ্টিকর্তা সকল প্রাণির মধ্যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান ঢুকিয়ে দেয় তবে আমি বলব সৃষ্টিকর্তার মাঝেও অবিদ্যা আছে। কারণ যার ভেতর যা থাকে অপরকেও তা দেয়। স্পষ্টভাবে সৃষ্টিকর্তার মধ্যে অবিদ্যা আছে তা প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়- সৃষ্টিকর্তা বলে "আমিই এ জগত সৃষ্টি করেছি। এ আসমান জমিন আমার। আমার রং সবার চেয়ে সুন্দর ইত্যাদি। আমিই তোমাদের আহার-আবাস-সুখ-দুঃখ দাতা। আমিই তোমাদের স্বর্গ-নরক প্রদান করি ইত্যাদি।" এ সব কথাবার্তা হতে বুঝা যায় যে সৃষ্টিকর্তা আমি-আমার নিয়ে ব্যস্ত। অতএব, তার মাঝে কত গভীর অবিদ্যা আছে তা সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। সৃষ্টিকর্তা মুর্খের চিন্তা। অবিদ্যা হচ্ছে শুকুরের বিষ্টায় গড়াগড়ি দেয়ার ন্যায়। বিষ্টা (গু) সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান থাকায় মানুষ বুঝে বিষ্টা খারাপ জিনিস। আর শুকুরের জ্ঞান না থাকায় তার জন্য বিষ্টা খুব ভাল জিনিস। তাই সে বিষ্টাকে আকরে থাকে। অবিদ্যা হচ্ছে অন্ধজনের সূর্যের আলো দেখতে না পাওয়া। সূর্যের আলো বর্তমান আছে অথচ অন্ধজন তা দেখতে পায় না। তদ্রূপ অন্ধজনের মত অবিদ্যাগ্রস্থ মানব কোনবিষয়ের যথার্থতা যাচাই করতে ব্যর্থ। অবিদ্যার আদি-অন্ত নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু অবিদ্যা সকল প্রাণির মাঝে বর্তমান। অতএব, অবিদ্যা হচ্ছে অন্য একটি ফল উৎপাদনের হেতু। অবিদ্যা হেতু বা কারণ হওয়ায় ফল হিসেবে সংস্কার উৎপাদন করে। যেমন একটি সীমের বীচিতে অঙ্কুরোদগম হওয়ার শর্ত থাকলে সেটি মাটি, আলো, বাতাসের আশ্রয়ে ফল স্বরূপ গাছ বা লতা উৎপন্ন করে। এখানে সীমের বীচির অঙ্কুরোদগমের শর্ত হচ্ছে হেতু এবং গাছ বা লতা হচ্ছে ফল। তদ্রূপ অবিদ্যা হতে সংস্কারের উৎপত্তি হয়।

২। **সংস্কার ঃ** অবিদ্যার কারণে মানুষ সংস্কারাবদ্ধ হয়। আর মানুষ সংস্কারের কারণে কর্ম ব্যস্ত হয়। মানুষ কুশল বা অকুশল দিয়ে কর্ম শুরু করে। আর মানুষ কর্ম করতে গিয়ে নিজেকে গুটি পোকার ন্যায় এক জায়গায় আবদ্ধ করে রাখে। যেমন একজন কসাই সর্বদা অকুশল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। সে এ জঘন্য কাজ হতে মুক্ত হতে পারছে না কারণ সে অনেক দিন ধরে এ কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে। অকুশল সংস্কার অকুশল কর্ম সৃষ্টি করে এবং কুশল

www.kalpataruboi.org



সংস্কার কুশল কর্ম সৃষ্টি করে। অকুশল সংস্কার কর্ম দুঃখ উৎপাদন করে। আর কুশল সংস্কার কর্ম সুখ উৎপাদন করে। সংস্কার একটি হেতু বা কারণ। তাই সংস্কার ফল উৎপাদনে সক্ষম। সংস্কার ফল হিসেবে বিজ্ঞান উৎপাদন করে।

৩। **বিজ্ঞান ঃ** বিজ্ঞান হচ্ছে চিত্ত। চিত্ত বা বিজ্ঞান সর্বদা রূপ, শব্দ, ঘ্রাণ, রস, অনুভূতি ইত্যাদির প্রতি সর্বদা ধাবমান। চিত্ত নতুন নতুন রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি খোঁজ করে। চিত্ত একটি রূপ বা রস বা গন্ধে সন্তুষ্ট নয়। তাই চিত্ত নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টি করে। চিত্ত চেতনা রূপে চিত্ত প্রবাহে পুঁথিত থাকে। আর কোন বিষয় চিত্ত চেতনায় থাকলে তা কর্মে পরিণত হবেই। তাই মানুষ চেতনায় যা আনে তা করে ছাড়ে। চেতনাকেই কর্ম বলা হয়। অর্থাৎ চেতনাই আমাদের কর্ম (কুশল বা অকুশল) সম্পাদন করায়। বানর যেমন গাছে এ ডাল হতে অন্য ডালে লাফ দিয়ে যায় অন্য ফলের খোঁজে তেমনি আমাদের চিত্ত বা বিজ্ঞানও সর্বদা একটি অবলম্বন ছেড়ে অন্য অবলম্বন ধরে এবং আমাদের নিত্য অস্থির ব্যস্ত করে রাখে। ঘুমের মধ্যেও আমাদের বিজ্ঞান বা চিত্ত স্থির বা অচঞ্চল থাকে না। ঘুমেও চিত্ত কাজ করে। তার ফল স্বরূপ আমরা স্বপ্ন দেখি। বিজ্ঞান যেহেতু আমাদের মাঝে বর্তমান সেহেতু এটি হেতু। অতএব বিজ্ঞান অন্য একটি ফল প্রদান করবেই। বিজ্ঞান নামরূপ ফল উৎপাদন করে।

৪। **নাম-রূপ ঃ** নৌকা আর মাঝির মত হচ্ছে নামরূপ। মাঝি নৌকা চালায়। আর মাঝির আশ্রয় নৌকাতে। নৌকা ও মাঝির পরস্পরের সহযোগিতায় মানুষ এপাড় হতে ওপাড়ে যায়। অর্থাৎ মাঝি ঠেলা দিলে বা বৈঠা টানলে নৌকা চলে এবং মাঝি না থাকলে নৌকা চলবে না, আবার নৌকা না থাকলে মাঝি বৈঠা টানবে কিভাবে? তদ্রূপ মাঝি রূপ আমাদের মন বা চিত্ত নৌকা রূপ দেহকে চালায়। দেহ ও মনের সমন্বয়ে আমাদের বর্তমান অবস্থান। মনের অনুপস্থিতে দেহের অনুপস্থিতি এবং দেহের অনুপস্থিতিতে মনের অনুপস্থিতি। যেহেতু নাম-রূপ বর্তমান সেহেতু এটি একটি হেতু। অতএব, এটি অপর ফল প্রদান করবে। নাম-রূপ ষড়ায়তন ফল প্রদান করে।

৫। **ষড়ায়তন ঃ** আমাদের দেহ ও মন বর্তমান। আমাদের এ বর্তমান অস্তিত্ব ছয়টি আয়তন দ্বারা গঠিত। সে আয়তনগুলো হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,

www.kalpataruboi.org

ত্বক, জিহ্বা ও মন। এ ছয়টি আয়তনগুলো এক একটি মহাসমুদ্র। এ গুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের মাঝে লোভ-দ্বেষ-মোহ-কাম-মান ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। আয়তনগুলো রূপ, শব্দ, গন্ধ, অনুভূতি, রস ও ভাবের সংস্পর্শে এসে সক্রিয় হয় এবং সেগুলো আমাদের চিত্ত প্রবাহে বা চিত্ত গভীরে পুঞ্জীভূত হয়। চক্ষুর তৃষ্ণা অনন্ত। কর্ণের তৃষ্ণা অনন্ত। নাসিকার তৃষ্ণা অনন্ত। ত্বকের তৃষ্ণা অনন্ত। জিহ্বার তৃষ্ণা অনন্ত। মন বা চিত্তের তৃষ্ণা অনন্ত। চক্ষু দিয়ে রূপ বা বস্তুর সৌন্দর্য দেখা বা উপলব্ধির জন্য মানুষ উন্মত্ত। চক্ষু মনোহর বস্তুর সংস্পর্শে এসে মন উৎফুল্ল হয় এবং অপছন্দনীয় বস্তুর সংস্পর্শে এসে মন উত্তেজিত বা বিরক্ত হয়। আমরা চক্ষু বা চক্ষু আয়তন দিয়ে বস্তুর রূপ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করাই এবং মনকে তা দিয়ে ভরাট বা পূর্ণ করি। কোন এক সময়ে আবার সেই দেখা বস্তু দেখার ইচ্ছা জাগে। কর্ণ দিয়ে শব্দ গৃহীত হয়। শ্রুতিমধুর শব্দে মন-আন্দোলিত ও প্রফুল্ল বা আনন্দিত হয়। শ্রুতিকটু শব্দে মন বিরক্ত হয়। এভাবে চিত্ত ভরাট বা পূর্ণ হয়। কোন এক নিভৃত সময়ে সে শ্রুতিমধুর শব্দ শোনার জন্য মন আবার ব্যাকুল হয়ে উঠে এবং শোনা শ্রুতিকটু শব্দ মনের মধ্যে উপস্থিত হয়ে মন বিরক্তে ভরে উঠে। নাসিকার কাজ হচ্ছে ঘ্রাণ বা গন্ধ লাভ করা। প্রীতিকর গন্ধের প্রতি আমাদের অনুরাগ জন্মে। আর অপ্রীতিকর গন্ধের প্রতি আমাদের বিরাগ বা বিরক্তি জন্মে। পুরুষ নারীর গন্ধ লাভে এবং নারী পুরুষের গন্ধ লাভে মোহিত বা আকৃষ্ট হয় ও মনে বা চিত্তে কামছন্দ উৎপন্ন হয়। নাসিকার মাধ্যমে মনে গন্ধের অনুভূতি পুঞ্জীভূত হয়। কোন এক সময়ে সে চেনা গন্ধ লাভে বা লাভের জন্য মন উদ্দীপ্ত হয় এবং বিশ্রী গন্ধের প্রতি মন বিরক্ত হয়ে উঠে। ত্বক অনুভূতি লাভে ব্যস্ত। আরামদায়ক অনুভূতি লাভে মন উৎফুল্ল এবং অসহ্য অনুভূতি লাভে মন কষ্ট অনুভব করে। প্রাপ্ত অনুভূতি আমাদের মনের মাঝে সঞ্চিত হয় এবং প্রাপ্ত আরামদায়ক অনুভূতি লাভের জন্য মন কোন এক সময়ে আবারও ব্যাকুল হয়ে উঠে। জিহ্বা আর একটি মহাসমুদ্র। এ জিহ্বা শুধু অনন্ত রস বা স্বাদ গ্রহণে ব্যাপৃত। মানুষের জিহ্বা কত ছোট! কিন্তু তার রয়েছে অফুরন্ত স্বাদ গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা। জিভে স্বাদ লাগানোর জন্য আমরা আমাদের চলমান জীবনে কয়টি গরু, কয়টি ছাগল, কয়টি মোরগ-মুরগী ইত্যাদি খেয়েছি তার সংখ্যা অসীম। জিভ দিয়ে যে স্বাদ আমরা একবার গ্রহণ করেছি এবং ভাল লেগেছে সে স্বাদ গ্রহণের জন্য মন

www.kalpataruboi.org



আবারও আনচান করে। এভাবে আমরা জিভ আয়তন দিয়েও রসে ভরি আমাদের মনকে। মন বা চিত্ত ধর্ম বা ভাব অনুভব করে। ধর্ম অর্থ মনের স্বভাব। মন প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-স্নেহ-মায়া-মমতা-দ্বেষ-বিদ্বেষ-কাম-মান ইত্যাদি বিষয়গুলো ধারণ করে। এসব বিষয়গুলো আমাদের মনের মধ্যে বাসা বেধে আছে এবং মন সেগুলো পাওয়ার জন্য আমাদেরকে অস্থির করে তুলে। ষড়ায়তন দিয়ে আমাদের মধ্যে উপভোগ্য ও অউপভোগ্য বিষয়াদি পূর্ণ হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছে। যার ফলে আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে লোভ-দ্বেষ-মোহ-কাম-মান এগুলো কমে না বরঞ্চ বেড়েই চলে। যেহেতু আমাদের বর্তমান অস্তিত্বে ষড়ায়তন বিদ্যমান সেহেতু এটি অন্য একটি ফল উৎপাদন করবে। আর এ ফলটি হচ্ছে স্পর্শ।

৬। **স্পর্শ ঃ** আমরা সাধারণত স্পর্শ বলতে বুঝি হাত, পা, মাথা বা শরীরের অন্য কোন অংশ দিয়ে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ছোঁয়া। এ স্পর্শ বা ছোঁয়া দিয়ে আমরা অনুভূতি লাভ করি যার পরিণামে সে গ্রাহ্য বস্তু বা শক্তিকে পাওয়ার জন্য মন কাতর হয়। আমরা শরীরের অঙ্গ দিয়ে স্পর্শ ছাড়াও বিজ্ঞান বা চিত্ত দিয়ে অপর ব্যক্তি বা বস্তুকে মনে উপস্থিত করাই বা বিজ্ঞান বা চিত্ত গতির ফলে প্রিয় বা সাক্ষাত লাভ করা ব্যক্তি বা বস্তু আমাদের মনে উপস্থিত হয়। তাহলে আমরা চেতনা বা মনসিকার দিয়ে বস্তু বা ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাদের আমাদের মনস্পটে উপস্থিত করি অথবা তারা আমাদের মনস্পটে নিজের অজান্তে আবির্ভাব হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা ও মন এর মাধ্যমে বস্তু বা ব্যক্তির সাথে স্পর্শ বা ছোঁয়া লাগে। ফলে সে ব্যক্তি বা বস্তু লাভের জন্য মন আন্দোলিত হয় এবং মন সে ব্যক্তি বা বস্তুকে গ্রহণ করতে বাধ্য করায়। যেমন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সমুচার (একটি খাবার) কথা মনে আসল বা চোখে দেখা গেল। অর্থাৎ সমুচার সাথে চক্ষু বা মনের সাথে স্পর্শ হয়েছে। ফলে সমুচা খাওয়ার বা সমুচার রস আস্বাদান করার জন্য মন আন্দোলিত হল। যেখানে সমুচা খাওয়ার কথাই ছিল না কিন্তু সমুচার সাথে চক্ষু ও মনের স্পর্শে তা খাওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হল। ষড় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তু বা ব্যক্তির স্পর্শে বেদনা উৎপত্তি হয়। বেদনা হচ্ছে স্পর্শের ফল।

৭। **বেদনা ঃ** বেদনা হচ্ছে অনুভূতি। বেদনা সুখ-দুঃখ-উপেক্ষা অনুভূতি

www.kalpataruboi.org



জাগায়। সুখ-দুঃখ বুঝতে না পারা হচ্ছে উপেক্ষা। বেদনা কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা জাগায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি সুখ-দুঃখ-উপেক্ষা অনুভূতি বা বেদনা উৎপন্ন হয়। বেদনা সুখের আশা জাগায় বা সুখ লাভে ব্যস্ত করে। বেদনা দুঃখে ব্যথিত করে তোলে এবং জীবন অসহনীয় করে তোলে। বেদনা আমাদের অস্তিত্বে বিদ্যমান। অতএব এটি একটি হেতু। তাই বেদনা আবার একটি ফল উৎপাদন করবে। আর ফলটি হচ্ছে তৃষ্ণা।

৮। **তৃষ্ণা ঃ** তৃষ্ণা আমাদের কোন বিষয়ের প্রতি পুন পুন আবদ্ধ করে বা কোন বিষয়ে তৃষ্ণা আমাদের ঘন ঘন করায়। যেমন লবণাক্ত তরকারি খেলে ঘন ঘন পানি পান করতে হয় তেমনি তৃষ্ণা আমাদের পুন পুন কাজ সম্পাদন করায়। তৃষ্ণা আমাদের দেশ-দেশান্তরে ঘুরায়, চার অপায়, স্বর্গ, ব্রহ্মলোকে ঘুরায় অর্থাৎ ভব-ভবান্তরে ঘুরায়। তৃষ্ণা বা আসক্তি একে অপরকে মোহিত করে রাখে। ভাষার প্রতি তৃষ্ণা, দেশের প্রতি তৃষ্ণা, জাতির প্রতি তৃষ্ণা, সৃষ্টিকর্তার প্রতি তৃষ্ণা, স্বর্গের প্রতি তৃষ্ণা, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতি তৃষ্ণা হতে অপরাধের জন্ম হয়। নিজের তৃষ্ণার কারণে অপরজন বা অপর কোন প্রাণি কষ্ট ভোগ করে। পাওয়ার তৃষ্ণা, ধ্বংসের তৃষ্ণা ও অন্যান্য তৃষ্ণা যখন মনে জাগ্রত হয় তখন মানুষ বা অন্য প্রাণি উন্মাদ হয়ে যায় এবং দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়। তৃষ্ণা প্রধানতঃ তিন প্রকার। কামতৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা। কাম তৃষ্ণা কামের উৎপত্তি ঘটায় অর্থাৎ কাম তৃষ্ণা চক্ষু দিয়ে কোন কিছু দেখার ইচ্ছা জাগায়, নাসিকা দিয়ে কোন কিছুর গন্ধ নেয়ার ইচ্ছা জাগায়, জিহ্বা দিয়ে কোন কিছুর স্বাদ বা রস গ্রহণ করার ইচ্ছা জাগায়, ত্বক আরাম বোধের ইচ্ছা জাগায়, মন বা চিত্ত প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-স্নেহ-মায়া-মমতার ইচ্ছা জাগায়। ভব তৃষ্ণা স্বর্গ, ব্রহ্মলোকের প্রতি ইচ্ছা জাগায়। বিভব তৃষ্ণা প্রমত্ততার জন্ম দেয়ায়। এভাবে তৃষ্ণা আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারে। ষড় ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে মনে তৃষ্ণা উৎপন্ন হলে তখন তৃষ্ণা উপাদান খোঁজে। অর্থাৎ তৃষ্ণা হচ্ছে হেতু এবং তৃষ্ণার ফল হচ্ছে উপাদান।

৯। **উপাদান ঃ** তৃষ্ণা উৎপন্ন হলে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণি উপাদান খোঁজে। যেমন সাপের যখন ক্ষুধা লাগে তখন সে ব্যাঙ খোঁজে। এখানে ক্ষুধা হচ্ছে তৃষ্ণা এবং ব্যাঙ হচ্ছে ক্ষুধা নিবারণের উপাদান। যখন তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না তখন মন উপাদান খোঁজে না। যখন তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় তখন

www.kalpataruboi.org



মন উপাদান খোঁজে। মানুষ আনন্দের পরিতৃপ্তি লাভ করার জন্য ভ্রমণ, খেলা-ধূলা, ফিশিং, মদ্যপান, নেশাদ্রব্য সেবন ইত্যাদি করে থাকে। এখানে আনন্দের উপাদান হচ্ছে ভ্রমণ, খেলাধূলা ইত্যাদি। উপাদানের কারণে ভবের উৎপত্তি হয়।

**১০। ভব ঃ** ভব কুশল বা অকুশল কর্ম সম্পাদন করায়। কুশল-অকুশল কর্ম চিত্ত প্রবাহে পুঞ্জীভূত হয় এবং জীবের সুখ-দুঃখ নির্ধারিত হয়। কুশল বা অকুশল কর্ম সত্ত্বগণকে অপর জন্মে নিয়ে যায়। অর্থাৎ ভব হতে জাতি বা জন্ম হয়।

**১১। জাতি ঃ** কর্মই জন্ম বা জাতি দেয়। কুশল কর্ম সুগতি লোকে এবং অকুশল কর্ম দুর্গতি লোকে জন্ম দেয়। জাতি বা জন্ম হয় কর্মের কারণে। কর্ম উৎপাদন হয় অবিদ্যার কারণে। আর অবিদ্যা উৎপাদন করে সংস্কার। সংস্কার উৎপাদন করে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান উৎপাদন করে নাম-রূপ, নাম-রূপ উৎপাদন করে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন উৎপাদন করে স্পর্শ। স্পর্শ উৎপাদন করে বেদনা। বেদনা উৎপাদন করে তৃষ্ণা। তৃষ্ণা উৎপাদন করে উপাদান। উপাদান উৎপন্ন করে জাতি বা জন্ম। অতএব, আমাদের বর্তমানের অবদ্যি-সংস্কার-বিজ্ঞান-নাম-রূপ-ষড়ায়তন-স্পর্শ-বেদনা-তৃষ্ণা-উপাদান ভবিষ্যৎ জন্ম প্রদান করবে। অবিদ্যা নিঃশেষ হলে সংস্কার উৎপন্ন হবে না। সংস্কার নিঃশেষ হলে বিজ্ঞান উৎপন্ন হবে না। বিজ্ঞান নিরোধ হলে নাম-রূপ উৎপন্ন হবে না। নাম-রূপ ধ্বংস হলে ষড়ায়তন উৎপন্ন হবে না। স্পর্শ নিরোধ হলে বেদনা উৎপন্ন হবে

---

*পাদটিকা ঃ উপাদান চার প্রকার। যথা-কাম উপাদান, দৃষ্টি উপাদান, আত্ম উপাদান এবং শীলব্রত উপাদান। কাম উপাদান হচ্ছে যে সকল জিনিস বা মানসিক অনুভূতি মনে বা চিত্তে কামের সৃষ্টি করে। যেমন বিভিন্ন প্রকার রূপ (বা ছবি), শব্দ, গন্ধ, রস, ভাবের মাধ্যমে আমাদের চিত্তে কামভাব উৎপন্ন হয়। দৃষ্টি উপাদান হচ্ছে কর্মের ফল নেই। কর্ম করার সাথে সাথে তা শেষ হয়ে যায়। এরূপ মিথ্যা চিন্তাই দৃষ্টি উপাদান। আত্মা অজর, অমর, অভিনশ্বর এরূপ ভ্রান্ত চিন্তাই হচ্ছে আত্ম উপাদান। বৌদ্ধ ধর্ম মতে আত্মা মরে। আর আত্মাকে ধ্বংস করতে পারলেই জন্ম বা ভব চক্র শেষ হয়। নির্বাণ লাভ হয়। শীলব্রত উপাদান হচ্ছে ঈশ্বর, খোদা, ভগবান চিন্তা করা। সে আমাদের পাপ বা কর্ম মুচে বা মাপ করে দেবে এবং আমাদের মুক্তি দেবে। মানত-চুন্নত, সূর্য-পূজা, বাঁশ পূজা, নদী পূজা, দেব-দেবী পূজা, পাথর পূজা, গরু-ছাগল-মহিষ-দুব্বা হত্যা বা বলি করে সৃষ্টিকর্তার সেবা করে নিজের উপকার সাধন করার এরূপ বেকুবের চিন্তা হচ্ছে শীলব্রত উপাদান।*

www.kalpataruboi.org



না। বেদনা নির্বাপিত হলে তৃষ্ণা উৎপন্ন হবে না। তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটিত হলে চিত্ত উপাদান খোঁজে না। অতএব, ভব-জাতি-জ্বরা-মরণ নিঃশেষ হয় এবং সত্ত্বগণ সম্পূর্ণরূপে ভবচক্র বা জন্মচক্র হতে মুক্ত হয় ও পরিশেষে নির্বাপিত হয়। দুঃখ শেষ হয়।

**১২। জ্বরা-মরণ দিয়ে বর্তমানের জন্মের বিচ্যুতি এবং নতুন জন্ম ধারণ ঃ** আমরা সত্ত্বগণ অরহত না হওয়া পর্যন্ত সাপের মত খোলস বদলাতে থাকি। পুরাতন দেহ ত্যাগ করি এবং নতুন দেহ ধারণ করি এভাবে চলে জন্ম-জন্মান্তর দুঃখ। জন্ম দিয়েই শুরু হয় মরণ দুঃখ, সহজ বস্তু অলাভ জনিত দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ ইত্যাদি। এভাবে আমরা কষ্ট পেতে থাকি।

**কর্মের প্রতিষ্ঠা**

কোন কোন ধর্ম বলে কর্মে যা আছে তা ঘটবেই। আবার কোন কোন ধর্ম বলে সৃষ্টিকর্তা যা করে তা হবেই। যদি এরূপ হয় তাহলে ধর্ম আচরণের কোন প্রয়োজন হয় না। অনেকে রাত-দিন বা বিশেষ রাতে সৃষ্টিকর্তার কাছে কান্নাকাটি করে পাপ মুক্ত বা মাপ করে দেয়ার জন্য। যেখানে সৃষ্টিকর্তাও পাপ বা কর্ম মুক্ত নয় সেখানে কিভাবে অপরের পাপ বা কর্ম মুক্ত করে দেবে? আমরা নিজেরাই কর্ম করি। আর সে কর্মগুলো আমাদের পরিষ্কার বা ধ্বংস করতে হবে। আমাদের হতে হবে আত্মনির্ভরশীল, পরনির্ভরশীল হলে চলবে না। কারণ মনুষ্য জীবন লাভ করা বড় দুর্লভ। বিভিন্ন মিথ্যা দৃষ্টির কারণে মনুষ্য জীবন হারিয়ে ফেললে মুক্তি লাভ করা অসম্ভব হয়ে যাবে। তাই প্রতিনিয়ত ধর্ম আচরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

দুটি ধর্ম বলেছে স্বর্গে গেলে অপরিসীম সুখ এবং সেখানে অনন্তকাল থাকবে ও সেখান থেকে কখনও চ্যুত হবে না। শুধু ভোগ আর ভোগ সেখানে মিলবে। স্বর্গেও দেহ ও মন থাকে। আর দেহ ও মন হচ্ছে দুঃখের আধার (ভান্ডার)। পৃথিবীতে যেমন বিশ্রি-গরীব মানুষ অপর মানুষের সুখ-রূপ-লাবণ্য-ধন-সম্পত্তি দেখে অনুশোচনা করে তেমনি স্বর্গেও একে অপরের রূপ-লাবণ্য-ধন-সম্পত্তি-ভোগ দেখে অনুশোচনা করে। যেখানে অনুশোচনা আছে সেখানে প্রকৃত সুখ নেই। যেখানে ভোগ আছে সেখানে সুখ নেই। যেখানে ত্যাগ নেই সেখানে সুখ নেই। যেখানে ভোগ আছে সেখানে জ্ঞান চর্চা নেই। যেখানে জ্ঞান চর্চা নেই সেখানে মুক্তি নেই। মুর্খ মানুষ ভোগ ও সুখ চিন্তা করে। জ্ঞানী ভোগ ও সুখ চিন্তা করে না। জ্ঞানীর কাজ জ্ঞান চর্চা করা এবং পরিশেষে মুক্তি লাভ করা। স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক লাভে মুক্তি পাওয়া যায় না।

www.kalpataruboi.org



নির্বাণে মুক্তি পাওয়া যায়। নির্বাণে দেহ ও মন বা চিত্তের অবশেষ থাকে না। যেখানে দেহ ও মন (নাম-রূপ) নেই সেখানেই প্রকৃত মুক্তি। আগুন নিভে যাওয়ার মত জীবন প্রবাহ শেষ হয়।

জ্বলছে। জ্বলছে। সবাই জ্বলছে। বিশ্বজগতে এমন কেউ নেই (অরহত ছাড়া) জ্বলছে না। সবাই জ্বলছে মনের আগুনে। মনের আগুন হচ্ছে লোভ, দ্বেষ, মোহ, কাম, মান, ভব ইত্যাদি। এক কথায় মনের কলুষ। মানুষ নিজের মনের কলুষ দিয়ে নিজে অনবরত পুড়ছে। এ থেকে বাদ যায়নি মানুষের সৃষ্টি করা। সৃষ্টিকর্তাও। রাত দিন জ্বলে পুড়ে মরছে। সে (সৃষ্টিকর্তা) চায় মানুষ তার সেবা করুক। তার কথা বা আদেশ অনুযায়ী চলুক। মানুষ তার আদেশ অনুযায়ী চলছে না এবং পাপ করছে বলে সে বিরক্ত হয় এবং ক্রোধে ফেটে পড়ে। যার ফলে সে ভূমিকম্প, খরা, দুর্ভিক্ষ, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে মানুষসহ অন্য নিরীহ প্রাণিকে হত্যা করে। সৃষ্টিকর্তার হত্যা কাজ হতে স্পষ্ট বুঝা যায় সে রাত-দিন আমাদের চেয়েও বেশি জ্বলছে। কারণ তাকে পুরো বিশ্বজগত চালাতে হয়। ফলে তার রাগ-দ্বেষ এগুলো বেশী। সৃষ্টিকর্তাকেও রাগ-দ্বেষ-মোহ মুক্ত হতে হবে অর্থাৎ কর্ম মুক্ত হতে হবে।

সকল ধর্ম বলে পুণ্য কাজ করার জন্য। পুণ্য লাভে স্বর্গ-ব্রহ্ম-মনুষ্য লোকে উৎপন্ন হওয়া যায়। সুখ-শান্তি পাওয়া যায়। বুদ্ধের ধর্মে পুণ্য কাজ বা কুশল কাজ খুবই প্রশংসিত। কিন্তু বুদ্ধের ধর্ম যে মূল স্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত সেটি হচ্ছে কর্ম ধ্বংস করা. বুদ্ধের আবিষ্কার এখানেই। অর্থাৎ বুদ্ধের ধর্ম হচ্ছে সকল প্রকার কুশল-অকুশল কর্ম ধ্বংস করা। কর্ম মুক্ত হওয়া। নির্বাণ লাভ করা। কুশল কর্ম সুগতি লোকে এবং অকুশল কর্ম দুর্গতি লোকে জন্ম দেয়। তাহলে বুঝা গেল কুশল-অকুশল জন্ম প্রদান করে। জন্ম নিরোধ করে না। যেখানে কর্ম ধ্বংস বা জন্ম নিরোধের শিক্ষা নেই সেখানে সঠিক ধর্ম নেই। বুদ্ধের ধর্ম অনুশীলনে সকল প্রকার কর্ম মুক্ত হয় এবং বিমুক্ত শান্তি পাওয়া যায়।

বুদ্ধের ধর্ম আচরণে চারটি ফল লাভ হয়। ফলগুলো লাভের মধ্য দিয়েই কর্ম ধ্বংস হয় তথা মুক্তি লাভ হয়। ফলগুলো হচ্ছে স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী ফল ও অরহত্ব ফল। এ ফলগুলো যে লাভ করে তিনি বুঝেন

*পাদটীকা ঃ চিত্ত স্রোত হতে কুশল-অকুশল কর্ম ধ্বংস হলে যে মানসিক অবস্থা উৎপন্ন হয় সেটি হচ্ছে নির্বাণ। কর্ম মুক্ত মানুষ একত্রিশ লোকভূমির কোথাও উৎপন্ন হয় না।*

www.kalpataruboi.org



আর তাঁর গুরু বুঝেন। এ ফলগুলো সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনার বাইরে। স্রোতাপত্তি ফল লাভ করলে ৭ বার মাত্র জন্ম হয়। মনুষ্যলোকে বা স্বর্গে লোকে। স্রোতাপত্তি ফল লাভে নরক-প্রেত-অসুর-তির্যক কূল বন্ধ হয় অর্থাৎ এ চার লোকে জন্ম বন্ধ হয়। ৭ বারের যে কোন জন্মে স্রোতাপত্তি ফল লাভী ব্যক্তি অরহত হবেই। সকৃদাগামী ফল লাভী ব্যক্তি শুধু মাত্র একবার জন্ম গ্রহণ করে-মনুষ্য লোকে। এক জন্মতেই তাঁর অরহত্ব ফল লাভ হবে। অনাগামী ফল লাভী ব্যক্তি মনুষ্য লোক ও স্বর্গ লোকে জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি সোজা শুদ্ধ ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে বিদর্শন ধ্যানের মাধমে অরহত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। অরহত্ব ফল লাভী ব্যক্তি কোথাও উৎপন্ন হন না। ওনার সকল প্রকার তৃষ্ণা বা আসক্তি শেষ। তিনি মুক্ত পুরুষ বা নারী, পবিত্র পুরুষ বা নারী, বিশুদ্ধ পুরুষ বা নারী।

যে ধর্মে স্বর্গের প্রতি, ব্রহ্মলোকের প্রতি লোভ আছে সেখানে সঠিক ধর্ম নেই। মুক্তি নেই। যেখানে ভোগের নেশা আছে সেখানে সঠিক ধর্ম নেই। মুক্তি নেই। যে ধর্মে নারী-পুরুষের ভোগের উন্মাদনা আছে, ক্ষমতার লিপ্সা আছে সেটি সঠিক ধর্ম নয়। মুক্তির ধর্ম নয়। যে ধর্মে কারও প্রতি ভয় আছে সেটি সঠিক ধর্ম হতে পারে না। মুক্তির ধর্ম হতে পারে না। যে ধর্মে সকল প্রকার আসক্তি বা তৃষ্ণা যেমন স্বর্গ লাভের তৃষ্ণা, ব্রহ্মলোক লাভের তৃষ্ণা, নারী-পুরুষ লাভের তৃষ্ণা, ক্ষমতা লাভের তৃষ্ণা, সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভয়-তৃষ্ণা ইত্যাদি ধ্বংস বা নির্মূল করার শিক্ষা আছে সেটিই প্রকৃত ধর্ম। সঠিক ধর্ম। মুক্তির ধর্ম।

আমরা জেনেছি কিভাবে সত্ত্বগণ বা প্রাণিগণ জন্ম গ্রহণ করে। জন্মগ্রহণের বিষয়টি প্রতীত্য সমুৎপাদ আলোচনায় জেনেছি। প্রতীত্য অর্থ হেতু বা কারণ (cause) আর সমুৎপাদ অর্থ সহ উৎপাদক বা ফল (effect)। যেখানে হেতু আছে সেখানে ফল উৎপন্ন হবে। যেখানে হেতু নেই সেখানে ফল উৎপন্ন হবে না। যেখানে ফলজ গাছ আছে সেখানে ফল উৎপন্ন হয়। যেখানে গাছ নেই সেখানে ফল উৎপন্ন হয় না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান সংস্কার উৎপন্ন করে। সংস্কার হচ্ছে কর্ম। সংস্কার দু'প্রকার কর্ম করায় কুশল ও অকুশল। সংস্কার আমাদের কর্মে ব্যাপৃত করে রাখে। সংস্কারের কারণে চিত্ত বা মন অস্থির, চঞ্চল ও অদম্য হয়। অস্থির চঞ্চল ও অদম্য মন অকুশল কর্ম উৎপন্ন করে

www.kalpataruboi.org



এবং সংসারে বা জন্মচক্রে আবদ্ধ করে। চিত্ত বা মন তরী রূপ দেহ চালায়। অর্থাৎ নাম-রূপের সমষ্টি করে। চিত্ত বা নাম দেহকে আশ্রয় করে নানা প্রকার কর্ম সম্পাদন করে। ফলে আমরা জন্মচক্রে প্রবাহিত হই। নাম ষড়ায়তনে আশ্রয় নেয় এবং আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও চিত্ত দ্বারে কর্ম সম্পাদন করায়। এভাবে জন্ম সংখ্যা বৃদ্ধি করে তথা প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপাদন করে। ষড়ায়তনের মাধ্যমে কোন বস্তু বা ব্যক্তির সাথে স্পর্শ হয় এবং কর্ম উৎপাদন হয়। ফলে চিত্ত জন্মস্রোতের দিকে গতিময় হয়। স্পর্শ বেদনা অর্থাৎ সুখানুভূতি বা দুঃখানুভূতি বা উপেক্ষানুভূতি উৎপন্ন করে। বেদনা কর্ম সম্পাদন করে এবং কর্ম উৎপাদন করে। জন্মচক্রে আবদ্ধ করে। বেদনা তৃষ্ণার জন্ম দেয়। আর তৃষ্ণা আমাদের কর্ম স্রোতে ডুবিয়ে রাখে। ফলে জন্মান্তর বৃদ্ধি পায়। তৃষ্ণা সত্ত্বগণকে ভব ভবান্তরে ঘুরায়। তৃষ্ণা যখন উৎপন্ন হয় তখন সত্ত্বগণ তা নিবারণ করার জন্য উপাদান খোঁজে। উপাদান লাভে সত্ত্বগণ নিজেকে জন্মচক্রে আবদ্ধ করে। উপাদান ভবের বা কর্ম স্পৃহার জন্ম দেয়। ফলে সত্ত্বগণ জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ, সহজ বস্তুর অলাভ জনিত দুঃখের সম্মুখীন হয়।

আমরা কর্ম করি অবিদ্যা দ্বারা, সংস্কার দ্বারা, বিজ্ঞান দ্বারা, নাম-রূপ দ্বারা ষড়ায়তন দ্বারা, স্পর্শ দ্বারা, বেদনা দ্বারা, তৃষ্ণা দ্বারা, উপাদান দ্বারা। কর্মের উপাদান নিরোধ হলে নির্বাণ অনিবার্য। অর্থাৎ অবিদ্যা নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হবে। সংস্কার নিরোধ হলে বিজ্ঞান নিরোধ হবে। বিজ্ঞান নিরোধ হলে নাম-রূপ নিরোধ হবে। নাম-রূপ নিরোধ হলে ষড়ায়তন নিরোধ হবে। ষড়ায়তন নিরোধ হলে স্পর্শ নিরোধ হবে। স্পর্শ নিরোধ হলে বেদনা নিরোধ হবে। বেদনা নিরোধ হলে তৃষ্ণা নিরোধ হবে। তৃষ্ণা নিরোধ হলে উপাদান নিরোধ হবে। উপাদান নিরোধ হলে ভব নিরোধ হবে। ভব নিরোধ হলে জাতি বা জন্ম নিরোধ হবে। উল্টোভাবে উপাদান নিরোধ হলে তৃষ্ণা নিরোধ হবে। তৃষ্ণা নিরোধ হলে বেদনা নিরোধ হবে। বেদনা নিরোধ হলে স্পর্শ নিরোধ হবে। স্পর্শ নিরোধ হলে ষড়ায়তন নিরোধ হবে। ষড়ায়তন নিরোধ হলে নাম-রূপ নিরোধ হবে। নাম-রূপ নিরোধ বা ধ্বংস হলে বিজ্ঞান নিরোধ হবে। বিজ্ঞান নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হবে। সংস্কার ধ্বংস হলে অবিদ্যা ধ্বংস হবে। অবিদ্যা ধ্বংস হলে ভব-জাতি ধ্বংস বা নিরোধ হবে। নির্বাণ অধিগত হবে।

www.kalpataruboi.org



### পঞ্চশীল ও অষ্টশীল

জ্ঞানীরা দুঃখ সত্য উপলব্ধি করে দুঃখ নিরোধের উপায় খোঁজেন। দুঃখ নিরোধের পথ আচরণ করেন। অনন্ত জন্ম অনন্ত দুঃখ সৃষ্টি করে। মনুষ্য কূলে, স্বর্গ কূলে ও ব্রহ্মকূলে জন্মের মাধ্যমে সত্ত্বগণ যে সুখ ভোগ করে তা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং তা কচু পাতার পানির মত বা সকালের শিশির বিন্দুর মত। তাই জ্ঞানীজন সুখ ত্যাগ করে দুঃখ নিবৃত্তির পথ বেছে নেন। দুঃখ নিবৃত্তি তথা জন্ম নিরোধের জন্য মানুষ হিসেবে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে শীলময় জীবন গঠন করা। শীল হচ্ছে স্বর্গ লাভের উপায়। শীল হচ্ছে নির্বাণ লাভের উপায়। শীল ব্যতীত কখনও চিত্ত সমাহিত হতে পারে না। তাই আমাদের জন্ম নিরোধের জন্য অর্থাৎ দুঃখ নিরোধের জন্য ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর শীল অনুশীলন করা উচিত। শীল অর্থ চরিত্র। চরিত্র বিহীন জীবন নিন্দার্হ। চরিত্র ছাড়া কোন ব্যক্তি পরিবারে, সমাজে উন্নত শিরে চলাফেরা করতে পারে না। শীল বৌদ্ধ ধর্মের মূল স্তম্ভ। কোন বাড়ি বা সেতু তার স্তম্ভ (pilar) ছাড়া ঠিকে থাকতে পারে না অর্থাৎ তার পতন ঘটে। তেমনি শীল ছাড়া মনুষ্য জীবন, স্বর্গ লাভ ও নির্বাণ লাভ করা অসম্ভব। তাই মহাজ্ঞানী বুদ্ধ সত্ত্বগণের সুখের জন্য এবং নীতির প্রশ্নে শীলকে মানবের আচরণের জন্য প্রথমেই নির্ধারণ করেছেন।

বৌদ্ধ ধর্মে আমরা কয়েক প্রকার শীল দেখতে পাই। তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান গুলো হচ্ছে (১) পঞ্চশীল (২) অষ্টশীল (৩) দশশীল বা শ্রামণ্য শীল (৪) ২২৭ শীল বা ভিক্ষু বিনয় এবং (৫) ৫১০ শীল বা ভিক্ষুণী বিনয় শীল। পঞ্চশীল ও অষ্টশীল হচ্ছে গৃহী বা গৃহবাসিদের জন্য। আমরা পঞ্চশীলে পাই (১) প্রাণি হত্যা হতে বিরত থাকা (২) চুরি করা হতে বিরত থাকা (৩) ব্যভিচার হতে বিরত থাকা (৪) মিথ্যা কথা বলা হতে বিরত থাকা (৫) নেশা উৎপাদক দ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত থাকা। আমি এখানে শুধু পঞ্চশীল ও অষ্টশীলের বর্ণনা দেব।

**(১) প্রাণি হত্যা হতে বিরত থাকা ঃ** নীতিজ্ঞ বুদ্ধ নীতির প্রশ্নে 'প্রাণি হত্যা না করা' এটিকে প্রথমে দাঁড় করিয়েছেন। প্রাণি হত্যা দ্বারা মানুষের মন কঠোর হয়। মানুষ নিষ্ঠুর হয়। যারা প্রাণি হত্যা করে তারা মানুষও হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না। যে প্রাণি হত্যা করে তার হত্যার অভ্যাস আছে। যার

www.kalpataruboi.org



প্রাণি হত্যার অভ্যাস নেই তার হত্যার অভ্যাস নেই। হত্যা মানুষকে হীন চরিত্রে পরিণত করে। অপরের রক্তে মানুষ নিজের হাত রঞ্জিত করে। এটি একটি নীতি বিরুদ্ধ আচরণ। যারা উদার নীতির মানুষ, মুক্ত চিন্তা-বুদ্ধির মানুষ তারা কোন কিছু করার পূর্বে নিজেকে দিয়ে সবকিছু অনুভব করেন। যার ভেতর অপরের জন্য দয়া করুণা-মায়া-মমতা-স্নেহ আছে সে প্রাণি হত্যা করতে পারে না। যার ভেতর সততা, সহানুভূতি, উৎকৃষ্ট বা উর্ধ্বগামী চরিত্র আছে সে প্রাণি হত্যা করতে পারে না। সংকীর্ণ মনের মানুষ, হীন স্বার্থের মানুষ, লোভী মানুষ, মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ, মূর্খ মানুষ, ক্রোধ পরায়ন মানুষ, মানগ্রস্থ মানুষ, খাম খেয়ালী মানুষ প্রাণি হত্যা করে। বুদ্ধ নীতির প্রশ্নে ও চরিত্র গঠনে 'প্রাণি হত্যা না করা' এটিকে এক নম্বরে স্থান দেয়ার কারণ হচ্ছে মানুষের মন হতে নিষ্ঠুরতা দূর করার জন্য। পৃথিবীতে বসবাসরত সকলের প্রতি মৈত্রী-করুণা-সহানুভূতি সততা সৃষ্টি হওয়ার জন্য। ভারতীয় ধর্মীয় দর্শন জন্মান্তর বাদের দর্শন। সত্ত্বগণ মৃত্যুর পর বিভিন্ন কূলে জন্মগ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রাণিকূলে আমাদের (মানুষদের) মাতাপিতা, বোধিসত্ত্ব, আত্মীয়-স্বজন অবস্থান করছে। আমরা প্রাণি হত্যা করলেই আমাদের অতীতের মাতা-পিতা বা বোধি সত্ত্ব বা আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করলাম। বুদ্ধ বলেছেন, 'আমি এমন একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা ও দেখতে পারছিনা যে আমার অতীত জন্মে মাতা-পিতা-পিসি-মাসি-ঠাকুর মা-ঠাকুর দা-ভাই-বোন-মামা-স্বামি ছিল না। যদি কেউ এমন একদিন এমন একটি প্রাণিকে হত্যা করল যেটি তার অত্যন্ত নিকটতম অতীত জন্মের মাতা বা পিতা বা বোধিসত্ত্ব সেদিন তার অনিবার্য মৃত্যু হবে। এ কারণেও বুদ্ধ প্রাণি হত্যা নিষেধ করেছেন। যারা প্রাণি হত্যা করে না তারা অত্যন্ত সুন্দর মনের অধিকারী, অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী, নীতিবান, দয়াবান, সৎ, সহানুভূতিশীল ও করুণাময়।

প্রাণি হত্যার মধ্যে কোন বীরত্ব নেই, মহানুভবতা নেই। প্রাণি হত্যা অর্থ রক্ত ঝরানো ও প্রাণ ধ্বংস করা। মানুষ প্রাণি হত্যা না করলে এ পৃথিবীতে কোন সৈন্য বাহিনী ও অস্ত্র উৎপাদন থাকবে না। মানুষ মানুষের ভয়ের কারণ হবে না। যুদ্ধের নামে পাশবিকতা পৃথিবীতে অবস্থান করবে না। পৃথিবী হবে সকল মানুষের নির্ভয়ের স্থান। সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বের স্থান।

www.kalpataruboi.org



প্রাণি হত্যা করলে মৃত্যুর পর নরকে উৎপন্ন হয়। সেখানে দীর্ঘ বছর যাবত নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। নরক হতে উদ্ধার হলে বিভিন্ন প্রাণি কূলে জন্মগ্রহণ করে এবং সেখানেও অপরিসীম কষ্ট ভোগ করে। মনুষ্যকূলে জন্ম ধারণ করলে অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, বধির অর্থাৎ বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধি হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

**(২) চুরি করা হতে বিরত থাকা :** চুরি একটি হীন চরিত্রের কাজ। মানুষ চুরি করে 'চোর' নামে কুখ্যাতি পায়। বুদ্ধ মানুষের নীতি ও চরিত্র গঠনে 'চুরি না করা' এটিকে দ্বিতীয় নম্বরে স্থান দিয়েছেন। লোভ হতে চুরির স্বভাব উৎপন্ন হয়। চুরি কাজে কোন বীরত্ব, মহানুভবতা নেই। তাই এ হীন কাজ মানুষের পরিত্যাগ করা উচিত।

চুরি করলে মানুষ নরকে যায়। আর মনুষ্যকূলে জন্ম গ্রহণ করলে অত্যন্ত হীন কূল ও গরীব ঘরে জন্মগ্রহণ করে।

**(৩) ব্যভিচার হতে বিরত থাকা :** লোক সমাজের অন্তরালে যে কাজ সম্পাদিত হয় তা অত্যন্ত নিন্দার্হ কাজ। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া সম্মতিতে পুরুষ নারীতে গমন করলে উভয়ই ব্যভিচারের দায়ে দোষী হবে। ব্যভিচার একটি অত্যন্ত জটিল কর্ম। পুরুষ ব্যভিচার করলে মৃত্যুর পর নরকে উৎপন্ন হয় এবং সুদীর্ঘ কাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করার পর মনুষ্য জন্ম লাভ করলে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। নারী হয়ে বিভিন্ন প্রকার শারীরিক জটিলতা, গর্ভধারণ ইত্যাদি যাতনায় পিষ্ট হতে থাকে। নারী ব্যভিচার করলে নরকে গমন করে এবং নরক হতে উদ্ধার হয়ে মনুষ্যকূলে উৎপন্ন হলে নপুংশক হয়ে জন্মগ্রহণ করে। পুরুষ ব্যভিচার করলে নরক ভোগের পরে নারী হয় এবং নারী ব্যভিচার করলে নরক যাতনা ভোগ করার পর নপুংশক (হিজারা) হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। পৃথিবীতে যত ব্যভিচারের সংখ্যা বাড়বে তত নারী ও নপুংশকের সংখ্যা বাড়বে। যে পুরুষ ব্যভিচার করে সে নারী জাতিকে বোনের জাতি বা মাতৃজাতি হিসেবে দেখেনা। যে নারী ব্যভিচার করে সে পুরুষ জাতিকে ভাইয়ের জাতি বা পিতৃজাতি হিসেবে গ্রহণ করে না। ব্যভিচার একটি অকুশল কর্ম। আর অকুশল কর্ম করলে তার শাস্তি ভোগ করতেই হবে। উন্নত চরিত্র গঠনের জন্য ব্যভিচার হতে বিরত থাকতে হবে। পুরুষ হলে নারীকে মাতৃজাতি বা বোনের জাতি এবং নারী হলে পুরুষকে পিতৃজাতি বা ভাইয়ের জাতি হিসেবে

www.kalpataruboi.org



বিবেচনা করতে হবে। এভাবে মানুষ ব্যভিচার হতে বিরত থাকতে পারে। বুদ্ধ নীতি ও চরিত্র গঠনের প্রশ্নে 'ব্যভিচার না করা' এটিকে তৃতীয় স্থানে বসিয়েছে। কারণ নৈতিক চরিত্র গঠনে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

**(৪) মিথ্যা কথা বলা হতে বিরত থাকা ঃ** মিথ্যা কথা বলা একটি নোংরা স্বভাব। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। মিথ্যা কথা বললে তোতলা, বোবা হয়ে জন্মগ্রহণ করে। উন্নত চরিত্র গঠনের নিমিত্তে আমাদের মিথ্যা কথা বলা পরিহার করা উচিত। বুদ্ধ নীতি ও চরিত্র গঠন প্রশ্নে 'মিথ্যা কথা না বলা' এ শর্তকে চতুর্থ স্থানে বসিয়েছেন। কারণ পৃথিবী হতে ঠকবাজি, হঠকারীতা, বিশ্বাসঘাতকতা দূর করার জন্য। একে অপরের বিশ্বস্ততা অর্জন করার জন্য।

**(৫) নেশাদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত থাকা ঃ** যে ব্যক্তি নেশা দ্রব্য গ্রহণ করে সে পাগল সদৃশ। তার জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। সে কখন যে কি করে তার হুঁস থাকে না। নেশা দ্রব্য গ্রহণ করলে মৃত্যুর পর নরকে উৎপন্ন হয়। নরক হতে উদ্ধার হয়ে মনুষ্যকূলে উৎপন্ন হলে কিছু বয়স পার হলে পাগল হয়ে যায়। প্রতিটি অকুশল কর্মকে গুরুতর হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বুদ্ধ নীতি ও চরিত্র গঠনে 'নেশাদ্রব্য গ্রহণ না করা' এ শর্তটিকে পঞ্চম নম্বরে স্থান দিয়েছেন।

**অষ্টশীল হচ্ছে** (১) প্রাণি হত্যা হতে বিরত থাকা (২) পর দ্রব্য হরণ হতে বিরত থাকা। (৩) ব্রহ্মচর্য পালন করা। (৪) মিথ্যা কথা বলা হতে বিরত থাকা। (৫) নেশাদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত থাকা। (৬) বিকালে আহার গ্রহণ হতে বিরত থাকা। (৭) নাচ-গান-বাদ্য দর্শন ও শ্রবণ-মালা সুগন্ধি দ্রব্য গ্রহণ ও ধারণ হতে বিরত থাকা। (৮) উচ্চ শয়ন ও মহাশয়ন হতে বিরত থাকা।

(১) **'প্রাণি হত্যা হতে বিরত থাকা'** এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(২) **'অদত্ত বস্তু বা পর দ্রব্য হরণ হতে বিরত থাকা'** এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

**(৩) ব্রহ্মচর্যা পালন করা**-ব্রহ্ম লোকের ব্রহ্মাদের মত জীবন যাপন করা হচ্ছে ব্রহ্ম চর্যা। ব্রহ্মারা সর্বদা লোভহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ও কামহীন হয়ে জীবন যাপন করে। অষ্টশীল পালনের সময় মনের মধ্যে কোন প্রকার কাম চেতনা উৎপন্ন হতে পারবে না। আর উৎপন্ন হলে জেনে ধ্বংস করতে হবে। ব্রহ্মচর্যা

www.kalpataruboi.org



পালনের দ্বারা মন স্থির হয়।

**(৪) 'মিথ্যা কথা বলা হতে বিরত থাকা'** এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

**(৫) 'নেশাদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত থাকা'** এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

**(৬) বিকাল ভোজন হতে বিরত থাকা**-এখানে বিকাল ভোজন বুঝাচ্ছে দিনের ১২ টার পর হতে ভোর ৪টা পর্যন্ত। বিকাল ভোজন হতে বিরত থাকলে দেহ শান্ত থাকে। কাম চেতনা উৎপন্ন হয় না। দেহ-মন সমাধি বা ধ্যানের উপযুক্ত হয়।

**(৭) নাচ-গান-বাদ্য দর্শন ও শ্রবণ-মালা ধারণ-সুগন্ধি বিলেপন বিরত থাকা** ঃ নাচ, গান, বাদ্য বাদন করলে ও দেখলে, মালা ধারণ করলে, সুগন্ধি দ্রব্য শরীরে দিলে ও মাখলে মন উত্তেজিত হয়, মন প্রমত্ত হয় ও মনে কাম চেতনা উৎপন্ন হয় যা সমাধির প্রতিকূল হয়।

**(৮) উচ্চ শয়ন ও মহাশয়ন হতে বিরত থাকা**-উচ্চ শয়ন দ্বারা মন উড়ু উড়ু হয়। স্থির হয় না। আর উঁচু স্থান হতে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। মহাশয়ন হচ্ছে আরামদায়ক বেড, গদি, সজ্জিত শোবার ব্যবস্থা। এরূপ শর্যায় শয়ন করলে মন উৎসাহ হারায়। মন শ্লথ হয়। মনে আলস্য উৎপন্ন হয়। দেহে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। উচ্চ শয়ন মহা শয়ন ধ্যান উপযুক্ত শয়ন নয়।

অন্য জাতির নীতি, চরিত্র ও উপবাস ও অন্যান্য ধর্মীয় আচরানাদি হচ্ছে শুধু সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য পাওয়ার অদম্য প্রচেষ্টা। যেখানে সৃষ্টিকর্তাও দুঃখ হতে মুক্ত নয়। সেও কর্মের অধীন। কর্মই তাকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করছে। এ কর্মগুলোই তাকে বিভিন্ন কূলে নিক্ষেপ করেছে বা করবে। মানুষের সৃষ্টি করা সৃষ্টিকর্তা তৃষ্ণা হতে মুক্ত নয়। অতএব, তাকেও শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার মাধ্যমে তৃষ্ণা মুক্ত হতে হবে।

বৌদ্ধদের নীতি, চরিত্র, উপবাস ও অন্যান্য ধর্মীয় আচরণাদি হচ্ছে দেহ ও মনকে সমন্বয় করার জন্য, দেহ-মন সমন্বয় হলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জ্ঞান উৎপন্ন হলে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। প্রজ্ঞা উৎপন্ন হলে তৃষ্ণা ক্ষয় হয়। তৃষ্ণা ক্ষয় হলে জন্ম নিরোধ হয়। জন্ম নিরোধ হলে ভব চক্র শেষ হয়। দুঃখ হতে মুক্তি লাভ হয়।

www.kalpataruboi.org



## বিদর্শন ধ্যান

বিদর্শন ধ্যানের মাধ্যমে সকল প্রকার কুশল অকুশল কর্ম ধ্বংস করা সম্ভব। অর্থাৎ বিদর্শন ধ্যানের সাহায্যে অবিদ্যা-সংস্কার-বিজ্ঞান-নামরূপ-ষড়ায়তন-স্পর্শ-বেদনা-তৃষ্ণা-উপাদান-ভব-জাতি ধ্বংস বা নির্মূল বা নিরোধ করা যায়। ষড়ায়তনের মাধ্যমে আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে চিত্ত স্রোতে যে সকল অনন্ত কর্ম সঞ্চিত বা পুঞ্জীভূত করেছি সে সকল কর্মরাজি এ মনুষ্য জীবনে ধ্বংস করার আমাদের সুযোগ রয়েছে। কর্ম ধ্বংস করার জন্য শুধু মাত্র আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আমাদের হতে হবে ষড় দ্বারের পাহাড়াদার। যখন আমরা চক্ষু দ্বারে রূপ দর্শন করব তখন বলতে হবে। "চক্ষু দ্বারে রূপ স্পর্শ হচ্ছে, চক্ষু দ্বারে রূপ স্পর্শ হচ্ছে, .....।" কর্ম দ্বারে শব্দ স্পর্শ হলে বলতে হবে। "কর্ণ দ্বারে শব্দ স্পর্শ হচ্ছে, কর্ণদ্বারে শব্দ স্পর্শ হচ্ছে,.....।" নাসিকা দ্বারে গন্ধ স্পর্শ হলে বলতে হবে। নাসিকা দ্বারে গন্ধ স্পর্শ হচ্ছে।" এভাবে মনে মনে কয়েকবার বললে তা চলে যাবে। ত্বক দ্বারে অনুভূতি (সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা) স্পর্শ জানতে হবে। সুখ লাগলে বলতে হবে। সুখানুভূতি লাগছে। আর দুঃখানুভূতি হলে বলতে হবে। দুঃখানুভূতি হচ্ছে। সুখ-দুঃখ কিছুই অনুভূত না হলে বলতে হবে। কিছুই বুঝতে পারছি না। এভাবে মনে মনে কয়েকবার বলতে হবে, বুঝতে পারবেন উপস্থিত বিষয়গুলো দূরীভূত হয়েছে। জিহ্বা দ্বারে স্বাদ অনুভূত হলে বলতে হবে। স্বাদ লাগছে। স্বাদ লাগছে। এভাবে কয়েকবার। মন দ্বারে কোন কিছু উপস্থিত হলে বলতে হবে। মনে দ্বারে স্পর্শ হয়েছে। এভাবে কয়েক বার। মন "কথা বললে" বলতে হবে। মন কথা বলছে। মন পরিকল্পনা করলে বলতে হবে। মন পরিকল্পনা করছে। মন ইচ্ছা করলে বলতে হবে। মন ইচ্ছা করছে। মনে লোভ উৎপন্ন হলে বলতে হবে। লোভ উৎপন্ন হয়েছে। মনে দ্বেষ উৎপন্ন হলে বলতে হবে। দ্বেষ উৎপন্ন হয়েছে। কাম চেতনা উৎপন্ন হলে বলতে হবে। কাম চেতনা উৎপন্ন হয়েছে। হিংসা উৎপন্ন হলে বলতে হবে। হিংসা উৎপন্ন হয়েছে। মনে কোন কিছুর প্রতি তৃষ্ণা উৎপন্ন হলে বলতে হবে। তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়েছে। মনে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়ে উপাদান খোঁজলে বলতে হবে। মন উপাদান খুঁজছে। এভাবে ষড়ায়তনে উৎপন্ন প্রতিটি বিষয়কে গভীর মন সংযোগের সাথে জানতে হবে অথবা মনে মনে কয়েকবার বলতে

www.kalpataruboi.org



হবে। বুঝতে পারবেন সেগুলো মন হতে বিদুরিত হয়েছে। কোন কিছুর প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হলে বলতে হবে বা জানতে হবে এটি নাম-রূপ মাত্র। যেমন কারও চোখ দেখে মনে আসক্তি উৎপন্ন হল। তখন জানতে হবে চোখের একটি নকশা বা ডিজাইন আছে। আর এ ডিজাইনটি হচ্ছে রূপ এবং চোখ হচ্ছে নাম। এভাবে দেখা যাবে সব কিছুই নাম রূপ সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ প্রতিটি জিনিসের একটি ডিজাইন আছে এবং একটি নাম আছে। নাম-রূপ জ্ঞান লাভ হলে মানুষ বিষয়াদির প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়ে।

বিদর্শন ধ্যান চার অবস্থায় করা যায়। যথা-বসা অবস্থায়, দাড়ানো অবস্থায়, হাটা অবস্থায়, শোয়া অবস্থায়। ঘুমানো অবস্থায়, কথা বলা অবস্থায়, পড়া অবস্থায় বিদর্শন ধ্যান সম্ভব নয়।

**১। বসা অবস্থায় বিদর্শন ধ্যান ঃ** যে কোন একটি আরামদায়ক আসনে বসুন। তারপর চিত্তকে জানুন। অর্থাৎ চিত্ত কি করছে জানুন। কোন কিছু মনে পড়লে বলবেন মন দ্বারে স্পর্শ হয়েছে। অথবা মনে এসেছে। মনে এসেছে। কোন কিছু দেখলে মনে মনে বলতে হবে চক্ষু দ্বারে স্পর্শ হয়েছে বা দেখছি দেখছি। কোন কিছু শুনলে মনে মনে বলতে হবে কর্ণ দ্বারে শব্দ স্পর্শ হয়েছে বা শুনছি, শুনছি। ব্যথা লাগলে বলতে হবে দুঃখানুভূতি হচ্ছে অথবা ব্যথা, ব্যথা। অর্থাৎ যখন যা উৎপন্ন হয় তা সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলতে হবে বা জানতে হবে। দেহ বা মনে উৎপন্ন আলম্বন বা বিষয় দ্রুত ধ্বংস বা নিরোধ হয়ে যাবে। তখন ধ্যানী বুঝতে পারবে এটিই একমাত্র কর্ম ধ্বংস বা নিরোধের পথ। একমাত্র নির্বাণ লাভের উপায়। যেমন কোন একটি জমিতে নতুন ঘাস জন্মাতে না দিলে পুরাতন ঘাসসহ উচ্ছেদ হয়ে যায় এবং জমি ঘাস মুক্ত হয়। তদ্রূপ বিদর্শন ধ্যান দ্বারা সকল প্রকার কর্ম ধ্বংস হয়ে যায়।

**২। দাড়ানো অবস্থায় ধ্যান ঃ** দাড়ালে জানতে হবে অথবা দাড়িয়েছি, দাড়িয়েছি মনে মনে বলতে হবে। দাড়ানো অবস্থায় ষড়ায়তনে যা স্পর্শ হয় তা জানতে হবে।

**৩। হাটা অবস্থায় বিদর্শন ধ্যান ঃ** হাটলে জানতে হবে অথবা হাটছি, হাটছি মনে মনে বলতে হবে। হাটা অবস্থায় ষড়ায়তনে কোন কিছু স্পর্শ হলে সাথে

www.kalpataruboi.org



সাথে হাটা বন্ধ করতে হবে এবং দাড়ানো অবস্থায় যা স্পর্শ হচ্ছে তা জানতে হবে অথবা মনে মনে বলতে হবে।

৪। **শোয়া অবস্থায় বিদর্শন ধ্যান ঃ** শোয়া অবস্থায় শোয়েছি বলে জানতে হবে অথবা মনে মনে বলতে হবে শোয়েছি, শোয়েছি-----। শোয়া অবস্থায় ষড়ায়তনে যা স্পর্শ হয় তা অতি সহসাত ও শ্রদ্ধা সহকারে জানতে হবে অথবা মনে মনে বলতে হবে।

বিদর্শন অর্থ বিশেষভাবে দর্শন। আর দর্শন অর্থ ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে পরম সত্য বের করা। বিদর্শন ধ্যানের কাজ হচ্ছে ষড় দ্বারে উপস্থিত কর্ম নিরোধ করা বা ধ্বংস করা এবং মনকে অন্তর্মুখী করে চিত্ত স্রোতে বা কর্ম স্রোতে প্রবেশ করানো। আর চিত্ত কর্ম স্রোতে প্রবেশ করলে পুরাতন অর্থাৎ অতীত কর্ম ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে এবং পরিশেষে ধ্বংস হয়। বার বার বিদর্শন ধ্যান করার অর্থ প্রতিবার অনেক কর্ম রাশি দুর্বল ও ধ্বংস করা। তাই আমাদের প্রতিনিয়ত বিদর্শন ধ্যান করা প্রয়োজন শুধুমাত্র আমাদের মধ্যে পূঞ্জীভূত অনন্ত কর্ম রাজিকে ধ্বংস করার জন্য।

মানুষের অর্থ-ভিত্ত, সাধারণ ডিগ্রী, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও মন, অস্থির, চঞ্চল, নানা প্রকার টেনশনে জর্জড়িত। এক কথায় চিত্ত অশান্ত। অশান্ত চিত্তে কখনও সুখ-শান্তি পাওয়া যায় না। প্রকৃত সুখ-শান্তি প্রশান্ত চিত্তে। চিত্ত নিরোধে প্রশান্ত চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং সুখ-শান্তি সৃষ্টি হয়। চিত্ত নিরোধ করার জন্য আমাদের চব্বিশ ঘন্টা হতে কিছু সময় বেচে নিতে হবে এবং ঐ সময়ে নিজেকে বিদর্শন ধ্যানে রত করতে হবে। প্রতিদিন যত ধ্যান করা যাবে তত চিত্ত প্রশান্ত হতে থাকবে। আর চিত্ত প্রশান্ত হতে থাকলে বুঝতে হবে আমার মধ্যে বর্তমান কর্ম ও পুরাতন কর্ম ক্ষীণ হচ্ছে এবং ধ্বংস হচ্ছে। এভাবে একদিন আপনি নির্বাণের দোর গোড়ায় পৌঁছে যাবেন। সকল দুঃখের অবসান হবে। পরম শান্তি-সুখ মিলবে। তখনই বলতে পারবেন "নিব্বানং পরম সুখং।"

www.kalpataruboi.org



# নির্বাণ

সংস্কৃত নির্বাণ। পালি নিব্বান। নির অর্থ নাই। বাণ অর্থ-তৃষ্ণা বা আসক্তি। তৃষ্ণা বা আসক্তি শূন্য হলে নির্বাণ হয়। তৃষ্ণা বা আসক্তি থাকে কোথায়? মন বা চিত্তে। চিত্ত তৃষ্ণা বা আসক্তি শূন্য হলে নির্বাণ লাভ হয়। চিত্ত দ্বারা জগতে উৎপন্ন হয়। চিত্ত দ্বারা নির্বাণ লাভ হয়। নরক কোথায়? চিত্তে। প্রেত লোক কোথায়? চিত্তে। তির্যক লোক কোথায়? চিত্তে। অসুরলোক কোথায়? চিত্তে। স্বর্গ কোথায়? চিত্তে। ব্রহ্মলোক কোথায়। চিত্তে। চিত্তই নরক নির্মাণ করে। চিত্তই প্রেতলোক নির্মাণ করে। চিত্তই তির্যক লোক নির্মাণ করে। চিত্তই অসুরলোক নির্মাণ করে। চিত্তই স্বর্গ নির্মাণ করে। চিত্তই ব্রহ্মলোক নির্মাণ করে। চিত্ত প্রতিটি প্রাণির কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। চিত্ত দ্বারা মানুষ ও অন্যান্য সত্ত্ব একত্রিশ লোকভূমির যে কোন এক লোকে উৎপন্ন হয়। আবার তৃষ্ণা মুক্ত চিত্ত দ্বারা জন্মচক্র নির্বাপিত হয়। সংসার চক্র বন্ধ হয়। নির্বাণ অর্থ নিভে যাওয়া। কি নিভে যাওয়া? অনির্বাণ শিখায় জলন্ত চিত্ত নিভে যাওয়া। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে থাকুক তার চিত্ত দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর নির্বাণ হচ্ছে নির্বাপিত প্রজ্জ্বলিত শিখা। অর্থাৎ তৃষ্ণা নিভে যাওয়া চিত্ত। উন্মুক্ত বায়ুতে জলন্ত প্রদীপ রাখলে যেমন আগুন শিখা বায়ুর দ্বারা এদিক ওদিক দোলিত, আন্দোলিত, স্পন্দিত হয়, ধাক্কা খায় তেমনি চক্ষুর দ্বারা রূপদর্শন, কর্ণের দ্বারা শব্দ শ্রবণ, নাসিকার দ্বারা আঘ্রাণ গ্রহণ, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন দ্বারা চিত্ত দোলিত, আন্দোলিত, স্পন্দিত হয়। আর চিত্ত অস্থির, চঞ্চল হয়। শুকনা ছাই এ ঢিল ছোঁড়ার ন্যায় চিত্ত উৎপক্ষিপ্ত হয়। মানুষ ও প্রাণি দুঃখের অধীন হয়। আর তৃষ্ণামুক্ত চিত্ত বা নিভে যাওয়া চিত্ত নির্বাণ ঘটায়। মোম বাতি হিসেবে উদাহরণ ধরলে মোম ও সলিতা হচ্ছে তৃষ্ণা, আগুনের শিখা হচ্ছে চিত্ত, উৎপন্ন তাপ-আলো কর্ম ও কর্ম বিপাক (বিপাক অর্থ ফল)।

মোম+সলিতা+অক্সিজেন=তৃষ্ণা

আগুনের শিখা = চিত্ত

তাপ+আলো=কর্ম+কর্মফল

জ্বালানি শক্তি হচ্ছে তৃষ্ণা। জ্বালানি শক্তির মাধ্যমেই আগুন (= আলো+তাপ) সৃষ্টি হয়। প্রাণি বা সত্ত্বগণের জ্বালানি বা উৎপন্ন শক্তি হচ্ছে লোভ-দ্বেষ-মোহ-

www.kalpataruboi.org



কাম-বিচিকিৎসা-মিথ্যাদৃষ্টি-মান ইত্যাদি যা তৃষ্ণার উৎপত্তি ঘটায়, চিত্তের উৎপত্তি ঘটায়, কর্ম ও কর্মফলের অধীন করে।

ল্যাম্প বা চেরাগ উদাহরণ হিসেবে ধরলে পাত্রটি দেহ, কেরোসিন ও সলিতা হচ্ছে তৃষ্ণা, আগুন শিখা চিত্ত, আলো ও তাপ হচ্ছে কর্ম ও কর্মফল।

ল্যাম্প পাত্র বা চেরাগ পাত্র = দেহ বা শরীর

কেরোসিন + সলিতা (বা ফিতা) = তৃষ্ণা

আগুন শিখা = চিত্ত

আলো + তাপ = কর্ম + কর্মফল

তৃষ্ণার কারণে চিত্ত দোলিত, আন্দোলিত, স্পন্দিত, ধাক্কা খেয়ে নানা প্রকার কর্ম সম্পাদন করে এবং কর্মফল ভোগ করায়। আর সত্ত্বগণের কর্ম ও কর্মফলের ভোগের মাধ্যমে অনন্ত জীবন প্রবাহ চলে। বৈদ্যুতিক বাল্ব (এডিসন বাল্ব) উদাহরণ ধরলে কাঁচ পাত্র, টিন, ফিলামেন্ট ও গাম হচ্ছে দেহ, ফিলামেন্ট তার অর্থাৎ টাংস্টন তারটি ও বিদ্যুৎ তৃষ্ণা, উৎপন্ন আলো-তাপ কর্ম ও কর্মফল।

কাঁচ পাত্র+টিন অংশ+ফিলামেন্ট দন্ড+গাম=দেহ

টাংস্টন তার + বিদ্যুৎ = তৃষ্ণা

আলো + তাপ = কর্ম ও কর্মফল

তাপ ও আলো দ্বারা নানা প্রকার কর্ম সম্পাদন হয়। সেরূপে চিত্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াব দ্বারা কর্ম ও কর্মফল উৎপন্ন হয়।

মোম বাতির মোম ও সলিতা থাকলে বাতি জ্বলবে। ল্যাম্প বা চেরাগের কেরোসিন ও সলিতা থাকলে ল্যাম্প বা চেরাগ জ্বলবে। বৈদ্যুতিক বাতির যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎ থাকলে চার্জ লাইট, টিউব লাইট, বাল্ব জ্বলবে। অনুরূপে তৃষ্ণা থাকলে চিত্ত দোলিত, আন্দোলিত, স্পন্দিত, ধাক্কা খেয়ে নানা প্রকার কর্ম সম্পাদন করে। মোম-সলিতা না থাকলে বাতি জ্বলবে না। কেরোসিন-সলিতা না থাকলে ল্যাম্প ও চেরাগ জ্বলবে না। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ঠিক থাকলেও বিদ্যুৎ না থাকলে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলবে না। অনুরূপে তৃষ্ণা নিঃশেষ বা ফুরিয়ে গেলে বা তৃষ্ণা না থাকলে কর্ম সম্পাদন হয় না। জন্ম নিরোধ হয়। নির্বাণ লাভ হয়। মোম-সলিতা বা কেরোসিন-সলিতা বা বিদ্যুৎ না থাকলে যে আলো বা

www.kalpataruboi.org



আগুন নিভে গেছে সে আলো বা আগুন শত কোটি চেষ্টা করলেও কখনও উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। ঠিক, তৃষ্ণা ফুরিয়ে গেলে চিত্ত নিরোধ হয় তৃষ্ণা নিভে যাওয়া চিত্ত বিষয়-বস্তুর সংস্পর্শে বা দ্বারা দোলিত, আন্দোলিত, স্পন্দিত হয় না। কর্ম সম্পাদন বন্ধ হয়। জন্মচক্র শেষ হয়। একত্রিশ লোকভূমির কোথাও উৎপন্ন হয় না। এটা নির্বাণ। একত্রিশ লোকভূমির প্রতিটি সত্ত্ব বা প্রাণি এক একটি জ্বলন্ত প্রদীপ। প্রদীপের তিনটি অংশ-পাত্র, তেল, সলিতা বা ফিতা। অথবা কাঁচ পাত্র, ফিলামেন্ট, বিদ্যুৎ। এ তিনটির সমন্বয়ে সৃষ্ট আগুন বা আলো ধরে রাখা যায়। প্রতিটি সত্ত্ব বা প্রাণিরও তিনটি অংশ। দেহ (Body), তৃষ্ণা (Craving), চিত্ত (Consciousness)। এ তিনটির সমন্বয়ে কর্ম উৎপন্ন হয় তথা কর্ম সম্পাদন হয়। প্রাণি দ্বারা কর্ম সম্পাদন ভব-চক্র সৃষ্টি হয়। চিত্ত থাকে দেহে এবং তৃষ্ণা থাকে চিত্তে। তৃষ্ণা যুক্ত চিত্ত কর্ম-সম্পাদন করে। কর্ম দ্বারা সত্ত্বগণ অনির্বাণ শিখায় জ্বলে। দুঃখ পায়। বিদ্যুৎ থাকলে বৈদ্যুতিক বাতি নষ্ট হয়ে গেলেও তার পরিবর্তে নতুন বাতি লাগালে যেমন জ্বলে তেমনি তৃষ্ণা থাকলে দেহ মরে গেলেও একই তৃষ্ণাযুক্ত চিত্ত অন্য মাতৃ জঠরে প্রবেশ করে। নতুন দেহ উৎপন্ন করে। অর্থাৎ তৃষ্ণাযুক্ত চিত্ত নতুন দেহ ধারণ করায়। আগুন নিভে গেলে তেল, সলিতা কাজ করে না। আবার তেল না থাকলে আগুন উৎপন্নের জন্য সলিতা কাজ করে না। অনুরূপভাবে কর্ম (বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে) সম্পাদন না করলে চিত্ত কাজ করে না। চিত্ত কাজ না করলে তৃষ্ণা নেই। উল্টোভাবে তৃষ্ণা কাজ না করলে চিত্ত কাজ করে না। চিত্ত কাজ না করলে কর্ম উৎপন্ন হয় না। তখন নির্বাণ লাভ হয়।

তৃষ্ণা যুক্ত চিত্ত চক্ষু দ্বারে কর্ম ও কর্ম বিপাক (বিপাক অর্থ-ফল), কর্ণ দ্বারে কর্ম ও কর্ম বিপাক, নাসিকা দ্বারে কর্ম ও কর্ম বিপাক, জিহ্বা দ্বারে কর্ম ও কর্ম বিপাক, ত্বক দ্বারে কর্ম ও কর্ম বিপাক এবং মন দ্বারে কর্ম ও কর্ম বিপাক উৎপন্ন করে। তৃষ্ণামুক্ত চিত্ত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন, রূপ, শব্দ, ঘ্রাণ, রস, স্পর্শ ও ভাব-এর সংস্পর্শে এসে কর্ম ও কর্মফল উৎপন্ন করে না। অর্থাৎ বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে তৃষ্ণা ফুরিয়ে গেলে দেখলেও কর্ম-কর্মফল সৃষ্টি হয় না, শুনলেও কর্ম-কর্মফল সৃষ্টি হয় না। আঘ্রাণ নিলেও কর্ম-কর্মফল সৃষ্টি হয় না। জিহ্বায় আস্বাদের বস্তু দিলেও কর্ম-কর্মফল সৃষ্টি হয় না, ত্বকে স্পর্শ হলেও কর্ম কর্মফল সৃষ্টি হয় না, মন দ্বারে ভাব দ্বারা কর্ম-কর্মফল সৃষ্টি হয় না।

www.kalpataruboi.org



এটিই নির্বাণ। অরহতদের ষড়দ্বারে কর্ম ও কর্মফল তৈরী হয় না। তাঁদের তৃষ্ণা মুক্ত চিত্ত কোন কর্ম-কর্মফল তৈরী করে না। তাঁদের চিত্ত নিষ্ক্রিয় চিত্ত।

যা ইচ্ছা জাগায় তা তৃষ্ণা। তৃষ্ণা আমি বা আত্মা নয়। তৃষ্ণা প্রত্যেক সত্তের (বা প্রাণির) মধ্যে বিদ্যমান। যা দেখার স্পৃহা বা ইচ্ছা জাগায় তা তৃষ্ণা—আমি বা আত্মা নয়। যা শোনার ইচ্ছা জাগায় তা তৃষ্ণা—আমি বা আত্মা নয়। যা ঘ্রাণ নেয়ার ইচ্ছা জাগায় তা তৃষ্ণা—আমি বা আত্মা নয়। যা স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা জাগায় তা তৃষ্ণা—আমি বা আত্মা নয়। যা স্পর্শের অনুভূতি জাগায় তা তৃষ্ণা—আমি বা আত্মা নয়। যা মনে ধর্ম বা ভাব জাগায় তা তৃষ্ণা—আমি বা আত্মা নয়। অর্থাৎ যা মনে পরিকল্পনা (Planning), কথাবলা (Talking), ইচ্ছা করা (Wishing), চিন্তা করা (thinking), সুখ-দুঃখ-উপেক্ষা-অনুভব করা (feeling), লোভ, হিংসা, দুষ্টভাব, কাম, সন্দেহ, মিথ্যাদৃষ্টি, মান, আলস্য, চঞ্চলতা ঘটায় তা তৃষ্ণা—আমি বা আত্মা নয়। তৃষ্ণা মুক্ত চিত্ত বা নির্বাপিত চিত্ত দেখার ইচ্ছা জাগায় না, শোনার ইচ্ছা জাগায় না, ঘ্রাণ নেয়ার ইচ্ছা জাগায় না, স্বাদ নেয়ার ইচ্ছা জাগায় না, স্পর্শ নেয়ার ইচ্ছা জাগায় না, মনে পরিকল্পনা, চিন্তা, অনুভব, মিথ্যাদৃষ্টি, কাম.....ঘটায় না। বিষয়, বস্তু হতে মুক্ত চিত্ত নির্বাণচিত্ত। চিত্ত মানসিক ও বাহ্যিক পারিপার্শ্বিকতায় নিষ্ক্রিয় থাকলে নির্বাণ। যখন চিত্ত সবকিছু হতে আসক্তি শূন্য হয় তখন নির্বাণ। আসক্তি শূন্য চিত্তে মাতা-পিতা শূন্য, স্ত্রী-পুত্র শূন্য, আত্মীয়-স্বজন শূন্য, ধন-দৌলত শূন্য, লেখাপড়া শূন্য, নারী পুরুষ শূন্য, স্বর্গ-অপায়-ব্রহ্মলোক শূন্য। ঈশ্বর-আল্লাহ-ভগবান শূন্য। অর্থাৎ আসক্তিহীন চিত্তে কিছুর অস্তিত্ব নেই। আসক্তিহীন চিত্তে চোখশূন্য, নাক শূন্য, ঠোঁট শূন্য, দাঁত শূন্য, মুখমন্ডল শূন্য, চুল শূন্য, কান শূন্য, বুক শূন্য, পিঠ শূন্য, পাচা শূন্য, উরু শূন্য, পুরুষাঙ্গ শূন্য, স্ত্রী অঙ্গ শূন্য, ত্বক শূন্য। এক কথায় সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শূন্য, বিষয়বস্তু শূন্য ও শক্তি অতএব শূন্যতাই নির্বাণ।

নারী-পুরুষ হচ্ছে মানুষ। তার চেয়ে উর্ধ্ব জ্ঞান প্রাণি। আরও উর্ধ্ব জ্ঞান নাম-রূপ। প্রত্যেকটি সত্ত্ব বা প্রাণি নাম-রূপ দ্বারা গঠিত। নাম হচ্ছে চিত্ত (mind or consciousness) এবং রূপ হচ্ছে দেহ। নাম বা চিত্ত উপাদান হচ্ছে বেদনা (feeling), সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। বেদনা পাঁচ প্রকার—সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, উপেক্ষা বেদনা, সৌমনস্য বেদনা, দৌর্মনস্য বেদনা। সংজ্ঞা বিষয়-

www.kalpataruboi.org



বস্তুকে চিহ্নিত করে। সংস্কার হচ্ছে কর্ম সংস্কার। অর্থাৎ পাপ-পুণ্য উৎপাদক। বিজ্ঞান দূরাগামী অশরীরী যা ভাবায়, চিন্তা করায়, পরিকল্পনা করায়, ইচ্ছা জাগায়, কথা বলে, লোভ করে ইত্যাদি। দেহ বা শরীর মাটি, জল, বায়ু, তাপ দ্বারা গঠিত। যে কোন একটির অভাবে দেহ মরে যায়। যখন দেহকে মাটি, জল, বায়ু, তাপ হিসেবে দেখে তখন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি আসক্তি শূন্য হয়। নির্বাণ সাক্ষাত হয়। নারী-পুরুষ বা প্রত্যেকটি প্রাণিকে দেহ ও চিত্ত অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান দ্বারা গঠিত দর্শন করলে অর্থাৎ নাম-রূপ হিসেবে দর্শন করলে আসক্তি শূন্য হয় অর্থাৎ তৃষ্ণা ক্ষয় হতে থাকে। প্রতিটি সত্ত্বকে নাম-রূপ হিসেবে দর্শন করলে নির্বাণের প্রথম সিঁড়ির প্রথম ধাপে পদার্পণ করে।

অবিদ্যা নাই, সংস্কার নাই। নির্বাণ। সংস্কার নাই, অবিদ্যা নাই। নির্বাণ। সংস্কার নাই, বিজ্ঞান নাই। নির্বাণ। বিজ্ঞান নাই, সংস্কার নাই, অবিদ্যা নাই। নির্বাণ। বিজ্ঞান নাই। নাম-রূপ নাই। নির্বাণ। নাম-রূপ নাই বিজ্ঞান নাই, সংস্কার নাই। অবিদ্যা নাই। নির্বাণ। নাম-রূপ নাই, ষড়ায়তন নাই। নির্বাণ। ষড়ায়তন নাই-নাম-রূপ নাই, বিজ্ঞান নাই, সংস্কার নাই, অবিদ্যা নাই। নির্বাণ। ষড়ায়তন নাই, স্পর্শ নাই। নির্বাণ। স্পর্শ নাই, ষড়ায়তন নাই, নাম-রূপ নাই, বিজ্ঞান নাই, সংস্কার নাই, অবিদ্যা নাই, নির্বাণ। স্পর্শ নাই, বেদনা নাই। নির্বাণ। বেদনা নাই, স্পর্শ নাই, ষড়ায়তন নাই, নাম-রূপ নাই, বিজ্ঞান নাই, সংস্কার নাই, অবিদ্যা নাই। নির্বাণ। বেদনা নাই, উপাদান নাই। নির্বাণ। উপাদান নাই, বেদনা নাই, স্পর্শ নাই, ষড়ায়তন নাই, নাম-রূপ নাই, বিজ্ঞান নাই, সংস্কার নাই, অবিদ্যা নাই। নির্বাণ। উপাদান নাই, তৃষ্ণা নাই। নির্বাণ। উপাদান নাই, বেদনা নাই, স্পর্শ নাই, ষড়ায়তন নাই, নাম-রূপ নাই, বিজ্ঞান নাই, সংস্কার নাই, অবিদ্যা নাই। নির্বাণ। তৃষ্ণা নাই, ভব-জাতি-জ্বরা-মরণ-ব্যাধি ইত্যাদি নাই। নির্বাণ।

চার প্রকার আসব বা আসক্তি (কামভাব, ভবাসব, মিথ্যাদৃষ্টি আসব, অবিদ্যাসব), চার প্রকার ওঘ (কাম ওঘ, ভব ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি ওঘ, অবিদ্যা ওঘ), চার প্রকার যোগ (কামযোগ, ভবযোগ, মিথ্যাদৃষ্টি যোগ, অবিদ্যাযোগ্য), চার প্রকার গন্ধ (অভিধ্যা কায়গন্ধ, ব্যাপাদ কায়গন্ধ, শীলব্রত পরামর্শ কায়গন্ধ, সত্যাভিনিবেশ কায়গন্ধ), চার প্রকার উপাদান (কাম উপাদান, মিথ্যাদৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত

www.kalpataruboi.org



উপাদন, আত্মবাদ উপাদান), ছয় প্রকার নিবরণ (কামছন্দ, ব্যাপাদ, অলসতা+নিদ্রা, উদ্ধত্য+কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা, অবিদ্যা), সাত প্রকার অনুশয় (কামরাগানুশয়, ভবরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয়, মানানুশয়, মিথ্যাদৃষ্টি অনুশয়, বিচিকিৎসানুশয়, অবিদ্যানুশয়), দশ সংযোজন (কামরাগ, ভবরাগ, প্রতিঘ বা ব্যাপাদ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, শীলব্রত পরামর্শ, বিচিকিৎসা, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা অথবা (সৎকায় দৃষ্টি), বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, ব্যাপাদ, কামরাগ, রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, থিনমিদ্ধ), দশ ক্লেশ (লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, বিচিকিৎসা, অলসতা, ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জতা, অনৌত্তাপ) নির্বাণে বিনাশ হয় অথবা নির্বাপিত বা নিভে যায়।

যা বিষয় বস্তুর প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করে তা আসব। কামের প্রতি আসক্তি (কামাসব), ভবের প্রতি আসক্তি (ভবাসব), মিথ্যা আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্তি (মিথ্যাদৃষ্টি আসব), অজ্ঞতার কারণে আসক্তি (অবিদ্যাসব)। সমুদ্রের ঢেউ যেমন নৌকাকে উপরে উঠায় আবার ঢেউয়ের তলদেশে নামায় সেরূপ ওঘ। কাম ওঘ সত্ত্বগণকে অস্থির করে। কাম ওঘ মানুষ তথা সত্ত্বগণকে উন্মাদ করে দেয়। ভব ওঘ সত্ত্বগণকে একত্রিশ লোকভূমির যে কোন একটিতে নিক্ষেপ করে। মিথ্যা আচার অনুষ্ঠান সত্ত্বগণকে একত্রিশ লোকভূমিতে ঘুরপাক খাওয়ায়। অবিদ্যা ওঘ সত্ত্বগণকে তাড়িত করে একত্রিশ লোকভূমিতে আবদ্ধ করে। যা সত্ত্বগণকে একত্রিশ লোকভূমির সাথে বন্ধন ঘটায় অথবা যা চিত্তকে দেহের সাথে বন্ধন করে তা গন্ধ। কায় বা দেহের প্রতি যে লোভ সৃষ্টি হয় তা কায়গন্ধ। অপরের প্রতি যে হিংসা-বিদ্বেষ-দুষ্ট চিত্ত উৎপত্তি হয় তা ব্যাপাদ কায় গন্ধ। মিথ্যা আচার-অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা আছে মনে করে দৃঢ় বিশ্বাস তৈরী করা হচ্ছে শীলব্রত পরামর্শ কায়গন্ধ। নিজের মতবাদ ও শিক্ষা চরম সত্য মনে করা এবং অপরের মতবাদ-শিক্ষা চরম ভুল মনে করা সত্যাভিনিবেশ কায়গন্ধ। এক কথায় আমারটা সত্য অপরেরটা মিথ্যা সত্যাভিনিবেশ কায়গন্ধ। দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা হচ্ছে উপাদান। যেমন সাপ ব্যাঙ ধরলে যে অবস্থা হয়। আবার দৈহিক ও মানসিক চাহিদা মেটাবার যে বিষয়-বস্তু তা উপাদান। তবে যা আমরা মানসিকভাবে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছি তা উপাদান। কামের বিষয় বস্তুকে শক্ত করে ধরে রাখা কাম উপাদান। মিথ্যা পূজা-আচার-অনুষ্ঠান করে নিজের মঙ্গল ও মুক্তির কর্মকান্ড মিথ্যাদৃষ্টি উপাদান। সৃষ্টিকর্তার নিকট নিজেকে

www.kalpataruboi.org



সমর্পণ করে কান্না-কাটি করে পাপ মাপ চাওয়া ও মুক্তির জন্য মুখাপেক্ষি হওয়া শীলব্রত উপাদান। আমি আছি, আমি ছিলাম, আমি থাকব আত্ম উপাদান। ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছে। অতএব ঈশ্বর আত্মারূপে আমার মধ্যে আছে। আত্ম উপাদান। ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছে। অতএব, আমার মধ্যে প্রাণ সৃষ্টির জন্য আত্মাও ঢুকিয়ে দিয়েছে আত্ম উপাদান। যা মানসিক উন্নতিতে বাধা প্রদান করে তা নিবরণ। যা মার্গফল লাভে অন্তরায় সৃষ্টি করে তা নিবরণ। চিত্তে কাম উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে ধ্যানের অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই এটি কামছন্দ নিবরণ। চিত্তে ক্রোধ বা দ্বেষ-দোষ উৎপন্ন হয়ে ধ্যানের অন্তরায় ঘটায়। এটি ব্যাপাদ নিবরণ। অলসতা-নিদ্রা ধ্যানের অগ্রসরতা নষ্ট করে। ধ্যানে বাধা দেয়। তাই এটি অলসতা-নিদ্রা নিবরণ। চিত্তে চঞ্চলতাভাব ও উৎকণ্ঠা ভাব সৃষ্টি হয়ে ধ্যান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। শুকনা ছাইয়ে ঢিল নিক্ষেপ করলে ছাই যেমন হঠাৎ করে উর্ধ্বে দিকে উঠে চারিদিকে চড়িয়ে পড়ে সেরূপ উদ্ধত্য-কৌকৃত্য নিবরণ। ধ্যান পথের প্রতি সন্দেহ উৎপন্ন হলে ধ্যান বাধাগ্রস্থ হয়। এটি বিচিকিৎসা নিবরণ। অবিদ্যার বা অজ্ঞনতার কারণে ধ্যান সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। মার্গফল লাভ হয় না। অবিদ্যা ধ্যানে নিবরণ হিসেবে কাজ করে। যা চিত্তে সুপ্তাকারে শুয়ে বা লুকিয়ে থাকে তা হচ্ছে অনুশয়। অনেকেই মনে করে আমার কাম দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু কামের উপাদান পেলে তা চিত্তে সাপ ব্যাঙ দেখার মত দাঁড়িয়ে যায় বা বের হয়ে আসে। তা কামানুশয়। অনেকে বলে আমার একত্রিশ লোকভূমির কোনটির প্রতি লোভ নেই। কিন্তু স্বর্গ সুখের কথা বললে দেখা যায় স্বর্গ লাভের আকাঙ্খা বের হয়ে যায়। ভবানুশয়। অনেকে বলে আমার অপরের প্রতি হিংসা, ক্রোধ, দুষ্ট চিত্ত নেই। কোন কিছু তার উপর করলে দেখা যায় সত্যিই হিংসা-ক্রোধ-দুষ্ট চিত্ত বের হয়ে আসে। প্রতিঘানুশয়। অনেকেই বলে আমার মান বা অহংকার নেই। তার প্রতি অহংকার দেখালে সেও অহংকার দেখায়। এ মান অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় লুকিয়ে আছে। এটি মানানুশয়। মিথ্যা পুজা-আচার-অনুষ্ঠান মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা হচ্ছে মিথ্যা দৃষ্টি অনুশয়। যা মনের খারাপ বিষয় অনুকূ বা প্রতিকূল পরিবেশে সুযোগ পেলেই বের হয়ে আসে তা অনুশয়। সন্দেহ দূরীভূত হয়েছে মনে করে কিন্তু অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশে সন্দেহ বের হয়ে আসে তা বিচিকিৎসানুশয়। অনেকে মনে করে আমার মধ্যে কোন অবিদ্যা বা অজ্ঞান নেই। দেখা যায় অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশে তা ঠিকই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তা অবিদ্যানুশয়।

www.kalpataruboi.org



দেখার, শোনার, ঘ্রাণ নেয়ার, স্বাদ নেয়ার, চামড়ার সুখ নেয়ার যে উন্মাদনা তা কামরাগ অর্থাৎ কামের প্রতি যে লোভ তা কামরাগ, ভব বা জগতের প্রতি যে লোভ তা ভবরাগ। নিজ ও অপরের প্রতি হিংসা-ক্রোধ বা দুষ্ট মনভাব তা প্রতিঘ বা ব্যাপাদ, নিজকে ছোট-বড়-সমান মনে করা মান, মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা মনে করা মিথ্যাদৃষ্টি মিথ্যা আচার অনুষ্ঠান ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, শীলব্রত পরামর্শ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রতি সন্দেহ বিচিকিৎসা। চঞ্চলতা-উৎকণ্ঠা ঔদ্ধত্য। অজ্ঞানতা অবিদ্যা। উপরোক্ত অলোচিত মানসিক কলুষ ও বন্ধন অরহত্ব ফল তথা নির্বাণের মাধ্যমে বিনাশ হয়। সত্বগণ দুঃখ হতে মুক্ত হয়।

নির্বাণ চিত্ত বা নির্বাপিত চিত্ত অবর্ণনীয়। আগুনের উপাদান থাকলে যেমন আগুন জ্বলে তেমনি চিত্তে চিত্ত উপাদান থাকলে চিত্ত বিভিন্ন বিষয়বস্তু অবলম্বন গ্রহণ করে লোভ-দ্বেষ-মোহ-কাম-রূপরাগ-অরূপরাগ মান ইত্যাদির জন্ম দেয়। চিত্ত উপাদান নিঃশেষ হলে চিত্ত বিষয় বস্তু হতে অনাসক্ত হয়। চিত্ত প্রশান্ত হয়। নির্বাণ চিত্ত এক অবর্ণণীয় চিত্ত। সুখ-দুঃখের অনধীন চিত্ত। পরিনির্বাণের মাধ্যমে জীবন প্রবাহ শেষ হয়। পরি নির্বাণের পর কিছুই অবশেষে থাকে না। অতএব নির্বাণে উৎপত্তির প্রশ্ন নেই, জীবন প্রবাহের প্রশ্ন নেই।